অসবর্ণা

(নাটক)

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫নং উড ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
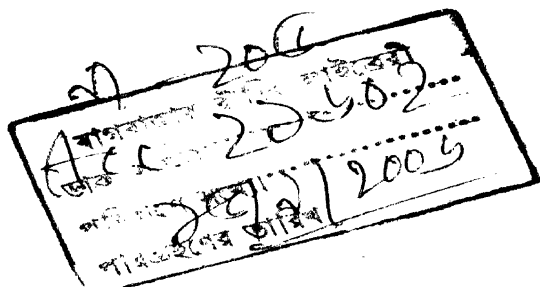
ভূমিকা।

পেটেল বিলের আন্দোলনের সময় আমি এই নাটকখানি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে উভয় পক্ষের মতামত যথাযথ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি

৫নং উড্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১২ই মার্চ্চ, ১৯২৭

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গপত্র

জননী

৺ত্রিনয়নী দেবীর

শ্রীচরণে

অসবর্ণা সমর্পণ করিলাম।

ক্ষীরোদ

নাট্যোল্লিখিত পুরুষগণ

হরিনাথ দাস—প্রবীণ ব্যারিষ্টর।

কৃষ্ণনাথ দাস—ঐ পুত্র ব্যারিস্টর।

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নবীন ব্যারিষ্টর।

বীরেন্দ্র বিশ্বাস—জমিদার।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কিরণচন্দ্রের ভগিনীপতি—ডাক্তার

খোদাবক্স্—কিরণের বাবুর্চি।

আর্দালি, বেয়ারা, পুলিস ইন্সপেক্টর ইত্যাদি।

নাট্যোল্লিখিত স্ত্রীগণ

হিরণ্ময়ী—হরিনাথের স্ত্রী।

রাসরাণী—কৃষ্ণনাথের স্ত্রী।

সুরুচি }
সুনীতি } হরিনাথের কন্যা।

শশিপ্রভা—কিরণের ভগিনী ও উপেন্দ্রনাথের স্ত্রী

স্থান কলিকাতা।

অসবর্ণা

নাটক

প্রথম অঙ্ক।
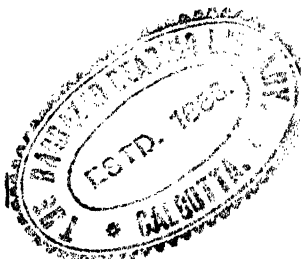
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—হরিনাথ দাসের লাইব্রেরী।

সুরুচি—টেবিলে কনির ঠেশ দিয়া কলম হস্তে আসীনা।

সুরুচি। কেন ম'ত্তে তাকে বিলেৎ যেতে ব'ল্লাম ? সে জমিদার, তার ত কথা বেচে টাকা রোজগার করবার দরকার নেই। ওটা কেবল আমার অহঙ্কার, লোকে আমাকে মুর্খের স্ত্রী বল্‌বে সেটা প্রাণে সয় নি। এইত আমি এম্ এ পাস করিচি ; বিদ্যায় কি এমন তালেবর হইচি, তা ত দেখতে পাইনে।

(রাসরাণীর প্রবেশ)

রাস। চিঠি লেখা হ'ল ঠাকুরঝি ? কই এখনও যে এক অক্ষরও লিখিস নি।

সুরুচি। পাঁচ পাঁচটা মেল্ এলো, তার একখানা চিঠি এল না ; ভাবছিলাম আমারই কি এত গরজ তাকে চিঠি লেখবার।

রাস। তুই-ই ত তাকে দেশান্তরী করিচিস। বিয়ের বয়সে বিয়ে কল্লি নে, থাক্ এখন থুব্‌ড়ো হয়ে।

সুরুচি। কেন, আমার কি বিয়ের বয়স গেছে?

রাস। যায় নি? পনেরয় যা ছিল একুশে কি তা আছে?

সুরুচি। মিছে নয়। তখন প্রাণটা যেমন টাট্‌কা ছিল এখন তা নেই।

রাস। শুধু কি প্রাণ টা? আমাদের দেশে যে কুড়ীতেই বুড়ী হয়।

সুরুচি। আচ্ছা আমরাই কুড়ীতে বুড়ী হই কেন, আর মেয়েরা কুড়ীতে ছুঁড়ী থাকে কেন?

রাস। আমরা ফুটিও যেমন শীগ্গির, ঝরেও যাই তেমনই শীগ্গির।

সুরু। তা ঠিক নয়। ওরা না হয় আমাদের চেয়ে বছর ডেড়েক পরে ফোটে। ওদের মত আমাদের রক্তের জোর নেই।

রাস। তা আর বল্‌তে। ওদের ছেলে গুল কেমন গোল্‌গাল্, যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্চে, আমাদের ছেলেরা খোস পাচ্‌ড়ায় ভরা, যেন হল্‌দে পোকা; একটু দুধ দাও তাও হজম কত্তে পারে না।

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। কে দুধ হজম কত্তে পারে না?

রাস। আমাদের দেশের ছোট ছেলেরা।

সুনীতি। বুড়োরাই বা কই পারে? ডিস্পেপ্সিয়া নেই এমন লোকই নেই।

রাস। ঐ ডিস্পেপ্সিয়াই আমাদের তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবার প্রধান কারণ।

সুনীতি। সেই কথা হচ্চে বুঝি?

রাস। ও কথাটা মাঝ থেকে এসে পড়েচে। আমি বল্‌ছিলাম, মেয়েদের বিয়ে অল্প বয়সে হওয়া ভাল, আমাদের বয়েসে আর কিছু বাকি থাকে না।

সুনীতি। সত্যি থাকে না নাকি? কই আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি নে।

রাস। তুই না পারিস আমি পারি।

সুরুচি। আসল কথা কি জানিস, আমাদের জীবন ওদের মতন নয়। ওরা সকল সময় ফুর্তিতে থাকে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করে এল, সন্ধ্যার সময় নাচ গান তামাসা নিয়ে তিন চার ঘণ্টা আমোদ কল্লে। দিনের বেলায় ও দেখিছি, রান্‌তে রান্‌তে, কিংবা ছেলে কোলে করে একবার নেচে গেয়ে নিলে। ওরা বেঁচে থাকে আমোদের জন্যে, আমরা কষ্টে শ্রেষ্টে প্রাণটাকে দেহের মধ্যে ধ'রে রাখি। ওদের পনের ষোল বছরের মেয়েরা শিশু, দৌড়া দৌড়ি করে খেলে বেড়ায়। আমাদের সাত আট বছর বয়সের মেয়েরাও গিন্নিবান্নি; ষোল বছরের মেয়ের দু তিনটি সন্তান হয়ে পড়ে। তাই আমরা কুড়ীতে বুড়া হই, ওরা কুড়ীতে ছুঁড়ী থাকে।

সুনীতি। ও কথাটা পুরুষদের উপর আরও বেশী খাটে। কথায় বলে,—পুরুষদের বয়েস মন অনুযায়িক মেয়েদের চেহারা অনুযায়িক। সত্তোর বছরের পুরুষের যদি মন টাট্‌কা থাকে সে বুড়ো নয় ছোঁড়া। ষোল বছরের মেয়ের যদি চেহারা বুড়িয়ে গিয়ে থাকে সে ছুঁড়ী নয়, বুড়ী।

রাস। মিছে নয়, আমাদের চেহারা যাতে ভাল থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

সুরুচি। চেহারা ভাল থাকবে কি করে? ম্যালেরিয়া আর অম্বলের ব্যামোতে পুরুষানুক্রমে ভুগে আমাদের জীবনী শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে,

আমাদের হাড় সরু সরু, পেশী নেই বল্লেই হয়, মাংসে অাঁট নেই, হাড় থেকে ঝুলে পড়ে।

সুনীতি। আমাদের মেয়েরা ত সুধু কুড়ীতে বুড়ী হয় না, পুরুষদেরও কুড়ী পেরুতে না পেরুতে চুল পাকে, রগ্ বসে যায়, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়, মুখের চাম্‌ড়া কোঁক্‌ড়াতে থাকে।

রাস। এর প্রতীকার হওয়া উচিত, নইলে আর দু তিন শো বছর পরে বাঙ্গালীরা সত্যি সত্যি বেগুন গাছে অাঁকশি দেবে।

সুরুচি। আমাদের বিয়ের যে রকম বাঁধা বাঁধি, তাতেই আরও অধঃ-পতন হচ্চে। একই বংশের লোকের সঙ্গে ক্রমাগত বিয়ে হয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ হচ্চে।

রাস। তুই কি চা'স বাঙ্গালীদের সঙ্গে পাঠানদের বিয়ে হয় ?

সুরুচি। হ'লে ভাল হয় না ?

সুনীতি। কই হয় ? ফিরিঙ্গীরা আমাদের চেয়ে ত কোন বিষয়েই ভাল নয়। ভিন্ন রেসের সঙ্গে বিয়ে হওয়া ঠিক নয়।

সুরুচি। তুই ত হার্বার্ট স্পেন্সারের কথা বল্‌চিস ? বামুণ, বণ্ডি, কায়েৎ, নবশাখ, সোণার বেণে এরা ত ভিন্ন রেস নয়।

রাস। বাঙ্গালী আর পঞ্জাবীও ত ভিন্ন রেস নয়। ওদের মধ্যে বিয়ে হয়ে ত সন্তান খুব সবল হয়নি। অধিকাংশের সন্তান হয়ই নি।

সুনীতি। কি জানি, হয় ত ঐ জন্যেই বামুণদের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, শ্রেণীবিভাগ হয়েচে ; কায়েৎদের মধ্যে উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, আর বঙ্গজ, আলাদা হয়েচে।

রাস। সে কালের লোক কি অত বুঝতো ?

সুনীতি। বুঝতো নিশ্চয়, নইলে যাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে তাদের

বিয়ে বারণ করেছে কেন ? ইউরোপের লোক এখন ও সব কথা মোটে বুঝতে আরম্ভ করেচে।

সুরুচি। আমার বোধ হয় যত ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন রেসের, ভিন্ন জাতির মধ্যে বিয়ে হয় ততই সন্তান ভাল হয়।

সুনীতি। তবে তুই সজাতকে বিয়ে করবি ঠিক করিচিস কেন ? তুই বীরেনকে ডিভোর্স করে একটা বামুণকে বিয়ে কর।

রাস। বিয়ে না হ'তেই ডিভোর্স ?

সুনীতি। থুড়ি—জিল্ট করে।

রাস। তোর বুঝি বীরেনের উপর লোভ পড়েচে ?

সুনীতি। আমার অমন পেসাদি জিনিসে লোভ পড়ে না।

রাস। পাতে না পড়তেই পেসাদি হল ?

সুনীতি। পেসাদি নয় ত কি ? দিদি যখন পনর বছরের তখন থেকে তার সঙ্গে ওর ভারি ভাব। তিন বছর ভাব করার পর সে বিলেৎ গেছে, তার পর চিঠিতে তিন বছর ধরে ভাব চল্‌চে।

সুরুচি। চুপ্ করবি তুই, না আমি উঠে যাব ?

সুনীতি। তুই কেন উঠবি, আমিই উঠে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

রাস। সুনী বেজায় মুখফোঁড় হচ্চে। এই বেলা থেকে ওর মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা কর।

সুরু। ও আমার কথা শোনে বুঝি ?

রাস। ওর বিয়ের কিছু ঠিক হ'ল ?

সুরু। কোথায় বিয়ে ? আমরা যে এক রকম অদ্ভুত প্রাণী, না হিঁদু, না মুসলমান, না খৃষ্টান, না ব্রাহ্ম। আমাদের বিয়ে কি সহজে হয় ?

রাস। কেন আমরা ত হিন্দু।

সুরু। হিন্দুর মতন আমাদের কি আছে? মুসলমান বাবুর্চিতে রাঁধে, টেবিলে খাই, পূজোও নেই, বাপ মার শ্রাদ্ধও নেই।

রাস। তবে আমরা ব্রাহ্ম?

সুরু। আমরা ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত নয়। ব্রাহ্মরা আমাদের ব্রাহ্ম ব'লে মানবে কেন?

রাস। আচ্ছা ব'লতে পারিস ব্রাহ্মতে হিন্দুতে তফাৎ কি?

সুরু। হিন্দুরা সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে, ব্রাহ্মরা বাঙ্গলা।

রাস। আর কিছু?

সুরু। আমরা পূজো করি, ওরা উপাসনা করে।

রাস। (হাসিয়া) এই বার ঠিক হয়েচে। আর কিছু?

সুরু। হিন্দুরা জাত মানে; ব্রাহ্মরা মানে না।

রাস। জাত ত অনেক হিন্দু মানে না; অনেক ব্রাহ্ম আবার জাত মানে।

সুরু। যে সব হিন্দু জাত মানে না, তারা হিন্দু নয়।

রাস। কি তারা?

সুরু। আমার মতন; কিছুই নয়।

রাস। যে সব ব্রাহ্ম জাত মানে?

সুরু। তারা ব্রাহ্ম নয়, হিন্দু।

রাস। তা হ'লে রামমোহনরায় ব্রাহ্ম ছিলেন না, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ছিলেন না, এক কেশববাবু ব্রাহ্ম ছিলেন।

সুরু। ঐ তিন জন ছাড়া আর কি ব্রাহ্ম নেই?

রাস। ওঁরাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদি, মধ্য, অন্ত।

সুরু। কেশব বাবু অন্ত কেন?

রাস। তিনি জাতি ভেদ ওঠাতে গিয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ কল্লেন।

সুরু। ব্রাহ্মধর্ম্ম ত এখনও সজীব আছে।

রাস। আছে কি? কেশব বাবুর সময়ে যে রকম হয়ে উঠেছিল, অনেকে মনে করেছিল সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম হয়ে যাবে, এখন কি আর—

সুরু। বাবা আস্‌চেন।

[সুরুচি ও রাসরাণীর প্রস্থান।

(হরিনাথ ও কৃষ্ণনাথের প্রবেশ)

হরি। ও বিষয়ে কোনও ইংরিজি নজীর আছে কি না দেখ।

কৃষ্ণ। ইংরিজি নজীর নেই; একটা আমেরিকান নজীর আছে।

হরি। এ মকদ্দমা ত আশুর কোর্টে নয়, আমেরিকান নজীরে কায নেই।

(আর্দালির প্রবেশ ও কার্ড দান)

হরি। লে আও অন্দর।

(আর্দালির প্রস্থান ও কিরণচন্দ্রের প্রবেশ)

কিরণ। গুড্ মর্ণিং।

হরি ও কৃষ্ণ। গুড্ মর্ণিং।

হরি। মর্গান্ পর্ত্ত একটা কেসে আমাকে এপীয়র হতে বল্‌চে, সেটাতে তুমিও আছ; বল না ব্যাপারটা কি?

কিরণ। হিন্দু লর একটা পইণ্ট্ আছে। তাই আপনাকে দরকার।

হরি। কি পইণ্ট্?

কিরণ। এক ব্রাহ্মণ এক শূদ্রের মেয়েকে হিন্দু মতে বিয়ে করেছিল। সেই মেয়ের এক ছেলে হয়। ব্রাহ্মণ মারা যাবার পর তার ভাই সমস্ত বিষয় থেকে সেই ছেলেকে বে-দখল করেচে, সে বলে ও বিয়ে সিদ্ধ নয়। সব্‌জজ্ ভাইএর পক্ষে রায় দিয়েচে; ছেলে হাইকোর্টে আপীল ক-রেচে।

হরি। সব্ জজের রায় ঠিক। আপীল না মঞ্জুর হবে।

কিরণ। পুরণো নজীর গুল বাতিল করিয়ে নতুন নজীর করাতে হবে। শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচার থেকে গোড়া পত্তন কত্তে হবে।

হরি। তা কি কত্তে দেবে ?

কিরণ। অন্যকে দেবে না ; আপনাকে দেবে।

হরি। আচ্ছা তুমি বুঝিয়ে দেও পুরণো নজীর কিসে ভুল।

কিরণ। এ অনুলোম বিবাহ, শাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধ।

হরি। বলে যাও।

কিরণ। গোভিল গৃহ্যসূত্রে "দারান্ কুর্বীত অসগোত্রান্ মাতুঃ অসপিণ্ডান্" বলেছে, সবর্ণা বলে নি।

হরি। সবর্ণা বুঝে নিতে হবে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে "কুলমগ্রে পরীক্ষেত" বলেছে।

কিরণ। কুল বল্লে সবর্ণ বোঝায় না।

হরি। গর্গনারায়ণ তাঁর টীকায় ঐ মানেই করেছেন।

কিরণ। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর উল্লেখ আছে।

হরি। কিন্তু সে বিবাহ "মন্ত্রবর্জ্জং" অর্থাৎ ঠিক বিবাহ নয়।

কিরণ। পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ যখন বলেচে বিবাহ-কেন নয় ?

হরি। কর্ক উপাধ্যায় ঐ সূত্রের মানে কচ্চেন "ন হি অস্যাঃ ধর্ম্ম কার্য্যে অধিকারঃ রামা রমণায় উপযতে ন ধর্ম্মায়।" মানব গৃহ্যসূত্রে স্পষ্ট বলেচে "উপযচ্ছেত সমানবর্ণাং অসমানপ্রবরাং যবীয়সীং নগ্নিকাং শ্রেষ্ঠাং।"

কিরণ। শ্রেষ্ঠাং যখন বলেছে ওটা বিধি বা আদেশ নয়, অর্থবাদ বা উপদেশ মাত্র।

হরি। হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রেও বলূচে "সজাতাং সবর্ণাং।"

কিরণ। মন্ত্র না পড়লে বিবাহ হয় না, তার কোনও প্রমাণ আছে ?

হরি। নারদ বলেছেন "পাণিগ্রহণমন্ত্রশ্চ—নিয়তং দারলক্ষণং।" বৃহস্পতিও বলেছেন "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।"

কিরণ। তবে আট রকম বিবাহ কি করে হত ?

হরি। সে বিবাহ মানে স্ত্রীপুরুষের সংযোগ। মনু তৃতীয় অধ্যায় ৪৩ শ্লোকে বলেচেন ঃ—"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।" শূদ্রা স্বামীর হাত না ধরে কাপড়ের দশা ধারণ করবে। আসল কথাটা কি জান—বহু পূর্ব্বকাল থেকে শূদ্রাকে রক্ষিতারূপে বাড়ীতে রাখবার প্রথা ছিল। বর্ত্তমান মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি যে সময়ে লেখা হ'য়েছিল সে সময়ে সে প্রথাটা অচল হয়ে উঠেছিল, সেই জন্যে তাকে উল্লেখ করে নিষেধ করা হয়েছে। মনুসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ থেকে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত দেখ। আপস্তম্বও বলেছেন ও রকম বিবাহে দোষ হয়, পুত্রও দোষযুক্ত হয়। শঙ্খ বল্‌চেন "দারান্ আহরেৎ সদৃশান্।" উশন বলেচেন—"অন্যজাতিবিবাহে চ স মহাপাতকী ভবেৎ।"

কিরণ। বিবাহ ভাল হ'ক মন্দ হ'ক সে কথায় আমাদের দরকার নেই। ছেলে পিতার সম্পত্তি পায় কি না সেইটেই বিচার্য্য বিষয়। মনুও ত শূদ্রাপুত্রকে অংশ দিয়েছেন।

হরি। সবর্ণাজাত পুত্র থাক্‌লে শূদ্রাপুত্রকে মনু দশম ভাগের বেশী দেন নি।

কিরণ। যখন সবর্ণাজাত পুত্র নেই তখন সেই সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

হরি। গৌতম শূদ্রাপুত্রকে অংশ দেন নি।

কিরণ। বশিষ্ঠ দিয়েছেন।

হরি। বৌধায়ন শূদ্রাপুত্রকে নিষাদ বলেচেন, তাকে দায়ভাগী

করেন নি। আপস্তম্বও করেন নি, তিনি স্পষ্টই বলেচেন সেকালের অনুসরণ একালে চল্‌বে না।

কিরণ। যাজ্ঞবল্ক্য বার রকম পুত্রকেই পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে দায়ভাগী করেছেন।

হরি। কিন্তু ও বার রকমের মধ্যে শূদ্রাপুত্রের নাম করেন নি।

কিরণ। বিষ্ণু করেছেন।

হরি। নারদ করেন নি। বৃহস্পতি বেশ বলেছেন ঃ—

উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগহ্রাসাৎ অশক্যো যং কর্ত্তুং মর্ত্ত্যৈর্বিধানতঃ॥
অনেকধাঃ কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যৈঃ পুরাতনৈঃ।
তচ্ছক্যং নাধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তন।

কিরণ। অন্যরা কি বলেছেন ?

হরি। হারীতের তালিকায় শূদ্রাপুত্রের নাম নেই, শঙ্খ ও যমও শূদ্রাপুত্রকে দায়ভাগী করেন নি। মনু শূদ্রাপুত্রকে পারশব অর্থাৎ পারক হয়েও শব আখ্যা দিয়েচেন।

কিরণ। ঢের হয়েচে আর শাস্ত্র চাইনে। কিন্তু সদাচারের মধ্যে কেস্‌টা আনা যায় না ?

হরি। শাস্ত্র যখন ওকে অসদাচার বলেচেন, তখন হিন্দুধর্ম্মে থেকে ওকে সদাচার বলা যায় না।

কিরণ। বাকী থাক্‌লো স্ব স্ব চ প্রিয়মাত্মনঃ আর সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামঃ। প্রথমটার মানে যেটা ভাল বলে মনে হয়। দ্বিতীয়টার অর্থ ইউটিলিটী। জাতিভেদের জ্বালায় দেশ উচ্ছন্ন যাচ্চে। সঙ্করবিবাহ হ'লে জাতিভেদ উঠে যাবে, সুতরাং সঙ্করবিবাহ ও দুটোর মধ্যেই আসে।

হরি। তার ত পথ খোলা রয়েচে। সিভিল ম্যারেজ ক'ল্লেই ত লেঠা চুকে যায়।

কিরণ। সে ত হিন্দু ল নয়।

হরি। দেখ কিরণ আপীলটাতে তুমিই বক্তৃতা করো। তোমার মতন বল্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তা ছাড়া তোমার কেসে তোমার বিশ্বাস আছে, আমার নেই। বুঝলে ?

কিরণ। তাই করবো। আপনি বসে থাক্‌বেন।

হরি। বাঁচালে ভাই। শনিবার সন্ধ্যার সময় এখানে আহার করবার সময় হবে তোমার ?

কিরণ। খুব হবে।

হরি। এস ভাই তা হ'লে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণনাথের শয়ন-গৃহ। রাত্রি ১০টা।

(কৃষ্ণনাথ ও রাসমণি)

রাসমণি। এত রাত্রে কোথা যাওয়া হবে শুনি।

কৃষ্ণ। আস্তে! এখনই মা টের পাবেন।

রাসমণি। কোথা যাবে বল্লে না ?

কৃষ্ণ। আজ ক্লবে একটা পার্টি আছে।

রাস। রাত দশটার পর পার্টি!

কৃষ্ণ। পার্টী ত বেশী রাত্তিরেই হয়।

রাস। তবে খেলে কেন ?

কৃষ্ণ। এ সব পার্টীতে খাওয়া হয় না।

রাস। তবে হয় কি ?

কৃষ্ণ। খোষ গল্প, গান ; আবার কি হবে ?

রাস। মদ খাওয়া, উচ্ছন্ন যাওয়া। আজ যদি মদ খেয়ে আস আমি মাকে বলে দেব।

কৃষ্ণ। না না, আমি মদ খাব না, আমি শীগ্গির ফিরে আসবো।

[প্রস্থান।

রাস। বাবা বড় মানুষ দেখে বিয়ে দিলেন। আমি টাকা খাচ্চি, টাকা পরছি, টাকা পেতে শুচ্চি ; কিন্তু আমার মতন হতভাগিনী কে আছে ? ও ক্লবে ত গেল না ; ক্লবে গেলে বাবাকে ব'লে যেত। ও গেল সেই মাগীর কাছে। ছি ছি ঘেন্নায় ম'লাম ; ব্যামোয় এত কষ্ট পাচ্ছি, কাউকে বলবার যো নেই। কোথা যাব, কি করবো ? এ ঘরে ত আর থাকৃতে পাচ্চিনে। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিনাথ দাসের ডয়িংরূম। শনিবার রাত্রি ৮টা

(হরিনাথ ও কিরণ)

হরি। তোমার খুব বাহাদুরী আছে কিরণ। তোমার পুঁটি মাছদের দিয়ে তিমির মত কথা কইয়ে ছেড়েছিলে।

কিরণ। আপীল ত ডিক্রী করাতে পাল্লাম না।

হরি। দেখ, যদি দুজন বুড়ো জজ না হয়ে ছোকরা জজ হ'ত তোমার আপীল নিশ্চয় ডিক্রী হ'তো।

কিরণ। প্রভুরা বল্লেন কিনা—যে হিন্দু জাতিভেদ মানে না সে হিন্দুই নয়, তার উচিত সিভিল ম্যারেজ করা। জাতিভেদই হচ্চে হিন্দু-ধর্ম্মের ভিত্তি। হিন্দুধর্ম্ম বল্লে কোনও ধর্ম্মবিশ্বাস বোঝায় না, কেবল একটা সামাজিক বন্ধন বোঝায়। সে বন্ধন কাট্‌লে কেউ হিন্দু থাকতে পারে না।

হরি। কথাটা কিছু অন্যায় বলেছে কি ?

কিরণ। ভয়ঙ্কর অন্যায়। আমি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করি। মনে করুন যদি আমি ব্রাহ্মণেতর কোনও স্ত্রীলোককে বিবাহ ক'র্ত্তে চাই আমাকে মিথ্যা করে বলতে হবে আমি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করি না। এটা কি কম অত্যাচার ?

হরি। অত্যাচারটা কার ? তোমার না হিন্দুধর্ম্মের ? তুমি হিন্দু-ধর্ম্মের আচার লঙ্ঘন করবে, দোষ দেবে হিন্দুধর্ম্মের। এই মনে কর তুমি আমার ড্রয়িংরুমে এসেছ। যদি তুমি ঘরের আসবাব ভাঙ্গতে আরম্ভ কর, দোষ তোমার না ঘরের।

কিরণ। খুব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ত ?

হরি। তুমি বলবে তুমি চোখ বুঁজে চলতে চাও, সোফা গুলর ভারি অন্যায়, তারা তোমার পায়ে ঠেকে। তাদের দূর করে দেয়া উচিত। আমি বলবো বাপু হে, তুমি চোখ বুঁজে চলতে চাও, মাঠে যাও, আমার ড্রয়িংরুমে কেন ?

কিরণ। (হাসিয়া) আচ্ছা আপনি বুঝিয়ে দিন—জাতিভেদ হিন্দু-ধর্ম্মের ভিত্তি কিসে ?

হরি। একজন শাক্ত আর একজন বৈষ্ণব দুজনেই হিন্দু ত?

কিরণ। হুঁ।

হরি। ওদের ধর্ম্মবিশ্বাস পরস্পরের বিপরীত কিনা?

কিরণ। কতক কতক।

হরি। ওরা হিন্দুসমাজের বন্ধন মেনে চলে বলেই হিন্দু ত?

কিরণ। তাও না হয় মেনে নিলাম।

হরি। হিন্দুদের সামাজিক বন্ধনটা কি?

কিরণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস, গোহত্যা না করা।

হরি। মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদীরাও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ওদের মধ্যেও অনেক নিরামিষাশী আছে, তারা কি হিন্দু? পার্শীরা গোহত্যা করে না। তারাও হিন্দু নয়। অনেক হিন্দু গরু খায় তারা তবু হিন্দু থাকে।

কিরণ। লুকিয়ে খায় বলে থাকে।

হরি। প্রকাশ হ'লে কি হয়?

কিরণ। জাত যায়।

হরি। ঐ দেখ, গরু খাওয়াটা কারণ, জাত যাওয়া তার ফল। জাত যাওয়া আর হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে ফারখতী হওয়া একই কথা। যার জাত গেল তার ধর্ম্মবিশ্বাস যাই কেন হ'ক না সে সমাজের গণ্ডী থেকে নির্ব্বাসিত হ'ল। আরও দেখ গরু খাওয়ার সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের কোন সম্বন্ধই নেই। ঋষিরা গরু খেতেন। তখনকার সমাজ তাকে দুষ্য মনে কত্তো না। এখনকার সমাজে ওটা অচল হয়েচে; কাজেই ওটা সামাজিক ব্যাপার হ'ল, ধর্ম্মের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর না মেনেও কপিল ঋষি ছিলেন। জৈনরা ঈশ্বর না মেনেও হিন্দু। ভারতবর্ষের বৌদ্ধরাও হিন্দু ছিলেন। বুদ্ধদেবকে হিন্দুরা ঈশ্বরের অবতার বলে মানে। অতএব সপ্রমাণ হ'ল যে ঈশ্বর মানাও হিন্দুধর্ম্মের অবশ্য বিষয় নয়।

কিরণ। আমি বলবো কর্ম্মফলে বিশ্বাসই হচ্চে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি।

হরি। কর্ম্মফলে বিশ্বাস হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি নয়, হিন্দুদর্শনের ভিত্তি। তুমি দেশে দেশে ঢ্যাট্‌রা পিটিয়ে দেও তুমি কর্ম্মফলে বিশ্বাস কর না, তোমাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না।

কিরণ। আমি যদি বলে বেড়াই জাতিভেদে বিশ্বাস করি না, তা হ'লেও আমাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না।

হরি। তা ত বলবেই না। হিন্দু সমাজের সঙ্গে সুধু বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি যেমন সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কায করবে অমনই সমাজ তোমাকে দূর করে দেবে। হিন্দুরা চার্বাককে কিছু বলেনি। ইউরোপে হ'লে তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মাত্ত। গ্রীসে সক্রেটিসের মত লোকের, রোমে খৃষ্টানদের, স্পেনে, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে মেরীর সময়ে, প্রটেষ্টাণ্টদের নির্য্যাতনের একশেষ হয়েচে। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় ইউরোপে ধর্ম্মের বন্ধন বেশী, সমাজের বন্ধন তেমন নেই। আমাদের সমাজের বন্ধন বেশী, ধর্ম্মের বন্ধন তেমন নেই।

কিরণ। আমরা ক্রমাগত এই রকম করে লোক তাড়িয়ে দিলে কয়েক হাজার বছর পরে যে হিন্দু মোটেই থাকবে না।

হরি। কয়েক হাজার বছর পরে বর্ত্তমান ধর্ম্মের কোনটা থাকবে না।

কিরণ। হিন্দুরা সকল বিষয়ে অমন উদার, এ বিষয়ে অত গোঁড়া কেন ?

হরি। হিন্দুর একটা লেব্‌ল্‌ত চাই। জাতিভেদে বিশ্বাসটা হচ্চে ঐ লেব্‌ল্‌। মনে কর একজন মুসলমান আছেন। তিনি খুব ঈশ্বরভক্ত, সত্যপ্রিয়, পরোপকারী কিন্তু তিনি মহম্মদকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করেন না। তিনি যেমন সত্য মুসলমান নন্ তেমনই যে হিন্দু সব বিষয়ে ভাল হয়েও হিন্দুসমাজের বিদ্রোহী হন তিনিও আর হিন্দু থাকেন না।

(হিরণ্ময়ী ও সুরুচির প্রবেশ)

হিরণ্ময়ী। হিঁদুয়ানীর কি কথা হচ্ছিল ?

হরি। মানুষ কি হ'লে হিন্দু হয়, আর কিসে হিঁদুয়ানী যায়, সেই কথা হচ্ছিল।

হিরণ্ময়ী। সিদ্ধান্ত কি হ'ল ?

কিরণ। আপনি কি সিদ্ধান্ত কত্তে চা'ন ?

হিরণ। মেয়ে ছেলের বিয়ে সঘরে দিলে হিন্দুয়ানী থাকে, না দিলে যায়।

হরি। ঐ দেখ কিরণ।

(একজন মুসলমান বাবুর্চির প্রবেশ, হিরণ্ময়ীর সহিত চুপি চুপি কথা ও প্রস্থান)

কিরণ। যার তার হাতে খেলে জাত যায় না ?

(সকলের মুখ চাওয়া চাওয়ি ও হাস্য)

কিরণ। (সুরুচিকে) আপনি কি বলেন ?

সুরুচি। যার তার হাতে খেলে জাত যাওয়া উচিত, কিন্তু এখন যায় না।

হরি। অর্থাৎ সমাজ ও বিষয়ে একটু ঢিল দিয়েছে।

সুরুচি। ঠিক্ বাছ্‌তে গাঁ উজোড় হবে বলে ঢিল দিয়েছে সাধে দেয় নি।

হরি। সমাজের নিয়ম ঐ রকম করেই বদ্‌লায়।

কিরণ। বেশী লোক অঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে সেটাও চলে যাবে।

হরি। যতদিন অধিকাংশ লোক তা করবে না, যে করবে সমাজচ্যুত হবে।

কিরণ। (সুরুচিকে) আপনি জাতিভেদ মানেন ?

সুরুচি। মান্‌তে ত চাইনে। আমার মতে জাতিভেদে দেশের সর্ব্ব-নাশ হচ্চে।

কিরণ। ঐ দেখুন মিষ্টার দাস! আপনাদের এখনও সেকেলে টান আছে।

হরি। জাতি ভেদে কিসে দেশের সর্ব্বনাশ হচ্চে?

সুরুচি। ভারতবর্ষের লোক এক নেশন হতে পাচ্ছে না।

কিরণ। ওকথাটা আমি বল্‌তে ভুলে গিছ্‌লাম কথাটা ঠিক।

হরি। ইউরোপে ত জাতিভেদ নেই তবে ইংরেজ, ফরাশী, জর্ম্মণ রুস সব মিশে একটা নেশন হয় নি কেন?

সুরুচি। ইউরোপ একটা মহাদেশ; ভারতবর্ষ একটা দেশ।

হরি। ভারতবর্ষও একটা মহাদেশ।

সুরুচি। ইউরোপে ভিন্ন ভিন্ন রেস বাস করে, ভারতবর্ষের অন্ততঃ উচ্চজাতিরা এক রেসের।

হরি। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ আছে। এরা কি ঠিক এক জাতি? একজন অযোধ্যার ব্রাহ্মণ কি কিরণের বাড়ী খাবে, না ওদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করবে?

সুরুচি। নিশ্চয় এক জাতি। কিন্তু যেখানে ভেদ নেই সেখানেও ভেদের সৃষ্টি করা আমাদের কুঅভ্যাস। জাতিভেদই এই কুঅভ্যাসের মূল। যেখানে আদিতে একটা জাতি ছিল, আমরা তা থেকে এক হাজার জাত করেচি। জাতি ভেদ একটা রোগ। ঐ রোগের বীজ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়চে। ওকে সমূলে বিনাশ না কল্লে দেশের মঙ্গল নেই।

কিরণ। ঠিক বলেছেন আপনি।

(সুনীতির প্রবেশ)

হরি। না ঠিক নয়। ভারতবর্ষ এক মহাদেশ। এতে নানান্ রেস,

নানা ধর্ম্ম, নানা জাতির বাস। ভারতবর্ষে যত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে, ইউরোপে তার শতভাগের একভাগও নেই। ইউরোপে ধর্ম্ম এক, ভারতবর্ষে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম। ইউরোপের প্রায় সমস্ত লোকের আকার, প্রকার, পোষাক, থাক্‌বার ধরণ একরকম। ভারতবর্ষের শত শত রকমের পোষাক, চেহারা, রঙ্গ, থাক্‌বার ধরণ। ইউরোপে ইংরেজের সঙ্গে ফরাশির, জর্ম্মাণের সঙ্গে রুসের, গ্রীকের সঙ্গে ইটালিয়ানের বিয়ে হয়। ভারতবর্ষের এক প্রদেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গেও অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের বিয়ে হয় না, অন্য জাতের ত কথাই নেই।

সুরুচি। ব্রাহ্মণ ত আর একটা জাত নেই। বাঙ্গালার রাঢ়ী আর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরা একই পূর্ব্ব পুরুষের সন্তান। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন অন্যের বাড়ী আহার করে না ; বিয়ে হওয়া ত দূরের কথা। যতদিন ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ না চল্‌বে ভারতবর্ষ এক নেশন হবে না।

হরি। ইউরোপে ত পরস্পর বিয়ে হয়েও সব এক নেশন হয় নি।

সুরুচি। এক দিনে কিছুই হয় না ; ক্রমশঃ হবে।

হরি। এক হওয়া দূরে থাক্ ক্রমশঃ আলাদাই হয়ে যাচ্চে।

সুনীতি। আমার মতে ভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে বিয়ে হ'লে সন্তান ভাল হয় না।

হরি। মিছে কথা বলেনি সুনী। রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি থাক্ ঐ জন্যেই বোধ হয় সৃষ্টি হয়েছে।

হিণ্ময়ী। কাছারিতে সমস্ত দিন বক্তৃতা করেও বুঝি আশ মেটেনি।

সুনীতি। বাবার ও রোগটি অনেক দিনের। ব্যবসার কথা ড্রয়িং রুমে না এনে থাকতে পারেন না।

সুরুচি। চুপ্ কর সুনী। বাবা ব্যবসার কথা কখন বল্লেন ?

সুনীতি। (জনান্তিকে) দেখ্ তোর খুব সুবিধে হয়েছে, বীরেনকে ছেড়ে কিরণকে নে, তোর আহার ওষুধ দুই হবে।

সুরুচি। (জনান্তিকে) অমন করবি ত আমি এখান থেকে উঠে যাব।

সুনীতি (জনান্তিকে) তা আর যেতে হয় না। দেখ্ না তোর দিকে ও কি করে চেয়ে আছে। ওর চাউনির আকর্ষণ দড়ির মতন তোকে বেঁধে রাখ্‌বে।

(সুরুচির কিরণের দিকে দৃষ্টি। উভয়ের দৃষ্টি মিলন। সুরুচির লজ্জার ভাব ও চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া)

হিরণ্ময়ী। তোরা সব আড়ষ্ট হয়ে রইলি যে, গান টান হবে না ?

সুনীতি। দিদি গাইবে।

সুরুচি। আমি পারবো না, তুই গা।

কিরণ। আপনিই দয়া করে একটা গা'ন না।

সুরুচি। এর আর দয়া কি ? গাচ্চি। (গান)

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

"কি দিব তোমারে বল না, হৃদয়ের ধন !
কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা।
প্রদান কর হে চিত, তাপিত, বিশুদ্ধ নত,
হ'লে তোমায় অর্পিত, পূরিবে বাসনা।
যত স্নেহ, প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি
আর কেন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা ॥

কিরণ। অতি চমৎকার।

সুনীতি। (জনান্তিকে) "কৃপা করি লও হরি" না ব'লে "লও কিরণ কৃপা করি" বল্লেই ত পাত্তিস।

সুরুচি। (জনান্তিকে) আরে মলো আস্পর্দ্ধা বাড়চে দিন দিন।

সুনীতি। আপনি একটা গা'ন মিষ্টার মুকর্জ্জি।

কিরণ। আগে আপনি গা'ন।

সুনীতি। আপনাকে বল্লাম গাইতে কথা শুনচেন না?

কিরণ। অন্যায় হয়েচে। (গান)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

"কনক কিরণ চুড় তপন ডুবিল।
নিরবে সে চলে গেল ফিরে না আসিল।
এ ঘোর আঁধার ছায় কোথায় খুঁজিব তায়,
মেঘে ধরা ডুবে যায়, বিজলি না চমকিল।
কোথা আছে কোন্ পুরে, হেথা হতে কত দূরে,
ডাকিলাম প্রাণ পুরে, সেত সাড়া নাহি দিল।
সখা, দেবে না গো দেখা, রবে শুধু স্মৃতি রেখা
শুধু জ্বালাময়ী লেখা, বিধি ভালে লিখেছিল।"

হরি। বা হে কিরণ, তুমিত বেশ গাও ওস্তাদ রেখে শিখেছ না কি?

কিরণ। বাবার যে গানের ভারি সখ ছিল। ছেলেবেলা থেকে ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলাম।

সুনীতি। আপনাকে বায়না দিয়ে রাখলাম সপ্তাহে একদিন করে আমাদের বাড়ী গেয়ে যাবেন।

কিরণ। কই বায়না দিন।

সুনীতি। ঐ যে দিদি গাইলে। ঐ আপনার বায়না।

কিরণ। বায়না ঠিক হয়েচে। এইবার আপনি গান।

সুনীতি। আমি গাইতে জানি না। দিদিকে বলুন আর একটা গাইতে।

কিরণ। আপনি নিশ্চয় গাইতে জানেন।

সুনীতি। আমাকে কনট্রাডিক্ট কচ্চেন ?

কিরণ। ভুল হয়েছে ক্ষমা করবেন।

হিরণ্ময়ী। মিঃ মুকর্জ্জি, মনে থাকে যেন আপনাকে সুনী নেমন্তন্ন করেছে, মাঝে মাঝে আসবেন।

কিরণ। যে আজ্ঞা।

হিরণ্ময়ী। এখনি খেতে ডাক্‌বে। সুরি তুই ততক্ষণ আর একটা গা।

সুরুচি। (গান)

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

"জগৎ তোমাতে তোমারই মায়াতে মোহিত জগৎ জন।
হেন সাধ্য কার তোমার মায়ার তত্ত্ব করে নিরূপণ ॥
সংসার খেলনা দারা সুত দিয়ে
ভুলায়ে রেখেছ মোহিত করিয়ে,
দিয়াছ যে খেলা, খেলি মা দু বেলা,
তাই হেলা নিত্য ধন ॥
ইচ্ছাময়ী তুমি তোমার ইচ্ছায় সব হয়
কে জানে তোমার মহিমা।
তুমি নিয়ে যাও যে পথে যাই মা সে পথে
মোহে অন্ধ জগজন ॥"

যবনিকা।

তীয় অঙ্ক

—:※:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রনাথের ড্রইং রুম।

উপেন্দ্র ও শশিপ্রভা।

শশি। দাদার হ'ল কি? এখানে আসে না কেন?

উপেন্দ্র। অন্য কোন প্রাণীর আকর্ষণ শক্তি তোমার চেয়ে বেড়ে গিয়ে থাক্‌বে।

শশি। সত্যি কিছু শুনেছ না কি? কোথা যায় বল না।

উপেন্দ্র। ব্যারিষ্টার প্রবর হরিনাথের বাড়ী।

শশি। তারা ত বামুণ নয়। সেখানে আকর্ষণ কে করবে?

উপেন্দ্র। বামুণ না হলে বুঝি মেয়েদের বিষ দাঁত গজায় না?

শশি। উপমা বিপর্য্যয় হ'ল। আকর্ষণের সঙ্গে বিষ দাঁতের সম্পর্ক কি?

উপেন্দ্র। শাপেদের চোখে ভয়ানক আকর্ষণ শক্তি আছে শোন নি?

শশি। ওদের বাড়ী ওরকম শাপ আছে নাকি?

উপেন্দ্র। এক যোড়া আছে।

শশি। তোমাকে দাঁত ফুটিয়েছে না কি?

উপেন্দ্র। ফোটালে তুমি আমায় পেতে কোথা?

শশি। মনসা দুটি কি হরিনাথ বাবুর মেয়ে?

উপেন্দ্র। ঠিক আজ্ঞা করেছেন।

শশি। দাদা তেমন বোকা নয়, যে শূদ্দুরের মেয়ে তাকে দাঁত ফোটাবে।

উপে। শাপে বুঝি জাত বিচার করে ছোবল দেয়?

শশি। তুমি তাদের দেখেছ?

উপে। বছর দুই আগে আমাকেই ত ওরা ডাক্‌তো। এখন সাহেব ডাক্তার ডাকে।

শশি। কেমন ধারা বল না।

উপে। বড় মেয়েটি খুব সুন্দরী। ছোটটি শ্যামবর্ণ! বড়টি এম্ এ. ছোটটি বি-এ।

শশি। তুমি দাদাকে বারণ কর নি কেন সেখানে যেতে?

উপে। সে ত নাবালক নয়। তা ছাড়া গেলে ক্ষতি কি?

শশি। যদি শূদ্দুরের মেয়ে বিয়ে করে বসে?

উপে। তোমার শূদ্দুর ভাজ হবে।

শশি। ভাজ হবে না ছাই হবে। বামুণের সঙ্গে শূদ্দুরের বিয়ে হয়?

উপে। হিন্দু মতে হয় না। সিভিল ম্যারেজ হয়।

শশি। ও রকম ভাজকে আমি ধর্ম্মত ভাজ বল্‌তে বাধ্য নই।

উপে। জাত কি ধর্ম্ম?

শশি। লোকে কথায় বলে জাত ধর্ম্ম।

উপে। কথায় বল্লে ত সত্যি হয় না।

শশি। খৃষ্টানদের ত জাতিভেদ নেই, মুসলমানদেরও নেই। খৃষ্টানীর অখৃষ্টানের সঙ্গে বিয়ে হয় না কেন? মুসলমানীর কাফেরের সঙ্গে বিয়ে হয় না কেন?

উপে। ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের ধর্ম্ম ত আলাদা নয়।

শশি। ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন ভোজন কত্তে পারে না। শূদ্রা স্ত্রী হ'লে তার হাতে খাওয়া চল্‌বে না কিন্তু মুখে—

উপে। বল না বল না থাম্‌লে কেন ?

শশি। বুঝতে ত পেরেছ।

উপে। শূদ্রা বামুণ বিয়ে কল্লে বামুণ হয়ে যাবে।

শশি। তা আর হ'তে হয় না। ইংরেজের বাবার সাধ্য নেই শূদ্রকে বামুণ করে দেয়।

উপে। তার পর ?

শশি তার পর ছেলে হবে চাঁড়াল।

উপে অনুলোম বিবাহে ত চাঁড়াল হবে না, নিষাদ কিংবা পারশব হবে।

শশি। নিষাদই ত চাঁড়াল দেখ দেখি অভিধান খানা

উপে (দেখিয়া) হুঁ। নিষাদ মানে চণ্ডালই বটে।

শশি দেখ্‌লে ? পারশব মানে দেখ ত।

উপেন। পারশব মানেও নিষাদই লিখেছে।

শশি। হ'ল কি না চাঁড়াল ? যদি কোনও বামুণ তার ছেলের বিয়ে শূদ্রার সঙ্গে দেয়, তার নাতি নাৎনীরা চাঁড়াল হবে। তাদের অষ্টপ্রহর ছুঁতে হবে, চুমু খেতে হবে, তাদের ছোঁয়া অন্ন খেতে হবে। সে বামুণের জাত থাক্‌বে কি ?

উপে। থাক্‌বে না কি ?

শশি। দেখ না অভিধানে প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে কি লেখা আছে।

উপে। জ্ঞানতঃ আটচল্লিশবার খেলে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত ও অব্যবহার্য্যতা। কিন্তু খেতেই হবে এমন ত কোন কথা নেই।

শশি। চণ্ডাল দর্শনে কি হয় দেখ ত ?

উপে। এঁটো মুখে দেখ লে এক রাত্রি উপবাস কত্তে হয়।

শশি। ব্রাহ্মণের ত তা হ'লে বার মাস উপোসই যাবে। ব্রাহ্মণীর

কি প্রায়শ্চিত্ত দেখ ত। তাঁকে ত অষ্টপ্রহর নাতিদের ছোঁয়া লেপা কত্তে হবে।

উপে। রজস্বলায়াঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালাদিস্পর্শে দ্বিজস্ত্রীণাং প্রাজাপত্যং।

শশি। এই বার বল ধর্ম্ম থাকে কি ?

উপে। আজ থেকে তোমার নাম স্মৃতিরত্ন রইল। স্মৃতিরত্ন মশাই প্রাতঃ প্রণাম।

(কিরণ চন্দ্রের প্রবেশ)

কিরণ। শশি! তোকে একার আমার ওখানে যেতে হবে।

শশি। কেন ?

কিরণ। হরিনাথ দাসের স্ত্রী অনেকবার আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন। আমি তাঁদের একবার খাওয়াতে চাই। বাড়ীতে স্ত্রীলোক না থাক্‌লে ত তাঁরা আসবেন না; তাই তোর নাম করে তাঁদের নিমন্ত্রণ করিচি।

শশি। ওঃ আমাকে তোমার বাড়ীর হোষ্টেস হ'তে হবে। কিন্তু সে কি করে হবে ? হোষ্টেসকে যে তাঁদের সঙ্গে বসে খেতে হয়। আমি ত বাবুচির রান্না খাইনে।

কিরণ। তোর বামুণকে নিয়ে যাচ্চি। সেই রাঁধবে।

শশি। ওদের বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা কি রকম ?

কিরণ। বাবুচিতেই রাঁধে। টেবিলে খাওয়া হয়।

শশি। আমি টেবিলে খেতে পারবো না।

কিরণ। লক্ষি দিদি আমার, এক দিন আমার খাতিরে খা।

শশি। আচ্ছা তা যেন খেলাম। তারা খিষ্টান তাদের সঙ্গে কেন খাব ?

উপেন। স্মৃতিরত্ন মশাই থামো। আমার সঙ্গে খেতে পার, তাদের সঙ্গে পার না ?

শশি। তোমার যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিইচি।

উপেন। কই আমি ত প্রায়শ্চিত্ত করি নি।

শশি। তুমি যথন বিলেৎ থেকে এসে আমার কথায় প্রায়শ্চিত্ত কল্লে না, কাযেই আমাকে সে ভার নিতে হ'ল। সাত দিনে একটু একটু করে যতখানি দরকার পঞ্চ গব্য ঝোলের সঙ্গে তোমাকে খাইয়ে দিইচি।

উপেন। ওয়াঃ ওয়াঃ। এথনই তোমার গায়ে বমী করে দেব।

শশী। দেও না। আমি তাই নিয়ে বিছানায় শোব; এক সপ্তাহ বিছানা বদ্‌লান হবে না।

উপেন। ঘাট হয়েচে। আচ্ছা কিরণের ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নি, ওর সঙ্গে ত একত্রে খাও।

শশি। কবে খেইচি দাদার সঙ্গে আমি ?

উপেন। ওরও প্রায়শ্চিত্তটা সেরে নেও না।

কিরণ। দোহাই তোমাদের। আমার তা হ'লে কলেরা হবে।

শশি। ওরা যদি খৃষ্টান নাও হতো ; ওরা শূদ্দুর, ওদের সঙ্গে আমি এক জায়গায় বসে কেন খাব ?

কিরণ। তোকে খেতে হবে না। তুই সুধু তাদের অভ্যর্থনা করিস।

শশি। তারা মেলা পাস করেচে। আমি মুক্ষু সুক্ষু মানুষ, তাদের কি করে অভ্যর্থনা করবো ?

কিরণ। তুই কেমন করে জান্‌লি তারা মেলা পাস করেছে ?

শশি। দাদা তুমি আর ওদের বাড়ী যেয়ো না।

কিরণ। কেন বল্‌ দিকি ? [শশি অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন।

উপেন। তোমার ভগ্নীর ভারি ভয় পাছে তুমি দাসকন্যা বিয়ে করে ফেলো।

কিরণ। তুই বুঝি ঐ সকল কথা নিয়ে চর্চ্চা করিস? কোথায় কি তার ঠিক নেই।

শশি। ঠিক নেই, কিন্তু ঠিক হ'তে কতক্ষণ?

কিরণ। ভদ্রলোকের মেয়ে, তাদের নিয়ে ও রকম ঠাট্টা কত্তে নেই। যা কাপড় পরে আয়।

[শশিপ্রভার প্রস্থান।

উপেন। কিরণ! তোর গতিক সত্যি ভাল বোধ হচ্চে না।

কিরণ। কি মন্দ দেখলি তুই?

উপেন। টোপটি যেন গিলিচিস বলে বোধ হচ্চে।

কিরণ। দূর দূর।

উপেন। নাও যদি গিলে থাকিস, খুব ঠোক্‌রাচ্চিস।

কিরণ। কি করে জানলি?

উপেন। লক্ষণ গুল ঠিক সেই রকম বোধ হচ্চে; দেখি তোর নাড়িটে।

কিরণ। তুই মস্ত আনাড়ি, তুই আমার নাড়ী দেখ্‌বি কি?

উপেন। তোকে বলে রাখ্‌চি, অসবর্ণা বিয়ে কল্লে তোর বোন তোকে একঘরে করবে।

কিরণ। তুইও একঘরে করবি না কি?

উপেন। তা কেন? আমি তা হ'লে তোর দরজায় দিন রাত পড়ে থাকবো।

কিরণ। আমি তোকে প্রসিকিউট করবো।

উপেন। তোর বিয়ে অসিদ্ধ, সাজা হবে না।

কিরণ। সে গুড়ে বালি। আমি সিভিল ম্যারেজ করবো।

উপেন। এই বার ত ধরা পড়িচিস। সত্যি সব ঠিক হয়ে গেছে নাকি?

কিরণ। দূর দূর। তুই যাবি নে? যা কাপড় পরে আয়।

উপেন। না ভাই! যদি কারো উপর একটু লোভের নজর পড়ে গিন্নির কাছে নিস্তার থাক্‌বে না।

কিরণ। সত্যি বল্‌চি চ'না।

উপেন। আমাকে এখনই ক'লে বেরুতে হবে।

(সুসজ্জিতা শশিপ্রভার প্রবেশ)

উপেন। হরিনাথ বাবুর বুড়ো মুণ্ডু ঘুরে যাবে ও সজ্জায় যেয়ো না।

শশি। চল দাদা ও বকুক। এ বাড়ীতে আজ রান্না হবে না। বামুণকে নিয়ে যাচ্চি আমি।

উপেন। ফেরবার সময় তোমার ওখান থেকে খেয়ে আসবো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কিরণ চন্দ্রের ড্রংইরুম। কিরণ, সুরুচি, সুনীতি, রাসরাণী, কৃষ্ণনাথ ও অবগুণ্ঠিতা শশিপ্রভা।

কৃষ্ণনাথ। বাবা বড় ব্যস্ত আছেন, মার শরীর তেমন ভাল নেই। তাঁদের আপনি ক্ষমা করবেন। আমাকেও ক্ষমা কত্তে হবে, আমার একটা বিশেষ দরকারি এন্‌গেজমেণ্ট আছে।

কিরণ। কি আর বলবো বলুন।

কৃষ্ণ। আপনি হোষ্টেসের কাছে অনুমতি চেয়ে দিন, আমি যাই।

কিরণ। (শশিপ্রভার নিকট গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) কি আর করেন উনি অনুমতি না দিয়ে ?

কৃষ্ণ। আমি তবে আসি এখন। ঘণ্টা তিনেক পরে এসে এদের নিয়ে যাব। [প্রস্থান।

(শশিপ্রভার ঘোম্‌টা খোলা ও অগ্রসর হওয়া)

কিরণ। ও বেচারার এন্‌গেজমেণ্ট কিছু ছিল না, তুই যে ঘোমটা দিলি তাই ও পালাল।

শশি। মনে করেছিলাম ঘোম্‌টা দেব না, কিন্তু না দিয়ে থাক্‌তে পা'ল্লাম না। তোমরা ভাই ওঁর কাছে আমার ক্ষমা চেয়ে দিয়ো।

সুনীতি। বরাতে ক্ষমা চাওয়া হয় না। দাদা ত আবার আস্‌বে, তুমি সেই সময় নিজে ক্ষমা চেয়ো ; ততক্ষণে তোমার লজ্জা কেটে যাবে।

শশি। তোমরা কলেজে পড়েছ, তোমাদের ওসব ন্যাটা নেই ; আমরা কুণো মনিষ্যি, কারও সামনে বেরুতে গেলে আমাদের মাথা কাটা যায়।

সুনী। তোমার স্বামী ত বিলেৎ ফেরত। তাঁর বাড়ীতে যাঁরা ভিজিটর আসেন, তাঁদের সামনে তুমি বেরোও না ?

শশি। আপনার লোক ছাড়া আমি কারও সাম্‌নে বেরুইনে।

সুরুচি। তিনি আসেন নি কেন ? তাঁকে অনেক দিন দেখি নি।

শশি। ও বল্‌ছিল বটে, দু বছর আগে তোমাদের বাড়ী যেত।

সুনী। ও আবার কে ? তুমি স্বামীর নাম কর না বুঝি ?

শশি। আমি নিতান্ত সেকেলে বকেয়া মানুষ। তোমাদের মত আলোক প্রাপ্ত নই। তোমার বিয়ে হ'লে অবিশ্যি নাম করে ডাক্‌বে।

সুনী। সুধু নাম ধরে ডাক্‌লে ত তার পরম ভাগ্য।

শশি। অর্থাৎ ?

সুনী। বড় নাম হ'লে ছোট করে নেব।

শশি। যথা ?

সুনী। গোবর্দ্ধন হ'লে গোবর ; বৃন্দাবন হ'লে বিন্দু ইত্যাদি।

শশি। তোমার স্বামীর নাম যেন গোবর্দ্ধন হয়।

সুনী। তুমি হিঁদু মানুষ ভাই তোমারই ও জিনিসের বেশী দরকার।

(কিরণের অত্যন্ত হাস্য)

সুনীতি। ও কি আপনি অত হাস্‌চেন কেন ?

কিরণ। বলে দি শশি ?

শশি। না না বলো না।

সুনীতি। তবে তুমি নিজেই বল। না শুনে আমরা ছাড়বো না। কি বলিস দিদি ; কি বলিস বউদি ?

সুরুচি। শুনতে বড় ইচ্ছে কচ্ছে।

রাস। বল না ভাই ; যতক্ষণ না বল্‌বে প্রাণ টা উস্ খুস্ করবে।

শশি। তুমিই বল দাদা।

কিরণ। আমার ভগ্নীপতি বিলেৎ থেকে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে নি বলে ও তাকে ঝোলের সঙ্গে গোবর খাইয়ে দিইছিল। [সকলের হাস্য।

সুনীতি। প্রায়শ্চিত্তর পর কি তিনি বাবুর্চির হাতে খান না ?

কিরণ। না ; ওদের বাড়ী বামুনে রাঁধে।

সুনীতি। আমরা তোমার চেয়ে ভাল হিঁদু। আমরা বামুণের অপমান করি না, তাদের এত সম্মান করি যে তাদের দিয়ে ছোট কাজ করাইনে।

শশি। রান্নাটা বুঝি ছোট কায হ'ল ? যে কাযটা মার, যে কাযটা স্ত্রীর, তাকে ছোট কায বলা যায় না।

[illegible]। [illegible] গ্রাম কাছে ছোট কায নয়, নিঃসম্পর্কীয় ব্রাহ্মণ কখনও অন্য লোকের বাড়ী রান্‌তে পারে না।

কিরণ। সমাজতত্ত্বের ঢের আলোচনা হয়েচে; এই বার এঁদের একটা গান শুনিয়ে দে।

শশি। তুমি এঁদের বলেছ বুঝি আমি গাইতে জানি?

সুনী। উনি কেন বল্‌বেন? তুমি নিজেই ত স্বীকার কল্লে!

শশি। তোমাদের সক্কলকে কিন্তু গাইতে হবে।

সুনী। তুমি ত আগে গাও, তার পর দেখা যাবে।

শশি। (গান)

মল্লার একতালা।

"কে ও রমণী নীরদ বরণী স্মরহর হৃদে সমরে নাচিছে।
শ্রীচরণগুণে ত্রিতাল ত্রিগুণে সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে॥
নরশির হার গলে বিভীষণ, বরাভয় অসি শ্রীকরে ধারণ
করাল বদন করি দরশন, দেব হৃষ্টমন দানব কাঁপিছে॥
কটিতট হেরি সুচারু কেশরী চির বনচারী বিধি করেছে
চরণ তরুণ অরুণ কিরণ নখরে নলিনী প্রকাশ করেছে॥
সুচারু চাঁচর চিকুর কান্তি, চাহিছে চাতক জলদ ভ্রান্তি
এ রণশ্রান্তি কর মা শান্তি, শ্রীশ মানস আসন পেতেছে॥

রুচি। তুমি ত চমৎকার গাও ভাই। মিষ্টর মুখর্জ্জির সঙ্গে তুমিও তাঁদের কাছে গান শিখেছিলে?

শশি। দাদা ত সাহেব নয়, তুমি মিষ্টর মুখর্জ্জি কেন বল?

রুচি। কি বলা উচিত তুমি বলে দেও।

শশি। কিরণবাবু বল্লেই পার।

সুরুচি। বিলাৎ ফেরতদের "বাবু" বলা নিয়ম নয়।

শশি। সায়েবরা "বাবু" বলে দেশীদের অপমান করবার জন্যে, তাই ডিকৃশনারিতে লিখেছে "বাবু" মানে ইংরিজী জানা কেরাণী। আমাদের দেশে ত সেকালে বাবু বড় জমিদারদের বলতো। ওদের স্কোয়ার যা আমাদের বাবু ঠিক তাই। তুমি কি চাও আমি তোমাকে মিস্ দাস বলে ডাকব? রামঃ।

সুরুচি। তুমি আমাকে সুরুচি বলে ডেক।

শশি। বেশ, এইবার একটি গান গেয়ে সুরুচির পরিচয় দেও।

সুরুচি। তোমার গান শুনে গাইতে ভয় করে। কি গাইব বল।

শশি। ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়া যা ইচ্ছে গাও।

সুনী। মনের কথা টেনে বা'র করেছ ভাই। ব্রহ্মসঙ্গীত শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে।

সুরুচি। আমি তোমার মতন ত শ্যামাবিষয় জানিনে।

সুনী। অত ভূমিকায় দরকার কি? একটা প্রেমের গানই গা' না।

সুরুচি। (গান) খাম্বাজ—দ্রুত তেতালি।

"একি অপরূপ তরুতলে, হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে।
মোহন চিকণ কালা, নানা ফুলে বনমালা, কিবা মনোহরতর
বরগুঞ্জাফলে॥
বরণ কালিমা ছাঁদে, বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে, তড়িৎ লুটায় পায়
ধড়ার আঁচলে।
কস্তূরি মিসালে মাখি, কবরী মাঝারে রাখি, অঞ্জন করিয়া
মাজি, আঁখির কাজলে॥

শশি। বাঃ তুমি ত বেশ গাও, এইবার রাসরাণী তুমি গাও ভাই।

সুনীতি। ও গাইতে জানে না, এইবার মিষ্টর মুখর্জ্জী, থুড়ি, কিরণ-বাবু গা'ন।

(পাচকের প্রবেশ ও শশিপ্রভার সহিত চুপি চুপি কথা ; পাচকের ও শশিপ্রভার প্রস্থান)

কিরণ। (সুরুচির দিকে চাহিয়া) মিশ্রসিন্ধু—একতালা।

"দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।
(তাই) চমকিত মন, চকিতশ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি ॥
চঞ্চল হ'য়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
কে আসিছে ব'লে চমকিয়া চাই কাননে ডাকিলে পাখী ॥
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই, থাকি স্বপনের আশে
ঘুমের আড়ালে ধরা নাহি দেয়, বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি এত যা'রে চাই, মনে হয় নাত সে যে কাছে নাই
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে, তাহারে আনিবে ডাকি ॥"

(সুরুচির লজ্জাভিনয়)

সুনীতি। আমাকে ত কেউ গাইতে বল্লে না ; আপনা হ'তেই একটা গাই :—(সুরুচির দিকে চাহিয়া গান)

খাম্বাজ—একতালা।

"একবার দাঁড়া রাই ! শ্যামের বামে।
হেরি একত্রে নেত্রে রাই শ্যামে ॥

আমাদের যুগলমন্ত্রে উপাসনা, যুগলরূপ সদা দেখিতে বাসনা,
মিলুক তাই কালমাণিক কাঁচা সোনা, যে মিল রাধাকৃষ্ণ নামে ॥
যুগলরূপ কেবল দেখিবার জন্যে, সকল ত্যজ্য করে এসেছি অরণ্যে
কথা রাখ নইলে যত গোপ কন্যে রব না আর ব্রজধামে ॥”

সুরুচি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিয়দ্দূর গিয়া) শশিপ্রভা কোথা গেলেন, রাত হয়ে যাচ্চে।

কিরণ। আমি দেখে আসি খাবার কত দেরী। [প্রস্থান।

সুরুচি। (অগ্রসর হইয়া) দেখ্ সুনী তোর বড় বা'ড় হয়েচে। আমার দিব্যি তোর সঙ্গে যদি কোথাও আর যাই।

সুনীতি। বউদি, বল্‌ত ভাই, আমার কিছু অন্যায় হয়েচে ?

রাস। একটু হয়েছে বই কি। ও যখন আমাদের সজাত নয়, অত বাড়াবাড়ি করা কি ভাল ?

সুনী। অর্থাৎ সজাত হ'লে বাড়াবাড়ি হ'ত না ?

রাস। তা হ'ত না। দুজনেই যখন দুজনকে চা'চ্চে শুভস্য শীঘ্রং হয়ে যেত।

সুরুচি। আমি তোকে বলিচি ওকে চাই ?

রাস। ও কথা কি ব'ল্‌তে হয় ? কি বল্ শুনি ?

সুনী। আমি ত গোড়া থেকেই তাই বল্‌চি।

সুরুচি। সব মিথ্যা কথা। আমিও ওকে চাইনি, ও-ও আমাকে চায়নি।

সুনী। ভাবিস্‌নে তুই। একটু ফাক্ পেলে আজই ও তোকে প্রোপোজ করবে। তখন তুই কি করবি তা বল্।

সুরু। চল্লাম আমি। (সুরুচির গৃহের অপর প্রান্তে গমন)

রাস। ব্যাপার ত সেই রকমই দেখ্‌চি। কিন্তু কাযটা কি ভাল হবে? বীরেন বেচারা ওর আশায় আশায় এতদিন রইল।

সুনী। সে বিলেতে গিয়ে ওকে ভুলে গেছে।

রাস। জাত যে আলাদা।

সুনী। হ'ক আলাদা। আমার আর অমত নেই। ওরা দুজন যেন পরস্পরের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে।

(সুরুচির ফিরিয়া আসিয়া উহাদের কথা শোনা)

রাস। কি বলিস তুই! আমরা ঘট্‌কালি করি?

সুরু। আর কি কোনও কথা নেই? কেউ যদি শুনতে পায় কি মনে করবে বল দেখি।

সুনী। দিদির এখন যা কিছু ভয় লোকলজ্জার।

সুরু। আবার বক্‌চিস্! আমি চ'ল্লাম বাড়ী তোরা থাক্।

সুনী। যা না কিসে যাবি। দাদা মোটর নিয়ে গেছে।

রাস। কিরণের এই বয়েসেই নাকি ভারি পসার হয়েচে। তোর দাদা বলছিল ও আজকাল বাবার চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করে।

সুনীতি। তা হবে। ও একলা মানুষ, বাড়ী আর আসবাব দেখ না।

রাস। অথচ লোকটার অহঙ্কার মোটেই নেই। যেন মাটীর মানুষ।

(শশিপ্রভার প্রবেশ)

শশি। এস ভাই। তোমাদের খাবার দেয়া হয়েছে।

রাস। তোমার দাদা কোথা?

শশি। তিনি বামুণকে দেখিয়ে দিচ্চেন পরিবেষণ কত্তে। আমি ও সব বুঝিনে, আজ সেখানে বাবুর্চির প্রবেশ নিষেধ।

[শশিপ্রভা, সুরুচি, সুনীতি ও রাসরাণীর প্রস্থান ও উপেন্দ্রর প্রবেশ।

উপেন্দ্র। বাঃ এরা সব গেল কোথা ?

(কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। যা ভাই, তুই খেগে।

উপেন্দ্র। আর তুই ?

কিরণ। আমি সেখানে থাকলে শশি তোকে দেখে ঘোম্‌টা দেবে বোধ হয়। তাই আমি অসুখের ভান করে সরে এসেছি।

উপেন্দ্র। শশি যে আজ অত বাড়াবাড়ি কচ্চে ?

কিরণ। কি জানি। ওদের বোধ হয় হিঁদুয়ানী শেখাচ্চে।

উপেন্দ্র। যাই ভাই তবে, আমার বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে।

[প্রস্থান।

কিরণ। যেমন সুন্দরী, তেমনই ভাল মানুষ, তেমনই লেখাপড়া শিখেছে। এম্‌এ পাস কিন্তু বিদ্যা জাহির করবার কোনও চেষ্টা নেই। বিয়ে যদি করি ওকেই করবো। হ'লই বা অসবর্ণা। ও সব হম্বগ্ আমি মানিনে। (খবরের কাগজ পাঠ)

(সুরুচির প্রবেশ)

কিরণ। আসুন, এঁরা সব কোথায় ?

সুরুচি। আপনার ভগ্নীপতিকে খাওয়াচ্চে।

কিরণ। শশি খেতে বসেনি ?

সুরুচি। তিনি তাঁকে না খাইয়ে খাবেন না।

কিরণ। আমাদের এই সেকেলে আচার গুল আপনার কেমন লাগে ?

সুরুচি। আমার বোধ হয় স্বামী স্ত্রী এক টেবলে বসে খেলে দুজনেরই খাওয়ার আনন্দ বেশী হয়।

কিরণ। আমারও তাই বিশ্বাস। হিন্দু আইডিয়াল হচ্চে স্বামী খেতে বসবেন, স্ত্রী পাখা হাতে তাঁর কাছে বসে গল্প করবেন। কিন্তু ওত হ'ল দাসীর কায।

সুরুচি। পাখা হাতে বসাটা দাসীর কায হ'তে পারে, গল্প করা ত দাসীর কায নয়। তা ছাড়া আপনাদের বামুণদের খাওয়া ত শূদ্রাদাসী দেখতে পারে না।

কিরণ। সে কাল আর নেই। এখন সবই চলচে। ঠাট্‌টা কেবল বজায় আছে, আসল কিছুই নেই।

সুরুচি। আপনি ঠাট্‌টাও উঠিয়ে দিতে চান?

কিরণ। শাঁস যখন নেই, সুধু খোলাটা রেখে কি হবে? অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

সুরুচি। আপনি ত জানেন, তবে কেন জিজ্ঞাসা কল্লেন।

কিরণ। হাঁ হাঁ। আমার মনে ছিল না।

সুরুচি। আমাদের যে রকম দেশ। এ সব বিষয় থিয়োরিতেই থাক্‌বে, কখন আমলে আসবে না।

কিরণ। আপনাদের মত শিক্ষিতাদেরই উচিত অন্যকে পথ দেখান।

সুরুচি। আমরা কি করে পথ দেখাব?

কিরণ। প্রতিজ্ঞা করুন সবর্ণ স্বামী গ্রহণ করবেন না।

সুরুচি। আপনি চা'ন বুঝি শিক্ষিতারা চিরকাল অবিবাহিত থাকে?

কিরণ। পুরুষরা ত আজকাল কেউ বড় একটা জাত মানে না। মেয়েরা ভয়ানক রক্ষণশীল বলেই ত তাদের হাত পা বাঁধা রয়েছে।

সুরুচি। আপনি উল্টো বল্‌চেন। মেয়েরা এগুতে চাইলেও পুরুষদের জন্তে পারে না। এই দেখুন না, বিধবা বিবাহ আইন কবে পাশ

হয়েচে। নিশ্চয়ই অনেক বিধবা আবার বিয়ে কত্তে চায়। কিন্তু ক'জন পুরুষ তাদের সাহায্য করেচে?

কিরণ। কি জানেন, মেয়েরা এত চাপা যে পুরুষরা তাদের মন বুঝতে পারে না, কাযেই বিবাহের প্রস্তাব কত্তে তাদের সাহস হয় না।

সুরুচি। মেয়েদের কি আপনি বেহায়া হতে বলেন?

কিরণ। ইউরোপে যেমন করে মেয়েরা পুরুষদের নানাপ্রকারে সাহস দেয়, আমাদের শিক্ষিতা মেয়েদের ও তেমনই করা উচিত।

সুরুচি। (হাসিয়া) এ দেশের শিক্ষিতারা ত সকলে ইউরোপে যায় নি, তারা শিখবে কি করে সাহস কেমন ক'রে দিতে হয়?

কিরণ। ইউরোপে না গেলে কি শেখা যায় না? আপনারা এত ইউরোপের নাটক নভেল পড়েন, জানেন না কি করে সাহস দিতে হয়? (সুরুচির ঈষৎ হাস্য; উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় ও সুরুচির লজ্জার ভাব)

কিরণ। (সুরুচির হাত ধরিয়া) আমি তোমাকে প্রথম দেখে অবধি ভালবেসে ফেলিচি, তুমি আমাকে একটু বাসবে?

(সুরুচি কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া মাথা নামাইলেন)

কিরণ। বল সুরু আমাকে বিয়ে করবে কিনা।

সুরুচি। আবার কি করে বল্‌বো?

কিরণ। আজ আমার জীবন ধন্য হ'ল। (সুরুচিকে আলিঙ্গন করিতে যাওয়া)

(সুনীতির প্রবেশ ও প্রস্থানের চেষ্টা করিতে করিতে)

সুনীতি। দাদা মোটর এনেচে। গাড়িতেই বসে আছে; আমাদের ডেকে পাঠিয়েছে। দিদির বুঝি এখন ফুর্সৎ নেই?

কিরণ। এই দিকে এস একবার। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সুনীতি। তাই ত হঠাৎ "তুমি" হয়ে গেলাম যে।

কিরণ। আমাকে ভগ্নীপতি কত্তে তোমার কোনও আপত্তি আছে ?

সুনীতি। মীঞা বিবি রাজী ত ক্যা করেগা কাজী ?

কিরণ। আপত্তি আছে তা হ'লে ?

সুনীতি। বাবার মত হ'লে হয়।

কিরণ। তাঁর মত আমি করে নেব। তুমি আমাকে দাদার মতন ভাল বাসবে ত ?

সুনীতি। দিদি যদি বাসে, আমি কেন বাসবো না ?

সুরুচি। দেখ্ সুনী মা'র খাবি আমার কাছে।

কিরণ। এখন তুমি কাউকে আমার কথা বলো না।

সুনীতি। বউদিকে বল্‌বো, নইলে পেট ফুলে মরে যাব।

কিরণ। বউদিকে বল্লেই সে তোমার দাদাকে বল্‌বে।

সুনীতি। দিব্যি দিয়ে তবে বল্‌বো। চল্ দিদি, বউদি মোটরে বসে আছে।

সুরুচি। আসি তবে আজ।

কিরণ। একটু মিষ্টি মুখ করে যাবে না ?

সুনীতি। আমি যে বড় অসময়ে এসে পড়লাম, নইলে কতবার মিষ্টিমুখ হ'ত এতক্ষণে।

কিরণ। তুমিই বা খালি যাও কেন ?

সুনীতি। তুমি বোনে বোনে ঝগড়া লাগাতে চাও ; একেই আমাদের বনে না।

(নেপথ্যে—সুনী সুনী আস্‌বি তোরা ?)

সুনীতি। তুই আপ্‌না হ'তে ত আজ যেতে পারবিনে, তোকে ধরে নিয়েই যেতে হ'ল।　　　　[সুরুচিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

কিরণ। কি মিষ্টি! জগতে বোধ হয় এই ভালবাসাবাসির মতন

মিষ্টি জিনিস আর কিছুই নেই। যীশু বেশ বলেছেন, মানুষ বাপকে ছেড়ে মাকে ছেড়ে স্ত্রীকে অবলম্বন করে থাকবে। জগতের সুখ বৃদ্ধি করবার জন্যে ঈশ্বর নারী নির্ম্মাণ করেছেন। ফুলের বাহার আর নারীর রূপ ঈশ্বর রচিত কবিতা। তুইই আবার এল্‌ট্রুইজ্‌মের শরীরী উদাহরণ। ওদের কিছুই নিজের জন্যে নয়। সবই পরের জন্যে।

(উপেন্দ্রর প্রবেশ)

উপেন্দ্র। কি বক্‌চিস্ কিরণ পাগলের মতন ?

কিরণ। একটা কথা তোমাকে বলি ভাই, কিন্তু শশিকে বলো না।

উপেন্দ্র। শশি জানে তুই সুরুচিকে বিয়ের প্রস্তাব করিচিস।

কিরণ। কি করে জান্‌লে ? প্রস্তাব যে করবো তা আমি নিজেই জান্‌তাম না।

উপেন্দ্র। ঐ ত মজা। যার কথা সে জাঁনে না, অন্য সবাই জানে। আমরা অনেক দিন থেকে বুঝিচি তুমি উচ্ছন্ন যাবার পথে চলেচ।

কিরণ। পবিত্র ভালবাসা যদি উচ্ছন্ন যাবার পথ হয়, স্বর্গে যাবার পথ কি ?

উপেন্দ্র। এ চোখের ভালবাসা, লালসার ভালবাসা, এতে পবিত্রতার নাম গন্ধ নেই।

কিরণ। অন্য কেউ ও কথা বল্লে আমি তার নামে স্লাণ্ডারের মকদ্দামা আন্‌তাম।

উপেন্দ্র। আচ্ছা আচ্ছা তোমার ভালবাসা খুব পবিত্র। কিন্তু এর সঙ্গে দেশ উদ্ধারের কোনও সম্পর্ক নেই ত ?

কিরণ। খুব আছে। অসবর্ণ বিবাহ দেশে চলিত না হ'লে দেশ উচ্ছন্ন যাবে। শিক্ষিত শিক্ষিতা মাত্রেরই শপথ করা উচিত তারা সবর্ণ বিবাহ করবে না।

উপেন্দ্র। তা হ'লে যে তাদের দুর্দ্দশার একশেষ হবে।

কিরণ। দুর্দ্দশায় না পড়লে কি কেউ মার্টার হতে পারে?

উপেন্দ্র। তুই মার্টার হচ্চিস না কি?

কিরণ। নয় ত কি? দেশের উপকারের জন্যে আমরা নিজেদের বলি দেব।

উপেন্দ্র। একদিকে হ'ল ভালবাসা, স্বর্গে যাবার পথ; আবার শুন্‌চি মার্টার হবার কথা। পরমা সুন্দরী, এম্ এ পাস করা, গাইয়ে বাজিয়ে মেয়ে বিয়ে কল্লে মার্টার হওয়া যায় তা ত জান্‌তাম না। আমি অমন ধারা রোজ একবার মার্টার হতে প্রস্তুত আছি। দাঁড়া ভাই, কি বল্‌তে কি বলে ফেলিচি, শশি শুন্‌তে পেলে এখনই মার্টার হওয়া বা'র করে দেবে।

কিরণ। যারা সমাজের পায়োনীয়র, যারা সমাজকে দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে জাত খোয়াতে প্রস্তুত আছে, তারা মার্টার নয় ত কি?

উপেন্দ্র। তুই যদি সমাজকে দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে একটা কুৎসিৎ বুড়ী মেৎরাণীকে বিয়ে কত্তিস, তা হ'লে বল্‌তাম তুই মার্টার।

কিরণ। তোর ব্যবসা হচ্চে নাড়ী টেপা, তুই এ সব কথার কি বুঝবি?

উপেন্দ্র। বুঝ্‌তে চেষ্টা করি তবে। সমাজের আইডিয়াল গুল কি প্রথমে ঠিক করা যাক্। প্রথম ফ্রী লভ্ কেমন?

কিরণ। নিশ্চয়।

উপেন্দ্র। দ্বিতীয় আত্মনির্ভর। কি বলিস্?

কিরণ। অবশ্য।

উপেন্দ্র। তৃতীয় সোস্যালিজ্‌ম?

কিরণ। ঠিক।

উপেন্দ্র। এই বার ঐ গুলকে তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। ফ্রীলভ যদি আইডিয়াল হয়, বেশ্যারা মার্টার। পীনাল কোডের স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারা গুল আছে সব তুলে দেয়া উচিত।

কিরণ। আঃ ফ্রীলভ্ মানে কি ঐ? যাদের পরস্পর ভালবাসা হয়েছে, জাত ভিন্ন বলে তাদের বিয়েতে বাধা হবে না, এই মানে।

উপেন্দ্র। তা কেন? ভালবাসা হয়েচে, অথচ এক পক্ষের পূর্ব্বে বিবাহ হয়ে গেছে বলে মিলনের বিঘ্ন হচ্চে, কিংবা নাবালকের অভিভাবক বিবাহে মত দিচ্চে না, এ সব আটক থাক্‌লে ফ্রীলভ কি করে হবে? জাত যেমন একটা আটক, এ দুটোও তেমনই আটক। সব আটক গুল একেবারে উঠিয়ে দেয়া উচিত।

কিরণ। থাম্ থাম্ বাজে বকিস্ নে।

উপেন্দ্র। আত্মনির্ভর হচ্চে দ্বিতীয় আইডিয়াল। বুড়ো বিধবা মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। যারা তাদের খেতে পত্তে দেয় তারা সমাজের শত্রু, আলস্যের প্রশ্রয়দাতা। কেমন?

কিরণ। যা তুই শুগে, তোর মাথার ঠিক নেই।

উপেন। এই বার সোশ্যালিজ্‌মে আসা যা'ক। যত চোর, যত ডাকাত, তারা হচ্চে মার্টার, পায়োনীয়র। তারা ধনীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরীবদের অর্থাৎ নিজেদের দেয়! সম্পত্তি অর্থাৎ প্রপার্টি হচ্চে মোক্ষের শত্রু, সাম্যের শত্রু, মৈত্রীর শত্রু।

কিরণ। কথাগুল যে একেবারে মিথ্যা, তা মনে করিস্‌নে।

উপেন। তুই ফ্রীলভের দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে সুরুচিকে বিয়ে কচ্চিস ত?

কিরণ। ফ্রীলভের প্রবর্ত্তন, জাতিভেদের উৎসাদন, সবল সন্তানের উৎপাদন, এফ্রোট হিন্দুধর্ম্মের নির্ব্বাসন, এই সব উদ্দেশ্যে সুরুচিকে বিয়ে কচ্চি।

উপেন। সুখের উদ্দেশ্যে নয় ?

কিরণ। সেটা গৌণ, মুখ্য নয়।

উপেন। চোর, ডাকাত, লম্পট এদেরও ত নিজের লাভের উদ্দেশ্য গৌণ হতে পারে ?

কিরণ। তা হ'লে তারা চোর ডাকাত নয়।

উপেন। বিয়েটা হিন্দুমতে হবে না সিভিল ম্যারেজ ?

কিরণ। হিন্দু ল যে বিশ্রী, হিন্দু মতে হতে দেয় কই ?

উপেন। সোজা পথ পড়ে রয়েছে, কায কি তোমার হিন্দু মতে বিয়ে করে।

কিরণ। আমাকে ডিক্লারেশন দিতে হবে যে আমি হিন্দু নই।

উপেন। তুই সত্যি হিন্দু নাকি ?

কিরণ। তোর চেয়ে হিন্দু।

উপেন। তুই হিন্দু হবার শ্লাঘা করিস ?

কিরণ। আমি মুনি ঋষিদের সন্তান ; সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন ব্রহ্মরক্ত আমার ধমনীতে প্রবহমান ; আমি হিন্দু হবার শ্লাঘা করবো না ?

উপেন। তবে যে এফীট হিন্দু ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন দিচ্ছিলি ?

কিরণ। হিন্দু ধর্ম্মের যা কিছু এফীট শুধু সেই টুকুকে নির্ব্বাসন দিচ্ছিলাম।

উপেন। তুই যখন ফ্রীলভ, আত্মনির্ভর, সোশ্যালিজম্ বল্‌শেভিজম্ চাস, তুই হিন্দুধর্ম্মের কোনও অংশকে রাখ্‌তে পারবি নে। হিন্দুধর্ম্মে লভ্ একেবারেই শৃঙ্খলাবদ্ধ, বিধবাদের ব্রহ্মচারীদের নিষিদ্ধ। হিন্দু একান্ন পরিবারে, সন্ন্যাসীদের, বামুণ পণ্ডিতদের, স্ত্রীলোকদের মধ্যে, আত্মনির্ভর একেবারেই নেই। সোশ্যালিজম্ ও হিন্দু ধর্ম্মে নেই, রাজা দেশের মালিক; দেশের উৎপন্ন জিনিস রাজা সকলকে ভাগ করে দেন না। সকলে আপন

আপন করবে, কর্ম্মাবে, খাবে, হিন্দু ধর্ম্ম বল্‌শেভিজ্‌মের ঠিক বিপরীত। এত শক্ত এরিষ্টোক্রেসী কোথাও নেই। বল্ এইবার হিন্দুধর্ম্মের কোন্‌টুকু রেখে কোন্‌টুকু নির্ব্বাসিত করবি ?

কিরণ। সোশ্যালিজ্‌ম্ আমাদের মধ্যে আছে তা জানিস ? আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার, ব্রাহ্মণদের প্রতিপালনের ভার রাজার উপর থাকা, এ সব সোশ্যালিজ্‌ম্ নয় ত কি ?

উপেন। তুই একান্নবর্ত্তী পরিবারের পক্ষপাতী না কি ?

কিরণ। নিশ্চয়।

উপেন। মনে কর আমার শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে আছেন, তুই সুরুচিকে বিয়ে করে বাড়ী আন্‌তে প্যাত্তিস ?

(শশিপ্রভার প্রবেশ)

শশি। সেই কথা আবার তুলেছ বুঝি। রাত অনেক হয়েচে চল বাড়ী যাই।

কিরণ। এইখানে থাক্‌না তোরা আজ।

উপেন। আমি ত ব্যারিষ্টার নই। রাত্তিরে যদি কেউ ডাক্‌তে আসে ?

[উপেন ও শশিপ্রভার প্রস্থান।

কিরণ। সকলের আপত্তি দেখ্‌চি। যার যা ইচ্ছে হয় করুক, আমি সুরুচিকে না পেলে সুখী হ'ব না। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিনাথ দাসের লাইব্রেরী।

কিরণ চন্দ্র ও সুরুচি।

কিরণ। আজ তোমার বাবাকে বলি ?

সুরু। এত তাড়াতাড়ি কি ?

কিরণ। তাঁকে না বলে আমাদের কি বিয়ের সম্বন্ধে কথা কওয়া উচিত ?

সুরু। ইউরোপে কয় না ?

কিরণ। কওয়া ঠিক উচিত নয়।

সুরু। ফ্রান্সে যে শুনিচি লভ খুব ফ্রী।

কিরণ। ইংলণ্ডে কুমারী অবস্থায় স্বাধীনতা বেশী, ফ্রান্সে বিয়ের পর।

সুরু। চল না প্যারিসে গিয়ে হনিমূন করি গে।

কিরণ। দেখ আগে তোমার বাবা কি বলেন।

সুরু। কি আর বল্‌বেন উনি ?

কিরণ। তুমি এখন নাবালক নও; কিন্তু তবু পিতৃশাপকে ভয় করা উচিত।

সুরু। তুমি ও সব বিশ্বাস কর না কি ?

কিরণ। তুমি তোমার বাবার অমতে আমাকে বিয়ে কর্ত্তে পার ?

সুরু। উনি কেন অন্যায় অমত করবেন ?

কিরণ। যদি কয়েনই ?

সুরু। সে তখন দেখা যাবে। তুমি বাবাকে ভয় কর নাকি ?

কিরণ। ভয় কি দুঃখে করবো ? তিনি আমার বার রূমের বন্ধু। বয়েসে অনেক বড় বলে একটু মান্য করি মাত্র। তাও বড় বেশী নয়।

সুরু। উনি যদি অমত করেন তুমি কি করবে ?

কিরণ। তুমি যদি পাকা থাক, তাঁকে বলবো তাঁর অমত করবার অধিকার নেই ।

সুরু। তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত করে নিয়ো ।

কিরণ। যদি কিছুতেই মত না দেন ?

সুরু। তা হ'লে লুকিয়ে তোমার সঙ্গে রেজিষ্ট্রারের আফিসে গিয়ে বিয়ে করে আসবো। তার পর বাবাকে বল্লেই হবে।

কিরণ। তবে যা যা কিছু করবার ঠিক করে ফেলি ?

সুরু। কি কর্ত্তে হবে ?

কিরণ। রেজিষ্ট্রারকে নোটিস দিতে হবে। নোটিসের চৌদ্দদিন পরে আমাদের বিয়ে হবে।

সুরু। নোটিস তুমি দেও গে।

কিরণ। দেখো আমার দেয়া নোটিস শেষে তুমি মিথ্যা করে দিয়ো না।

সুরু। সে ভয় নেই।

কিরণ। বাঁচা গে

সুরু। একটা কথা আমার তোমাকে বলা উচিত। বীরেন্দ্র বিশ্বাস জমিদারকে জান ?

কিরণ। নাম শুনিচি।

সুরু। তার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। সে এখন বিলেতে। বিলেৎ যাবার পর সে আমাকে চিঠি লিখত, আমিও তাকে লিখতাম।

কিরণ। তাতে কি হয়েচে! তোমার মন বড় উচ্চ তাই ও কথা বল্লে, অনেকে ও সব কথা চাপা দেয়।

সুরু। আর একটা কথা আছে। বাবা বিয়েতে মত দিলেও, বোধ হয় খুশী হয়ে দেবেন না। বিয়েতে তোমার কিছু পাওনা হবে না।

কিরণ। উনি কত্তই বা দেবেন, বড় জোর লাখ টাকা। তোমার কল্যাণে আমি তিন মাসে লাখ টাকা রোজগার কর্ত্তে পারি।

সুরু। তোমার মা কি শশির মত হিন্দু ছিলেন ?

কিরণ। শশি তাঁর কাছে হিঁদুই নয়। তিনি মরবার সময় পর্য্যন্ত আমাদের সাম্‌নে বাবাকে দেখে ঘোম্‌টা দিতেন, চুপি চুপি কথা কইতেন, বাবার খাওয়া হয়ে গেলে তাঁর পাতে খেতেন। তিন বেলা পূজো কর্ত্তেন। রান্নাবাড়ীর ত্রিসীমানায় শূদ্রের ঢোকবার হুকুম ছিল না। তিনি কলের জল খেতেন না। তাঁর জন্যে রোজ গঙ্গা থেকে জল আস্‌তো। শূদ্রের মাজা বাসন গঙ্গাজলে না ধুয়ে ব্যাভার কর্ত্তেন না।

সুরু। তিনি তা হ'লে আমাকে গ্রহণ কর্ত্তেন না ?

কিরণ। তিনি বেঁচে থাক্‌লে তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হ'ত না।

সুরু। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে কি তোমার কিছু ভাল হয়েচে কিরণ ?

কিরণ। আমি নব জীবন পেয়েছি।

সুরু। সত্যি তুমি আমাকে ভালবাস।

(কিরণের সুরুচিকে আলিঙ্গন করিতে যাওয়া)

সুরু। ঐ বাবা আস্‌চেন।　　　　[প্রস্থান।

(হরিনাথের প্রবেশ)

হরি। কি খবর কিরণ ?

কিরণ। আমার মক্কেল প্রিভি কৌন্‌সিলে আপীল কর্ত্তে চাচ্ছে, কি বলেন আপনি, দরখাস্ত দেব অনুমতির জন্যে ?

হরি। কেন বেচারাকে উদ্বাস্ত করবে ? কিছু হবে না।

কিরণ। সেখানে তারা লিবারাল ভিউ নিতে পারে।

হরি। সেখানেও এখানকার ঘাগীরেই আছেন।

কিরণ। যখন সে কালের ল অনুসারে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, একালে কেন হবে না ?

হরি। রেওয়াজ ল কে অতিক্রম করে। সূত্রের যুগ থেকে সংহিতা যুগ, সংহিতা যুগ থেকে পুরাণের যুগ পর্য্যন্ত অসবর্ণ বিবাহের পদ্ধতি নেই।

কিরণ। পুরাণে ও সম্বন্ধে কোন রকম বিধান আছে নাকি ?

হরি। আদিত্য পুরাণে বলচে—

"কন্যানাং অসবর্ণানাং বিবাহাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ...এতানি কলেরাদৌ...নির্বর্ত্তিতানি...।" বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলেচে "দ্বিজানাং অসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা...কলৌযুগে বর্জ্জ্যান্ আহুঃ মনীষিণঃ।"

কিরণ। ও ত কলির আদির কথা হচ্চে, দুশো পাঁচশো বছরের কোনও বিধান আছে ?

হরি। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে বলেছেন—

"কলৌ অসবর্ণবিবাহনিষেধাৎ সর্ব্বসন্নিপাতাশৌচং নাভিহিতং ॥"

কিরণ। যেতে দিন ওদের কথা, আপনার নিজের মত কি বলুন।

হরি। সেদিন তো বলিচি তোমাকে।

কিরণ। সে ত তর্কের খাতিরে বলেচেন। আপনি একজন কংগ্রেসের কর্ত্তা, দেশের প্রধান লোক আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি জাতিভেদ দেশের অনিষ্ট হচ্চে কি না ?

হরি। জাতিভেদ কোন না কোন প্রকারে সকল দেশেই আছে, আর থাকবেও। জেতা বিজীত, ক্রেতা বিক্রীত, পেট্‌্রীশীয়ান প্লীবিয়ান্, প্রভু দাস, ধনী নির্দ্ধন, উত্তমর্ণ অধমর্ণ, মূলধনী শ্রমজীবী ; জমিদার প্রজা, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, এই ইতর বিশেষ কিছুতেই যাবার নয়। ওদের

দেশে দারিদ্র্য একটা অফেন্স বল্লেই হয়। আমাদের দেশে তা নয়। আমাদের গ্রামে বাড়ীর পাশেই চাঁড়ালরা আছে, আমি তাদের খুড়ো জ্যাঠা বলে ডাক্‌তাম। বামুণরাও বুড়ো প্রতিবেশী চাঁড়ালদের খুড়ো জ্যাঠা বল্‌তো। মাদ্রাজের মত আমাদের দেশে ডিপ্রেষ্ট ক্লাস নেই। বরং মিশনারী আর পেট্রিয়টদের হুজুগে পড়ে এখন হাড়ী মুচীও বামুণদের সমান হ'তে চায়।

কিরণ। ভূপেন বোসের বিল্‌টে কিছু মন্দ ছিল ? যা নিয়ে বাঙ্গালীরে অত হৈ চৈ কল্লে।

হরি। সমাজ একটা সজীব জিনিস। ওকে যদি নিজের উন্নতি নিজে ক'ত্তে ছেড়ে দেয়া যায় ও বেশ আপনার দরকার মত হাত পা ছড়াতে থাকে। কিন্তু যদি ওকে ঐ সব বিল্ ফিল্ দিয়ে খোঁচা দেয়া যায়, ও তখনই কচ্ছপের মত হাত পা গুটিয়ে নেয়। সে হাত পা বা'র কত্তে ওর অনেক সময় লাগে।

কিরণ। সমাজ দরকার মত হাত পা ছড়াচ্চে কই ?

হরি। বল কি! অল্প সময়ের মধ্যে কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেছে। বামুণ মেথর ট্রেনের এক কামরায় বসে যাচ্চে। বামুণ সেই কামরায় বসেই জলখাবার খাচ্চে। ছত্রিশ জাত স্কুলে এক ক্লাসে পড়চে। প্রকাশ্য ভাবে হোটেলে খেয়ে কিংবা বাবুর্চি রেখেও কারও জাত যাচ্চে না। এমন কি গরু খেয়েও বামুণ বামুণ আছে। কিন্তু আজ তুমি একটা এক্ট্ পাস করাতে যাও দেখি যে গরু খেলে কারও জাত যাবে না, অমনই দেখবে সমাজ কি রকম বেঁকে দাঁড়ায়।

কিরণ। তবে বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিবাহ আইন কেন করালেন ?

হরি। ওটা তিনি ভুলই করেছিলেন। আইন না হয়ে যদি আদালতে বিধবা বিবাহ সিদ্ধ বলে গ্রাহ্য হ'ত ঢের ভাল হ'ত। সেই আইনের বিরুদ্ধে

যে আন্দোলন হয়েছিল তার ধাক্কা সমাজ এখনও সাম্‌লাতে পারে নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ও এক্ট পাস না হ'লে বাঙ্গলায় এতদিন বিধবা বিবাহ চলিত হয়ে যেত।

কিরণ। তবে কি আমরা সমাজ সংস্কারের জন্যে কোনও চেষ্টাই করবো না।

হরি। Let well alone লেট্ ওয়েল্ এলোন্ কথাটা বড় পাকা কথা। সমাজ যখন আপনি এগুচ্চে তাকে আর চাবুক মেরো না। যে রুগী আপনি সেরে উঠ্‌চে তাকে টনিক খাইয়ো না। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ত? তাঁর কাযে হস্তক্ষেপ ক'ত্তে যেয়ো না। তিনি নিজের কাজ বেশ বোঝেন। কখন কি ক'ত্তে হয় জানেন। যখন দরকার হয় একবার অবতার হয়ে এসে তিনি পাঁচ সাত বছরে একটা যুগের ওলট্ পালট্ করে যান।

কিরণ। আমরা স্বরাজ পাবার জন্যে এত যে চীৎকার কচ্চি, তা করা উচিত নয় তা হ'লে?

হরি। তোমরা যদি স্বরাজ পেয়ে ভূপেন বোসের মত বিল্ পাস কত্তে চাও, ও রকম স্বরাজ না হ'লেই ভাল হয়। তুমি হিন্দুদের রেপ্রেজেণ্টেটিভ একথা বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পার?

কিরণ। ভবিষ্যতে হিন্দুরা যে রকম হবে আমি সেই আদর্শ হিন্দুর রেপ্রেজেণ্টেটিভ্।

হরি। তা হ'তে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুর রেপ্রেজেণ্টেটিভ তুমি নও। এখন যদি তুমি তাদের নাম করে ঐ রকম এক্ট পাস করাও হিন্দুরা তোমার স্বরাজকে অভিশাপ দেবে।

কিরণ। ঐ রকম নিরীহ একটা এক্ট নিয়ে দেশের লোক অমন চেঁচামেচি কল্লে সাহেবরা বল্‌বে কি?

হরি। ইল্‌বার্ট বিল যখন পাস হয়, তখন ওরা কি করেছিল? সেই সামান্য নিরীহ বিল্ নিয়ে ওরা যে কাণ্ড বাধিয়েছিল তা দেখে স্বাধীনতা জননী ইংলণ্ড নিশ্চয় লজ্জায় মাথা হেঁট করেছিলেন। সেণ্টিমেণ্ট বড় বদ জিনিস। মানুষ অনায়াসে স্বার্থত্যাগ কর্ত্তে পারে, দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে ম'র্ত্তে পারে, নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়েকে অনাহারে মর্ত্তে দেখতে পারে, কিন্তু সেণ্টিমেণ্ট ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। সম্মতির বয়স আইনটাও ত অতি নিরীহ ছিল, কিন্তু তার জন্যে বাংলার সমস্ত লোক অমন ক্ষেপে উঠেছিল কেন? সে আইনে উপকার কিছুই হয় নি; এখনও বার বছরের মেয়ের ছেলে হচ্চে; অথচ এই ২৫ বছরে এক জনও সে আইন অনুসারে দণ্ড পায় নি, লাভের মধ্যে হিন্দু সমাজ তার দ্বারা এক প্রবল ধাক্কা খেয়েছিল। যাঁরা বলেন, যে হিন্দুরা এ রকম নিরীহ বিলের প্রতিবাদ করে তাঁরা স্বরাজের উপযুক্ত নয়, তাঁরা দেশের ধাত বোঝেন না, নাড়ী চেনেন না। ইংরেজরা বহুকাল স্বরাজ করে আসচে, ওরা ত দাসের জাত নয়, অথচ পোপিশ প্লটের সময় সমস্ত ইংলণ্ড একটা ছায়া দেখে পাগল হয়ে গিছ্‌ল কেন? ১৭৮৯ সালে ফ্রান্স স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতার মাথা চূর্ণ করেছিল কেন?

কিরণ। যাঁরা ও সকল বিলের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা ত কেওকেটা নন, দেশের প্রধান লোক।

হরি। দেশের প্রধান লোক হলেও তাঁরা হিন্দু নন্। যার দেহের উপর অস্ত্রোপচার হয় তার ব্যাথা সেই বুঝতে পারে। হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদের কোনও কথা বল্‌বার অধিকার নেই। যাঁরা তোমার আমার মত অনধিকারী হিন্দু তাঁদেরও নেই।

কিরণ। আপনি তা হ'লে আমাদের বিবাহ বিষয়ে একটুও স্বাধীনতা দিতে চান না। মনে করুন আমি কোনও অসবর্ণা স্ত্রীলোককে বড় ভালবাসি, তাকে বিয়ে কর্ত্তে চাই, আপনি আমাকে বাধা দেবেন?

হরি। তোমাকে বাধা দেবার আমি কে?

কিরণ। দৃষ্টান্ত টা ঠিক হয় নি। আপনার কন্যা ত বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েচেন, এম্ এ পাশ করেচেন, মনে করুন তিনি কোনও ব্রাহ্মণকে ভালবাসেন, তাকে বিয়ে ক'ত্তে চা'ন, আপনি তাঁকে বাধা দেবেন?

হরি। সে নাবালক নয়, তাকে বাধা দেবার আমার অধিকার নেই। কিন্তু সে যদি অসবর্ণ বিবাহ করে, সে বিবাহে আমার অভিশাপ পড়বে; তার মুখ আমি কখন দেখবো না। বুঝেছ?

কিরণ। তা হ'লে আর পৃভী কৌন্সিলে আপীল করে কায নেই। বেলা হয়েচে, আমি এখন উঠি। [প্রস্থান।

হরি। তোমার চেয়ে আমি ৩০ বছরের বড়, আমাকে ফাকি দেয়া তোমার কর্ম্ম নয়। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হরিনাথের ড্রয়িংরূম। সুনীতি হার্মোনিয়মে গান গাহিতেছে

সুনীতি। পিলু—যৎ

"গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে, মধুপ হোথা যা'সনে।
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস্‌নে।
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা, সেফালি সেথা ফুটিয়ে
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্' গে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে হেথায় বেলা, হোথায় আছে নলিনী
ওদের কাছে বলিব না কো, আজি ও যাহা বলিনি।

মরমে যাহা গোপন আছে, গোলাপে তাহা বলিব
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারই ঘায়ে জ্বলিব ॥"

(হিরণ্ময়ীর প্রবেশ।)

হিরণ্ময়ী। স্নুরি কোথায় রে স্নুনী ?

স্নুনীতি। (নিরুত্তর)

হিরণ। কাণে কালা হলি কবে থেকে ?

স্নুনীতি। কি বল্‌চো তুমি ?

হিরণ। বল্‌চি স্নুরি কোথায় ?

স্নুনীতি। আমি কি জানি, দেখ না এই খানেই কোথাও আছে।

হিরণ। সেই অবধি তাকে খুঁজছি ; কোথায় গেছে সে বল্ না।

স্নুনীতি। শশিপ্রভার ওখানে নেমন্তন্ন আছে বোধ হয়, কিরণ মোটর পাঠিয়েছিল।

হিরণ। তোর নেমন্তন্ন হয় নি ?

স্নুনীতি। আমার সঙ্গে তার ভাব নেই।

হিরণ। কখন গেছে সে ?

স্নুনীতি। বেলা এগারটার সময়।

হিরণ। বেলা ১১টায় গেছে, রাত ৮টা বাজলো, এখনও তার দেখা নেই, তোদের বেজায় বাড়াবাড়ি হয়েচে দেখ্‌চি।

(হরিনাথের প্রবেশ)

হরি। কার কথা হচ্চে ?

হিরণ। স্নুরি এগারটার সময় কিরণের মোটরে বেরিয়েছে স্নুনী বলচে শশিপ্রভার বাড়ী নেমন্তন্নে গেছে।

হরি। সব মিছে কথা। আজ নিশ্চয় সুরি রেজিষ্ট্রারের আফিসে গিয়ে কিরণকে বিয়ে করেছে। কিরণ আজ কাছারি আসে নি, তার দরকারি মকদ্দমাও অন্যকে দিয়ে করিয়েছে। তোমাদের বলে রাখচি শোন! যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এর পর সুরুচিকে এ বাড়ীতে আস্‌তে দেও, কিংবা তার বাড়ী যাও, তাকে আমি বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না, তার মুখ দেখবো না। [প্রস্থান।

হিরণ। কি সর্ব্বনাশ! এমন কথা ত কখন শুনি নি। ওগো শোন গো শোন। [প্রস্থান।

সুনীতি। (রোদন করিতে করিতে গান)

ভৈরবী কাওয়ালী।

"আমি সুধু রইনু বাকি!
যা ছিল তা গেল চ'লে; রইল যা তা কেবল ফাকি ॥
আমার ব'লে ছিল যারা, আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা, কোথায় তারা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি ॥
বল্ দেখি মা সুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লিনে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥"

যবনিকা।

তৃতীয় অঙ্ক।

-ঃ৵ঃ
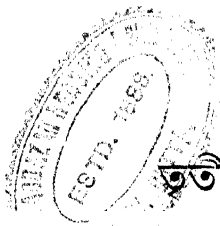
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কিরণচন্দ্রের লাইব্রেরি। সুরুচি পত্রহস্তে!

সুরুচি। আমার এ বিয়েতে বাবার ত অপমান হ'বার কোনও কারণ নেই। শশিপ্রভা আসে না, তবু তার কারণ আছে। আমাকে সকলে এক ঘরে কল্লে। বেশ! আমি কারও তোয়াক্কা রাখি কি না? তাঁরা আমার মুখ দেখবেন না। আমিই তাঁদের মুখ দেখবো না। খুব করিচি অহিন্দু হয়ে বিয়ে করিচি। ওঁরা ভারি হিন্দু কি না। এই ত এত বড় হইচি কখন কেউ আমাদের বলেছে যে পূজা অর্চ্চা কর? ওঁদের ত তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। ওঁরা কি কখন পূজো অর্চ্চা করেন? আজন্ম মুসলমান বাবুর্চ্চির হাতে খেয়ে আসচি, আমার কোন্ খানটা হিন্দু, যে আমি ওঁদের হিঁদুয়ানি বজায় রাখবো? ওঁদের ধর্ম্মরক্ষার ভার বুঝি মেয়েদের ওপর? ওঁরা ত বাপ মার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করেন না। ওঁরা যেমন আমাদের তৈরি করেছেন, আমরা তেমনই হইচি। ওঁদের চেয়ে বরং আমাদের এককাঠি বেশী হ'বার কথা। বাবা ত মদ খান্ না, দাদা খায় কেন? সেবার সেই থিয়েটারের মাগীকে নিয়ে অমন ঢলাঢলি ক'ল্লে কেন? তার বেলা ত এমন কঠোর আদেশ হয় নি। তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেয়া হ'ল। ছেলে এখনও বুঝি শুকদেব গোস্বামী। যত দোষ মেয়েদের বেলা। (রোদন)

কিরণচন্দ্রের প্রবেশ।

কিরণ। ওকি সুরু তুমি কান্‌চো কেন? (সুরুচির চক্ষু মুছাইয়া দেয়া)

সুরুচি। যাও, তুমি কেন আমাকে বিয়ে কল্লে?

কিরণ। হয়েছে কি বল না।

সুরুচি। এই দেখ সুনী কি লিখেছে। আমাকে চিঠি লেখাও তার বারণ। (পত্র দান)

কিরণ। (পত্র পড়িয়া) এ ভারি অন্যায়। বেশ, ওঁদের বাড়ী যেতে দেবেন না, যাব না, কিন্তু আমার বার রুমে যাওয়া ত তিনি বন্ধ কত্তে পারবেন না; সেখানে এর বোঝাপড়া হবে।

সুরুচি। তোমার বোন্, ভগ্নীপতি এঁরাও আসেন না।

কিরণ। উপেন বোধ হয় আজই আসবে।

সুরুচি। শশি ত আসবে না?

কিরণ। সে ভারি পিট্‌পিটে মানুষ; আমাদের এখানে মুসলমান বাবুর্চ্চি, মুসলমান বেয়ারা আছে বলে আস্‌তে চায় না।

সুরুচি। ওদের সব বিদেয় করে দিয়ে হিন্দু চাকর রাখ।

কিরণ। তারা রান্‌তে পারবে না; তোমার কষ্ট হবে।

সুরুচি। আমি উপোষ করে থাকি, সেও ভাল। এখন আমার যত কষ্ট হচ্চে, এত কিছুতেই হবে না।

কিরণ। তুমি কোরীয়োলেনসের মত বল না, তোদের আমি একঘরে কল্লাম।

সুরুচি। মুখের কথা বল্লে ত হয় না; তুমি কাছারি চলে গেলে আমি যখন এক্‌লা থাকি, মন ও সব সান্ত্বনা মানে না।

কিরণ। তুমিও কাল্ থেকে আমার সঙ্গে কাছারি চল। বার রুমে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে। পালিয়ে কোথায় আশ্রয় নেন্ দেখবো !

সুরুচি। কোনও ব্যারিষ্টারের স্ত্রী সেখানে যায় না কি ?

কিরণ। কখনও যাই নি বলে, যেতে যে পারে না, এমন কোন কথা নেই। তুমি যদি যাও, সকলে তোমার খুব খাতির করবে। ব্যারিষ্টররা সকলে ত তোমার বাবার মত নয়। তারা এ সব হম্বগ্ মানে না।

সুরুচি। বাবা আমার যে রকম অপমান কচ্চেন, আমার বড় ইচ্ছে হয় বার রুমে গিয়ে তাঁর পাশে বসে সব ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে আলাপ করি। তাঁকে যেন চিনিই না।

কিরণ। উনিই এখন ব্যারিষ্টারদের মধ্যে বকেয়া, বাকি সব আলোক-প্রাপ্ত। তারাই ত দেশের লীডর। এইবার অসবর্ণ বিবাহের জন্যে লেজিস্লেটিভ কৌন্সিলে আর একটা বিল পেশ করাব, সমস্ত মেম্বরদের কাছে ক্যান্ভাস করে, বিল পাস করাব। বাঙ্গলার গোঁড়াদের আজকাল পোঁচে কে ? আর দিন কতক পরে ওরা ডিপ্রেষ্ট্ ক্লাসের মধ্যে শামিল হবে, আমরা সর্ব্বেসর্ব্বা হব।

সুরুচি। বাঁচা যায় তা হ'লে। হিন্দুধর্ম্ম ত নয়, যেন জগদ্দল পাথর, ভারতবর্ষের বুক চেপে আছে। জাত ফাতের আবর্জ্জনাগুল উঠে গেলে ধর্ম্মটা চলনসই হয়।

কিরণ। দেখ দেখি অন্যায় ! মান্ধাতার আমলের লোক আইন করবেন আমাদের জন্যে ; আমাদের তাই মেনে চল্তে হবে। মনুর চেয়ে আমার মুহুরী ল ভাল বোঝে।

উপেন্দ্রের প্রবেশ।

উপেন্দ্র। মনুর বাপের ভাগ্যি যে বলিস নি, তোর ব্যাগ বওয়া বেয়ারা মনুর চেয়ে ল ভাল বোঝে।

কিরণ। যদি বলতাম, কথাটা এমন কিছু মিথ্যা হ'ত না।

উপেন্দ্র। যা'ক, সে কথা পরে হবে। এঁকে কি বলে ডাক্‌বো বল্ দিকি।

সুরুচি। এঁর বড় ভাগ্যি, যে শ্রীচরণের ধুলো এতদিনে এঁর বাড়ীতে পড়েচে।

উপেন্দ্র। কি করবো বউদি! আমাদের খুজ্‌রো কারবার, কিরণের মত ত দাঁও মাত্তে পারি নে, ষোলটাকা করে কুড়িয়ে ঝুলি ভরাতে হয়; কাযেই সময়ের বড় অনাটন।

সুরুচি। তবু ভাল বউদি বলে আমাকে স্বীকার কল্লে। আমি ত ভেবেছিলাম তোমরাও আমাকে একঘরে করেছ।

উপেন্দ্র। আর কেউ করেছে না কি?

কিরণ। শ্বশুর বাড়ীর সকলে করেছেন।

উপেন্দ্র। তাঁদের ত কোন কারণ নেই।

সুরুচি। অর্থাৎ তোমাদের আছে।

উপেন্দ্র। বউদি! তোমার শ্রীহস্তে রেঁধে একদিন খাওয়াও; তোমার বাবুর্চ্চির হাতে যদি খাই, শশি আবার আমাকে গোবর খাওয়াবে।

সুরুচি। শশি রাঁধতে জানে?

উপেন্দ্র। খুব জানে।

সুরুচি। তুমি তাকে বলো আমাকে শিখিয়ে দেয়; আমি যে জন্মে কখনও রাঁধি নি।

উপেন্দ্র। ও সব ক'ল্লে কি আর এম্ এ পাশ করা যায়?

সুরুচি। চুলোয় যাক্ এম্ এ পাস্। ওর চেয়ে যদি রান্‌তে শিখ্‌তাম আমার কাযে লাগতো।

উপেন্দ্র। শুন্‌লি শালা মনুর মনিব। তুই আজ যে কথা মুখ দিয়ে বা'র করিচিস, তোর উচিত সেরখানেক গোবর খাওয়া।

কিরণ। আচ্ছা তুই সত্যি করে বল—ল একটা জীবন্ত জিনিষ কি না? কোনও জীবন্ত জিনিষকে লোহার সিন্দুকে পুরে রাথ্‌লে কি সে বাঁচে? মনুর আমলের ল কি এখন মরে পচে যায়নি? সে কি এ কালের উপযোগী আছে?

উপেন্দ্র। পরিবর্ত্তন ত রোজই হচ্চে। সে কেলে শাস্ত্রের ক'টা কথাই আমরা এখন মানি? ল একটা জীবন্ত জিনিস আমি স্বীকার করি। চিরকাল এক ল থাকে না, থাকা উচিত ও নয়, নেই ও। আসল যা ল সে সব বদলে গেছে। সামাজিক প্রথা ঠিক ল নয়। ও ও সময় মত বদলাবে। কিন্তু সামাজিক প্রথা বদ্‌লান লেজিস্‌লেচরের কায নয়। জাতি-ভেদ এখন যে রকম আছে তা আর বেশী দিন থাক্‌বে না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে জাতিভেদ শীগ্গির উঠে যাবে। কিন্তু যৌন সম্বন্ধে জাতিভেদ উঠতে এখনও ঢের দেরী। এমেরিকায় নিগ্রোদের লিঞ্চ করে কেন জানিস্‌ ত। ও বিষয়ে সেন্টিমেন্ট্‌ ভয়ানক প্রবল।

স্বরুচি। তুমি ও দেখ্‌চি বাবার দলের লোক। তুমি আমার মুখ দেখো না। তা হ'লে তোমার পাপ হবে। [প্রস্থান।

উপেন্দ্র। ভারি সেন্‌সিটিভ্‌ ত!

কিরণ। ভয়ানক। এই দেখ্‌ না আমার শালীর চিঠি। পড়ে অবধি কান্‌চে। একবার শশিকে আনিস ভাই। নইলে ও দুঃখে মরে যাবে।

উপেন্দ্র। চেষ্টা করবো। তুই যা ওঁর কাছে, আমি কাযে যাই।

[কিরণের প্রস্থান।

উপেন্দ্র। (চিঠি পড়িয়া রাখিয়া দিয়া) পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েচে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রনাথের বাড়ীর দালান।

ধূপ ধুনা জ্বলিতেছে। তিন চার খানা থালায় ফুল, বিল্বপত্র, রৌপ্য বাটীতে চন্দন, রৌপ্য থালায় নৈবেদ্য ও নানা প্রকার ফল। এলো চুলে কার্পেটের আসনে বসিয়া কোশাকুশি হস্তে শশিপ্রভা পূজা করিতেছেন।

শশি।

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কনরণৎ কাঞ্চীক্বণন্নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎ কুণ্ডলা।

(হাত যোড় করিয়া)

সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা ভবানী ভবমোচনী।
আর্য্যা দুর্গা জয়া জন্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী॥
পিণাকধারিণী চিত্রা চণ্ডঘণ্টা মহাতপা।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতাচিতিঃ॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ী সত্যা সত্যানন্দস্বরূপিণী।
অনন্তা ভাবিনী ভব্যা

(উপেন্দ্রের প্রবেশ, শশিপ্রভার ইঙ্গিতে বাহিরে গমনের আদেশ)

শ্রীবিষ্ণুঃ—ভব্যাভব সদাগতিঃ॥

উপেন্দ্র। এ কি ব্যাপার আজ ?

শশি। আঃ তুমি বেরোও না—শ্রীবিষ্ণুঃ

শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।

উপেন্দ্র। উঠ্‌বে ত ওঠো, নইলে টেনে তুলবো।

শশি। দাঁড়াও দাঁড়াও আর একটু খানি আছে। শ্রীবিষ্ণুঃ—

সর্ব্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী ॥

উপেন্দ্র। থাম থাম। একদিনে অত মন্তর পড়লে গলা ভেঙ্গে যাবে।
(শশিপ্রভাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন)

শশি। ছুঁলে জুতো পায়ে দিয়ে?

(শশিকে আসনের মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া নিম্নে জানু পাতিয়া করযোড়ে)

বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি, মহালক্ষ্মি নমোস্তুতে ॥
লক্ষ্মীস্তং সর্ব্বভূতানাং যথা বসসি নিত্যসঃ।
স্থিরা ভব সদা দেবি মম জন্মনি জন্মনি ॥

শশি। (উপেন্দ্রকে উঠাইয়া তাহার পদধুলি মস্তকে লইয়া) ওতে যে আমার অকল্যাণ হয়।

উপেন্দ্র। তুমি যে কল্যাণী, তোমার অকল্যাণ হতে পারে?

শশি। তোমার এত কিসের তাড়া তাড়ি? আর একটু হলে আমার পূজোটা শেষ হত।

উপেন্দ্র। তোমাকে যে সুন্দর দেখাচ্ছিল, আমি একটু পূজো না করে থাকতে পাল্লাম না।

শশি। যাও মেলা বকো না।

উপেন্দ্র। আজ যে হঠাৎ পূজোর সখ হল?

শশি। তোমার সংসর্গে পড়ে ম্লেচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছিলাম। এখন থেকে রোজ পূজো করবো।

উপেন্দ্র। তা করো। আজ একবার কিরণের বাসায় চল। তুমি যাওনা বলে বউদি বড় দুঃখ করেছে।

শশি। তুমি ওকে বউদি বল্লে। আবার তোমাকে গোবর খাওয়াব।

উপেন্দ্র। তোমার দাদা যাকে বিয়ে করেচে সে বউদি নয়ত কি হয়?

শশি। বিয়ে আবার কোন্ খানটা করেছে?

উপেন্দ্র। রেজিষ্ট্রারের আফিসে কি বিয়ে হয় না?

শশি। রেজিষ্ট্রারের আফিসে কি পৈতে হয়? ও বিয়ে নয় সায়েবী মতে রাখা। মা মা মা জাত ধর্ম্ম সব গেল। আজ যদি মা বেঁচে থাকতো দাদার এই কীর্ত্তি দেখে কি কত্তো বল দেখি।

উপেন্দ্র। তিনি থাক্‌লে এ কীর্ত্তি হত না।

শশি। মা নেই আমি ত আছি। আমার চোখের সামনে দাদার এ কাজ ক'ত্তে আট্‌কাল না?

উপেন্দ্র। ছোট বোনকে ভয় করে চলবার রেওয়াজ নেই।

শশি। আমাকে যদি দাদা না মানে, আমি দাদাকে কেন মান্‌বো? ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কল্লে আমার ঐ বিয়ে মেনে নেওয়া হবে, আমাকে ওদের পাপের ভাগী হতে হবে। আমি ওদের দুজনেরই আর মুখ দেখ্‌বো না।

উপেন্দ্র। তুমি সে দিন জেনে শুনেই কিরণের বাড়ী গিছলে, পাপ যা হবার তা হয়েছে।

শশি। ও কথাটি বলতে পাবে না। আমি সন্দেহ করেছিলাম বটে, কিন্তু দাদা কি বলেছিল মনে নেই?

উপেন্দ্র। সেখানে গিয়ে ত জান্‌তে পেরেছিলে।

শশি। কি বল্‌বো আমার নাম করে ওদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। সর্ব্বদেবময়োতিথিঃ। নইলে তখুনি তার মুখে থ্যাংরা মেরে চলে আস্‌-তাম।

উপেন্দ্র। তুমি যাবে না তা হ'লে ?

শশি। কক্ষণও না।

উপেন্দ্র। সুরুচিকে যদি এখানে নিয়ে আসি ?

শশি। আমি ঘরে দোর দিয়ে বসে থাক্‌বো।

উপেন্দ্র। সে যে তোমার কাছে রান্না শিখতে চায় ?

শশি। তাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেবে কে ?

উপেন্দ্র। আমার কাজ আমি ক'ল্লাম, কিরণকে বলিগে তুমি যাবে না। [প্রস্থান।

শশি। আজ আমার পূজো হ'ল না। দেখি বামুণ কি কচ্চে।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিনাথ দাসের বাটী।

সুনীতি পত্র হস্তে।

সুনীতি। এত বীরেনের চিঠি দিদির নামে। রিডাইরেক্ট করে দিই। (ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া) যাই পাঠিয়ে দিই গে। এতদিন পরে কি লিখেচে ? এতদিন যে চিঠি লেখেনি, তার কি কৈফিয়ৎ দিয়েচে ? দিদির কাছে ত যাবার যো নেই, যে তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে পড়্‌বো।

চিঠি খানা খুলে পড়ি না কেন? আবার বন্ধ করে পাঠিয়ে দিলেই হবে। চায়ের জল ফুটচে, একটু ষ্টীম লাগালেই বেমালুম খুলে যাবে।

(চিঠি হস্তে প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ ও চিঠি খুলিয়া পাঠ)

(রাসরাণীর প্রবেশ)

রাস। কার চিঠি ভাই? সুরুচির বুঝি?

সুনীতি। দিদির চিঠি বটে, কিন্তু দিদির লেখা নয়।

রাস। তার অসুখ হয়েছে নাকি?

সুনীতি। কি বোকা তুই। বীরেনের চিঠি—দিদিকে লিখেছে।

রাস। তুই খুল্লি কেন?

সুনীতি। খুব করিচি খুলিচি।

রাস। দে না ভাই আমাকে, দেখি কি লিখেছে।

সুনীতি। তবে যে আমাকে বক্‌ছিলি?

রাস। আর বক্‌বো না। দে চিঠি খানা।

সুনীতি। এ মস্ত লম্বা চিঠি। আমার এখনও পড়া হয় নি।

রাস। পড়ে শোনা একেবারে দুজনেরই পড়া হবে।

সুনীতি। তোর বুঝি তর সচ্চে না?

রাস। না। হয় পড়ে শোনা, নয় আমাকে দে; আমাকে মা ডেকেছেন, এখনই তাঁর কাছে যেতে হবে।

সুনীতি। তবে শোন্। (পত্রপাঠ)

প্রাণের সুরু—

চার পাঁচটা মেলে তোমাকে পত্র লিখ্‌তে পারি নি, না জানি তুমি কি মনে কচ্চো। হয় ত ভাব্‌চো আমি কোনও মেমের প্রেমে মত্ত হয়ে তোমাকে ভুলে আছি। নাঃ তুমি কি তা মনে কত্তে পার? ছ বছর আগে

আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দিইচি। যা এক জনকে দিইচি, তা কি অন্ত কাউকে দিতে পারি? তুমি যেমন আমার, আমি ও তেমনই তোমার। আমার যখন স্বপ্নেও মনে হয় না, তুমি আমাকে ভুলে অন্ত কাউকে ভাল বেসেছ, তেমনই তোমারও মনে হ'তে পারে না, যে আমি তোমাকে ভুলে অন্ত কাউকে ভাল বাস্তে পারি। তুমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশী—আমার প্রাণের প্রাণ। দুমাস ধরে টাইফয়েড ফীভর হয়ে হাস্পাতালে পড়ে আছি। নড়বার শক্তি নেই। অসুখ শরীরেই ক'বার তোমাকে চিঠি লিখ্তে চেয়েছিলাম। নর্সরা বারণ করায় লেখা হয় নি। কিন্তু তোমার শেষ ক'খানা চিঠি সর্ব্বদা আমার বালিসের নীচে থাকে। সেই আমার ওষুধ, সেই আমার সম্বল। মাঝে মাঝে বার করে পড়ি। যখন পড়তে পারি নে, সেই চিঠির কথা ভাব্তে ভাব্তে বেশ সময় কেটে যায়। ও ছাড়া এই বিদেশে, এই রুগ্ন শয্যায় আমার আর একটা সম্বল আছে। তোমার যে ফটোখানা আস্বার সময় এনেছিলাম সেখানার মিনেচর করে সোণার লকেটে পুরে সর্ব্বদা বুকে রেখেছি। সে ফটো দেখে তাকে চুমু খেয়ে এই মরুময় জীবনে মাঝে মাঝে এক পশ্লা বৃষ্টির আরাম পাই।

যে দিন দেশ ছেড়ে আসি, সেই যে তোমাকে বুকে ধরে তোমার মুখখানি পাগলের মত বার বার চুমু খেয়েছিলাম, সেই চুম্বনের স্মৃতি ও আমার জীবন ধারণের এক উপায় হয়েছে। প্রেম কি অপূর্ব্ব নিধি। অদর্শনে কমা দূরে থাক, বেড়েই যায়।

আমি দেশে বি এ পাস কত্তে পা'ল্লাম না বলে তোমার কত দুঃখ হয়েছিল আমি জানি। অক্সফোর্ডে এসে আমি একদিনের জন্তেও লেখাপড়ায় অবহেলা করি নি। ফাষ্ট ক্লাস অনর্স পাওয়া অক্সফোর্ডে বড় শক্ত ব্যাপার, যে সে হতে পারে না। অন্ততঃ আমার মত লোক পারে না।

কিন্তু আমি হাই সেকেণ্ড ক্লাস অনর্স পেয়েছি; আমার সে ডিগ্রী তোমার শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করবার জন্যে তুলে রেখেছি। আরও ভাল করে তোমার উপযুক্ত হ'বার জন্যে আমি ডব্‌লিনে এসে ক'মাস থেকে এল্‌ এল্‌ ডি পরীক্ষা দিই। একথাটা তোমার কাছে গোপন রেখেছিলাম, মনে করেছিলাম পরীক্ষার ফল বা'র হ'লে একেবারে খবর দেব। ঐ পরীক্ষার জন্যে আমাকে একটু বেশী পরিশ্রম কত্তে হয়েছিল। তাই অসুখে পড়েছিলাম। আজ কাগজে দেখ্‌লাম আমি পাস হইচি! ব্যরিষ্টার ত আগেই হইচি, এখানে আর আমার কোন কায নেই। এইবার দেশে ফিরে আমার দেহ, মন, ধন, প্রাণ তোমার পাদপদ্মে ডালি দেব। ডাক্তার বলেছেন আর একমাস পরে আমি জাহাজে চড়বার মত বল পাব।

নর্স টা সেই অবধি টিক্ টিক্ কচ্চে। আর বেশী কিছু লেখা হ'ল না। চিঠিখানা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হ'ল বলে কিছু মনে করো না। পড়া হ'লে চিঠিখানাকে একটি চুমু খেয়ো, তা হ'লেই সে চুমু আমার অন্তরাত্মা ভোগ করবে। ইতি—

তোমারই বীর।

রাস। চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেল্‌। সুরুচিকে পাঠাস্ নে।

সুনীতি। তার পর বীরেন যখন দেশে এসে চিঠির কথা জিজ্ঞেস করবে?

রাস। বলিস্ পথে হারিয়ে গিয়ে থাকবে।

সুনীতি। আমার গরজ মিথ্যে কথা বলবার জন্যে।

রাস। ও চিঠি পড়ে সুরুর ভারি মন খারাপ হবে।

সুনীতি। ও এমন কায কল্লে কেন?

রাস। বাস্তবিক কিরণকে বিয়ে করা ওর ভারি অন্যায় হয়েচে।

সুনীতি। চিঠি পড়ে সে নিশ্চয় কাঁদবে। তাতে পাপের একটু প্রায়শ্চিত্ত হবে।

রাস। প্রায়শ্চিত্তে কায নেই। ও চিঠি পাঠাস নে।

সুনীতি। না নিশ্চয় পাঠাব। [পত্র বন্ধ করিয়া প্রস্থান।

রাস। পাঠাস্ নে, আমার কথা শোন্। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কিরণের ড্রইংরুম। সুরুচি সোফায় বসিয়া পত্র পড়িতেছেন।

সুরুচি। তাই ত ওর টাইফইড ফীভর হয়েছিল (পত্র পাঠ) এল এল ডি, বেশ ত। (পত্রকে বারংবার চুম্বন করিয়া পত্র ফেলিয়া দিয়া কি কল্লাম! আমি ত এখন স্বাধীন নেই। এখন এ চিঠিখানাকে চুমু খাবার অধিকার ও আমার নেই। হায় হায় বীরের সঙ্গে বিয়ে হলে যে আমার সব দিক বজায় থাকৃত। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া পত্র কুড়াইয়া বক্ষোমধ্যে রাখিয়া) সে দিন যে কিরণের কাছে ভারি সাধুগিরি করেছিলাম। এ চিঠি কি তাকে দেখাতে পারি? (চিন্তা) বীর দেশে এলে নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা কত্তে আসবে। আমি কেমন করে তাকে মুখ দেখাব? (চিন্তা) আমাদের এ বিয়েতে ত ডিভোর্স আছে। কিরণকে সব কথা বুঝিয়ে বল্লে ও কি আমাকে অব্যাহতি দেবে না? আজ আর হবে না। কাল ও কাছারি গেলে ডিভোর্স সম্বন্ধে কি ল আছে খুঁজে বার করে পড়তে হবে। (নেপথ্যে পদ শব্দ) ঐ কিরণ এসেছে, এখন তাকে এ মুখ দেখাতে পারবো না। [দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কিরণচন্দ্রের লাইব্রেরী। কিরণচন্দ্র।

কিরণ। এত আশা, এত উৎসাহের কি এই পরিণাম হ'ল? সুরুচি এখন আমাকে দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আমি তার কাছে গেলে বিরক্ত হয়। মনে করেছিলাম ও শিক্ষিতা, আমার জীবনের সঙ্গিনী হ'তে পারবে। ও আমার অন্তরের ব্যথা বুঝবে, আমি ওর অন্তরের ব্যথা বুঝবো। তা ত হ'ল না। আমাদের দুজনের মধ্যে এ কিসের পর্দ্দা পড়ে গেল? মেয়েদের যে সবই পর্দ্দা। ছেলেবেলা থেকে সকল বিষয়েই ওরা পর্দ্দা লাগাতে শেখে। ক্ষিদে পেলে প্রকাশ করবার যো নাই। লেখাপড়া শিখ্‌লে বিদ্যা গোপন করা চাই, নইলে মেয়ে জ্যাঠা নাম হবে। বুদ্ধি থাক্‌লে তাকে চাপা দিতে হবে। পাখীর পাখা কেটে দিলে সে যেমন মাটীতে গড়াগড়ি দিয়ে কাদা মাখে, ওদের বুদ্ধিও তেমনই কার্য্যের অবসর না পেয়ে, ওদের হিপক্রীট তৈরী করে। (চিন্তা)

(অলক্ষিতে উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। এত রাত্তিরে লাইব্রেরীতে বসে কি ভাব্‌চিস?

কিরণ। কাল্‌কের কেস্‌গুল দেখে রাখছি।

উপেন্দ্র। খুব ত কেস্ দেখ্‌চিস। না আছে তোর সাম্‌নে ব্রীফ্, না আছে বই। আমি কি তোর পর যে আমার কাছে কথা গোপন কাচ্চস।

কিরণ। তুই ও এখন আমার পর হয়ে গেছিস। এই বিয়েতে আমার সব দিক বুঝি নষ্ট হ'ল।

উপেন্দ্র। সুরুচির সঙ্গে ঝগ্‌ড়া হয়েছে বুঝি?

কিরণ। ঝগড়া হলে ত বাঁচতাম। ঝগড়ার পর ভাবটা আরও বেশী করে হয়। দুটো ধাতু যত বেশী গরম হয়, ততই তারা যোড়া লাগে ভাল। এ যে আমরা ক্রমশই পরস্পরের প্রতি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চি। সে বোধ হয় এখন ড্রইংরুমে বসে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌চে, আমি অফিসে বসে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌চি।

উপেন্দ্র। তুই ও কেন ড্রইংরুমে যা না। একটু গান বাজনা, দুটো গল্প কল্লে ত সময় সহজে কেটে যায়।

কিরণ। গল্প করে কে? দুটো কথা কইবার লোক পাই নে, গল্প।

উপেন্দ্র। তোর এম্‌ এ পাস করা স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে পাস নে? শশির কত বিদ্যে ত জানিস, আমাদের কিন্তু এক মিনিটও মুখ বন্ধ থাকে না।

কিরণ। ভালবাসা থাক্‌লে গল্প আপনি এসে জোটে।

উপেন্দ্র। তোদের এত ভালবাসা কোথা গেল? তোদের এ যে লভ ম্যারেজ। আমাদের ত ছেলে বেলায় বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের আগে সেও আমাকে দেখে নি, আমিও তাকে দেখি নি।

কিরণ। ভালবাসা কর্পূর হয়ে উপে গেছে। যার ধর্ম্মভাব নেই, তার জীবন অত্যন্ত অসার। কেবল খোলাই খোলা, ভিতরে শাঁস একেবারেই নেই। ছেলে বেলা থেকে নাস্তিকের বাড়ী থেকে স্থরুচির—

উপেন্দ্র। থাম্‌ থাম্‌। তুই ত ছেলে বেলা থেকে আস্তিকের বাড়ী ছিলি, তোর কি ধর্ম্ম শিক্ষা হয়েছে? তোর চেয়ে হরিনাথ দাস আস্তিক।

কিরণ। শুধু ঈশ্বরে প্যাসিভ বিশ্বাস থাক্‌লে আস্তিক হয় না। বিশ্বাস কাজে না দেখালে, ছেলে মেয়েরা ধর্ম্ম শিখ্‌বে কোথা থেকে? হরিনাথ বাবুর ছেলেটি একটি ব্ল্যাগার্ড; সম্ভবতঃ ওঁর মেয়ে দুটিও সেণ্ট নয়। আমি ত মজুর মানুষ, চব্বিশ ঘণ্টায় নিশ্বেস ফেল্‌বার অবকাশ নেই। কিন্তু ঐ যে প্রাণীটি সমস্ত দিন একলাটি বসে বসে ভাব্‌চে, ধর্ম্ম না হ'লে

ওর মনের শূন্যতা কিসে ভরবে? যেমন শুধু মস্‌লা খেয়ে মানুষ বাঁচে না, তেমনই শুধু নভেল পড়লে মনের খোরাক হয় না। জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। গরীব গুর্বোদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ এমন কঠিন ব্যাপার যে তারা তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সুরুচির মত লোকের, যার পেটের চিন্তা নেই, ছেলে পিলের ভাবনা ভাবতে হয় না, সকল সুখেই, সকল জিনিসেই যার স্থাটাইটী তার জীবন কিসে কাটে? ঐ জন্যেই ত বিলেতের বড় লোকের মেয়েরা একটা না একটা হুজুগ নিয়ে থাকে।

উপেন্দ্র। শশির ঘাড়ে আজকাল যে রকম পূজো চেপেচে, তার একটু খানি তোর স্ত্রীর ঘাড়ে চাপা না। আমি তা হ'লে বেঁচে যাই।

কিরণ। তার ও বাতিক জন্ম জন্ম থাক্, ও বাতিক মুখের কথায় কারও ঘাড়ে চাপান যায় না। পাল্লে সুরুচির গো জন্ম ঘুচে মনুষ্য জন্ম হ'তো।

উপেন্দ্র। আজ তোর হয়েছে কি? তুই এক দিনে মস্ত ফিলসফার, মস্ত ধার্ম্মিক হয়ে পল্লি যে। এ সব লক্ষণ ভাল নয়। ফস্ করে তুই পটল না তুলিস।

কিরণ। পটল তুল্‌তে পাল্লেই বাঁচি এখন। আমি নিজে যেমন অন্তঃসার শূন্য তেমনই সমস্ত জগৎটা অন্তঃসার শূন্য বোধ হচ্ছে। এখানে আর এমন কিছুই নেই যার খাতিরে আমি এই রট্‌ন্ জগতে পড়ে থাক্‌তে চাইব।

উপেন্দ্র। তুই ত এখনও সুরুচিকে খুবই ভাল বাসিস্ দেখ্‌চি। সেও তোকে যদি ঐ রকম ভাল বেসে কোনও কারণ বশত তোর উপর রাগ করে থাকে, তা হ'লে আবার দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিরণ। তা নয়। রাগ কি আমি বুঝতে পারি নে? তার প্রাণটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

উপেন্দ্র। এখন কি কর্‌বি তুই ?

কিরণ। বিয়ে হয়ে অবধি মক্কেলের কাজে ঢিল দিয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন কচ্ছিলাম। স্ত্রী তা যখন আর চান্ না, মক্কেলেরই মনোরঞ্জন করি। বিকেলে আবার ক্লাবে গিয়ে খেলা ধুলো করা যাবে।

উপেন্দ্র। রাত্তিরে তোরা একত্রে শুস্ ত ?

কিরণ। সে আবার সব চেয়ে দগ্ধানি। আমাদের মধ্যে তলোয়ার থাকে। আজই আলাদা শোবার ব্যবস্থা কর্‌বো।

উপেন্দ্র। অতটা করিস নে। ও ভারি অভিমানী।

কিরণ। ভালবাসা থাকলে ত অভিমান কর্‌বে। সে মোটেই নেই। আলাদা শুলে বোধ হয় ও-ও বাঁচে।

উপেন্দ্র। আজ তোর মনটা ভারি খারাপ হয়েচে ; আয় আমার সঙ্গে, একটু বেড়িয়ে আসি।

কিরণ। তা চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরুচি। ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ও বাড়ী থাকৃলে আমার বোধ হয় বুকে একখানা পাথর চাপান আছে। অথচ ও আমাকে ভাল বাসে। আমার ব্যাভারে ও বড় কষ্ট পাচ্চে। ওর খাওয়া দাওয়া প্রায় উঠে গেছে। গেছে তার আমি কি কচ্ছি ? (চিন্তা)

আমার কিন্তু একুলও গেল ওকুলও গেল। ডিভোর্সের আইন যা দেখলাম, তাতে কিছু হবার যো নেই। আমিই ওর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যাভার কচ্ছি, ও ত আমার প্রতি করে না। যে বেড়ি সখ করে পরিচি, তাকে ত খোলবার কোনও উপায় নেই। (চিন্তা)

এ জন্মে ত কোনও সাধ মিট্‌লো না। অন্য জন্মে কি মিট্‌বে? আবার কি জন্ম হবে? জন্ম আর না হওয়াই বোধ হয় ভাল। এই ত দেখ্‌লাম সব রকম বেয়ে চেয়ে। কই সুখ ত পেলাম না। দূর থেকে সবই মনোহর বোধ হয়। মুখে পুরলেই ছাই।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

হায় কেন অন্ধ বিধি চক্ষু দিল আমারে।
যারে আমি ভাল বাসি, তার গলে দিয়ে ফাঁসি,
বরমালা দিনু আমি কা'রে॥
আগে পিছে না হেরিনু কি যে মোহে ভুলে গেনু
ঝাঁপ দিনু অকুল পাথারে॥
তাহার প্রেমের ধার শোধ নাহি হবে আর
চির দিন রব কারাগারে॥
গরল ভখিব কিবা, সলিলে ডুবি অথবা
বিনাশ করিব তনু ছারে॥

যবনিকা।

চতুর্থ অঙ্ক

-০ঃ*ঃ০-

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিনাথ দাসের ড্রয়িং রূম। হিরণ্ময়ী সোফায়
শায়িতা, সুনীতি ও রাসরাণী।

হিরণ্ময়ী। স্মারির কোনও চিঠি পেলি সুনী?

সুনীতি। দিদি ত অনেক দিন থেকে আমাকে চিঠি পত্র লেখে না।

হিরণ্ময়ী। সে লেখে না, না তুই লিখিস্ নে?

সুনী। আমি তিন খানা চিঠি লিখিছি, সে এক খানারও জবাব দেয় নি?

হির। তোরা সকলে মিলে তাকে এক ঘরে কল্লি, তার রাগ হয়েচে।

সুনী। আমি তাকে ত এক ঘরে করি নি, আমার উপর রাগ কেন?

হির। আমার অসুখের কথা বলে তাকে একখানা চিঠি লেখ্, যেন উনি কাছারি গেলে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

সুনী। বাবা বুঝি জান্‌তে পার্‌বেন না মনে কচ্চ?

হির। জান্‌তে পারেন পারবেন। আমি কোন্ দিন মরে যাব, একবার তাকে দেখ্‌তে পাবো না।

সুনী। বাবা না বল্লে সে কক্ষণও আসবে না। যে সাপে কাম্‌ড়েচে, সেই সাপেই বিষ তুলবে।

রাস। বাবা তার উপর আর কদ্দিন রাগ করে থাক্‌বেন? তুমি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল্লে উনি নিজেই তাকে আস্‌তে বল্‌বেন।

হির। রাগ কি সাধে হয়? এমন অনাছিষ্টি কায কি কোনও বাঙ্গালীর মেয়ে কখনও করেচে। এ কি বিয়ে?*

সুনী। বিয়ে নয় কেন? তোমাদের ব্যাভার দেখে আমি দিদির দিকে হইচি।

হির। সমাজে যে বিয়ে চলে নি, জোর করে সে রকম বিয়ে করে মা বাপের মনে দুঃখ দিলে ধর্ম্মে সয় না।

সুনী। তোমরা মত দিলেই পাত্তে। সাধ করে দুঃখ পাবে ত কে কি করবে?

হির। তোর যদি কখন মেয়ে হয়, আর সে যদি তোকে লুকিয়ে যাকে তাকে বিয়ে করে, তুই বুঝতে পারবি আমরা কেন মত দিইনি।

সুনী। যাকে তাকে বল্‌তে পারবে না। দিদি আমাদের চেয়ে উঁচু জাতকে বিয়ে করেচে।

হির। এ বিষয়ে উঁচু নীচুর তফাৎ নেই। সবই সমান।

সুনী। দিদি যদি একজন ধোপাকে বিয়ে কত্তো, তোমাদের এর চেয়ে বেশী রাগ হ'ত না?

হির। ও একই কথা। চার হাত জলে ডুবে মরাও যা বিশ হাত জলে ডোবাও তাই। ওঁর অত বড় উঁচু মাথা কত নীচু হয়ে গেল। দেখ্‌তে ত পাচ্চিস কি রকম শুকিয়ে যাচ্চেন।

সুনী। তোমার অসুখ ও কি ঐ জন্যে হয়েছে মা?

হির। আমার অসুখের দায় আমি সুরির উপর চাপাতে চাইনে। কিন্তু ওঁর অসুখের ভার ত তাকে বইতে হবে।

রাস। তোমার অসুখ ও ঐ জন্যেই হয়েচে মা। ওদের বিয়ের দিন

থেকেই ত তোমার বুক ধড়ফড়ানি আরম্ভ হয়েছে। এখনও বাবাকে বলে তাকে আনাও। তাকে যদি তোমরা প্রাণের সহিত ক্ষমা কত্তে পার, তোমাদের অসুখ সেরে যাবে। ভেতরে ভেতরে যে রাগ রয়েছে তাই তোমাদের পোড়াচ্চে।

হির। সন্তানের উপর মার রাগ কি বেশী দিন থাকে? এখন ত রাগে পুড়চিনে; তার জন্যে দুঃখে দগ্ধাচ্চি। ওঁর দশা দেখে ভেবে মচ্চি।

সুনী। আজ বাবা এলেই তাঁকে ধচ্চি, তা তিনি আমাকে মারুন আর কাটুন।

(হরিনাথের প্রবেশ)

হরি। কেমন আছ এ বেলা?

হিরণ। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি কাছারি থেকে চলে এলে, তুমি কেমন আছ?

হরি। আমার আবার কি হয়েচে? তোমার বুক্‌টো কি রকম?

হির। তেমনই আছে, বাড়েনি।

সুনীতি। বাবা দিদির জন্যে ভেবে ভেবে মার অসুখ হয়েচে। তুমি দিদিকে ক্ষমা করে তাকে বল সে দিন কতক মার কাছে এসে থাকুক। তা হলেই মার অসুখ সেরে যাবে।

হরি। তাই নাকি? তোমার ইচ্ছে হয় যতদিন ইচ্ছে সেখানে গিয়ে থাক্‌তে পার।

সুনী। তবু তুমি দিদিকে এখানে আস্‌তে দেবে না?

[হরিনাথের প্রস্থান।

হির। দেখ্‌লি। ওঁর এ বিয়েতে মর্ম্মান্তিক হয়েচে।

সুনী। তোমরা সেই তাই, ভাঙ্গবে কিন্তু মচ্‌কাবে না। আরে তুমি কোথা থেকে?

বীরেন্দ্রের প্রবেশ।

বীর। আপনার অসুখ হয়েছে নাকি? সে চেহারা আর নেই। সুনী মস্ত হইচিস্ যে। বউদি কেমন আছ?

রাস। ভাল আছি।

বীর। সুরুচি কোথা? (সকলের মুখ চাওয়া চায়ি ও নীরব থাকা)

বীর। সুরুচি মারা গেছে নাকি?

হির। না না। মারা কেন যাবে? বালাই।

বীর। কিছু একটা হয়েচে তার। আমাকে আর দগ্ধাবেন না। বলুন না কি হয়েচে?

হির। বল্ না সুনী।

সুনী। বল্ না বৌদি।

রাস। তুই বল্।

সুনী। দিদি এখন এ বাড়ীতে থাকে না।

বীর। কেন থাকে না? কোথা থাকে?

সুনী।—নং ভিক্টোরিয়া টেরেসে।

বীর। সেখানে কেন?

সুনী। কিরণ মুখুজ্যে ব্যরিষ্টারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে।

বীর। ওঃ। (দ্রুত প্রস্থান)

হিরণ। এই বার আর এক বিপদ উপস্থিত। ও যে রকম ক্ষেপা, সেখানে গিয়ে হয়ত বিষম গোল বাধাবে। আমি আর বস্তে পাচ্চিনে। আমাকে একটু ধর। আমি শুইগে।

[সুনীতি ও রাসরাণী দুই দিক হইতে ধরিয়া হিরণ্ময়ীকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কিরণচন্দ্রের লাইব্রেরি।

স্বরুচি।

স্বরুচি। আর ত পারিনে। এ রকম নির্জ্জন কারাবাসে থাক্‌লে আমি পাগল হয়ে যাব। একেই বলে রিফাইণ্ড্‌ ক্রুয়েল্টি। চোখ রাঙান নেই, বকা নেই ঝকা নেই। আমার যা কিছুর অভাব, বল্‌বার আগেই পাই। সাম্‌না সাম্‌নি হ'লে মিষ্টি করে কথা কওয়াও আছে। ভেতরে ভেতরে ভাল বাসাও আছে, কিন্তু আর ভালবাসা দেখান নেই। তা ওর দোষ কি? আমি ওর সঙ্গে যে রকম ব্যাভার কচ্চি, অন্য কেউ হ'লে মা'র ধর কত্ত। কি করবো? বীরের চিঠিখানা ঠিক যেন ব্লটিং পেপারের মত ওর প্রতি ভালবাসা টুকু চুষে নিলে। হাজার চেষ্টা কল্লেও ত আর আমি ওকে ভাল বাস্‌তে পারবো না। বীর লিখেছিল একটু সেরে উঠ্‌লেই সে দেশে ফিরবে। ফিরলেই বা আমার কি? (দীর্ঘ নিশ্বাস ও চিন্তা)

কিরণচন্দ্রের প্রবেশ।

কিরণ। তোমার মার বড় অসুখ। একবার তোমার তাঁকে দেখ্‌তে যাওয়া উচিত।

স্বরুচি। (নিরুত্তর)

কিরণ। তাঁরা আমাদের প্রতি অন্যায় ব্যাভার করেছেন বলে আমাদের সে রকম করা উচিত নয়।

স্বরুচি। তুমি যাও না। আমি কি তোমাকে বারণ কচ্চি?

কিরণ। তুমি যাবে না?

সুরুচি। না।

কিরণ। তোমার মা বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচবেন না। তাঁর মৃত্যুর আগে তুমি তাঁকে একবার দেখ্‌তে যাবে না?

সুরুচি। (নিরুত্তর)

কিরণ। তোমার বাবারও শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্চে। এই ক'মাসে তিনি ভারি রোগা হয়ে গেছেন। আগে বাররূমে সকলের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা কইতেন, এখন কারো সঙ্গে কথা কন্ না। শুনিচি এখন তাঁকে মকদ্দামা দিতে গেলে তিনি নেন না।

সুরুচি। আমি ত তাঁকে নিতে বারণ করিনি।

কিরণ। আমরাই তাঁর দুঃখের কারণ। আমরা চেষ্টা কল্লে তাঁর দুঃখ দূর হ'তে পারে।

সুরুচি। তুমিই তাঁর দুঃখের কারণ। তুমিই আমাকে ও রকম করে বাড়ী থেকে চলে আস্‌তে বলেছিলে। তুমি চেষ্টা করে তাঁর দুঃখ নিবারণ করগে।

কিরণ। আমি স্বীকার কচ্চি আমিই তাঁর দুঃখের কারণ। তুমি ছেলে মানুষ। ভাল মন্দ বুঝবার শক্তি এখনও তোমার হয়নি।

সুরুচি। আমাদের এ বিবাহ ভঙ্গ হয় না?

কিরণ। তুমি এই বলে দরখাস্ত দিলেই হয় যে আমি তোমাকে মার ধর করি।

সুরুচি। মার ধর আরম্ভ কর তা হ'লে।

কিরণ। তুমি যদি ও রকম দরখাস্ত দেও, আমি প্রতিবাদ না কল্লেই বিবাহ ভঙ্গ হবে।

সুরুচি। তুমি মেনে নেবে?

কিরণ। আমি আদালতে হাজির হব না ; তা হ'লেই মেনে নেয়া হবে।

সুরুচি। তুমিও তা হ'লে বিবাহ ভঙ্গ করাতে চাও ?

কিরণ। সে কথা পরে হবে, এখন চল তোমার মাকে দেখে আসবে।

সুরুচি। বলিচি ত আমি যাব না, বার বার সে কথা কেন ?

কিরণ। দেখ, আপনার লোকের উপরই অভিমান হয়। যে যাকে যত ভাল বাসে সে তার উপর তত রাগও করে।

সুরুচি। আমি তাঁদের যেমন ভাল বাসতাম, এখন তেমনি রাগ করিছি।

কিরণ। মা ম'চ্চেন দেখে কি আর তাঁর উপর ভালবাসার রাগ থাকে ?

সুরুচি। বেশী ভালবাসা হ'লে থাকে। তোমার মতন মৌখিক ভালবাসা হ'লে থাকে না।

[কিরণচন্দ্রের প্রস্থান।

সুরুচি। আমি ত তখনই বলেছিলাম, তাঁরা আমার মুখ দেখবেন না, না আমি তাঁদের মুখ দেখ্‌বো না। কা'র কথা সত্যি হ'ল ? ওই বা কোন্ লজ্জায় আমাকে বোঝাতে এসেছিল ?

(বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরুচি। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) বীর যে, তুমি কবে এলে ?

বীর। তুমি নাকি কিরণ মুখুজ্যেকে বিয়ে করেছ ?

সুরুচি। (অধোবদনে নিরুত্তর)

বীর। বল না চুপ্‌ করে রইলে কেন ?

স্রুচি। তোমার অনেক দিন চিঠি এল না, আমি মনে ক'ল্লাম তুমি ভুলে গেছ।

বীর। তুমি নিজে ভুলেছিলে কিনা, তাই ভাব্‌লে আমি ও ভুলিচি। (চারিদিকে দেখিয়া) কিংবা টাকার লোভ সাম্‌লাতে পারনি।

স্রুচি। ছি বীর ও কথা বলো না?

বীর। তুমি আমাকে ভোল নি? বল সত্যি করে।

স্রুচি। না ভুলিনি।

বীর। তবে এস, এখনই আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাই।

স্রুচি। তাও কি হয়?

বীর। যাবে না?

স্রুচি। না।

বীর। হৃদয় হীন, পিশাচী।

স্রুচি। (বীরেনের হাত ধরিয়া) তুমি যদি আমার হৃদয় দেখ্‌তে পেতে ও কথা বল্‌তে না।

বীর। (হাত ছাড়াইয়া) আমাকে ছুঁস্‌নে পাপীয়সী।

[স্রুচির বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত ও প্রস্থান।

স্রুচি। ওর ঘুষিও কিরণের আদরের চেয়ে মিষ্টি। এরই ত নাম ভালবাসা। (বক্ষস্থল দেখিয়া) সুন্দর দাগটি হয়েছে।

[স্বীয় বক্ষ চুম্বন ও প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

হরিনাথ দাসের বাটী।

হিরণ্ময়ী নিদ্রিতা।

হরিনাথের প্রবেশ ও হিরণ্ময়ীকে নিদ্রিতা দেখিয়া ষ্টেজের সম্মুখে আগমন।

হরি। জীবনে ঘৃণা ধরে গেছে। জীবন কেবল ফুটো ঘড়ায় জল ভরা; সবই ফাঁকি, সবই ছেলে খেলা। দিন কতক এই ছেলে খেলা খেল্‌তে খেল্‌তে শমনের সমন আসে—চল বাবা সেই দেশে যার কোনও খোঁজ খবর নেই। ঐ খানেই ত মুস্কিল; যদি জানা যেত মরণটা ঠিক কি জিনিস কে মত্তে ভয় কত্ত? মরণের চেয়ে মরণের ভয় ভয়ঙ্কর। জন্মে অবধি হাজার বার ঐ ভয়েই মরেছি। (চিন্তা)

একে একে সব আশা থেকে নিরাশ হইচি। ছেলেটা বাঁদর হ'ল। মেয়েটা বেরিয়ে গেল। যিনি জীবনের সঙ্গিনী, তিনিও ছেড়ে যাচ্চেন। চক্ষুর দৃষ্টি অনেক দিন কমেচে, কাণে একটু কম শুন্‌তে আরম্ভ করিচি; দাঁত থাকায় দুঃখ বই সুখ নেই। হজম শক্তি গেছে, নিদ্রাও যেতে চ'ল্লো, তবু এই জীর্ণ অকর্ম্মন্য দেহটাকে ছেড়ে যেতে মায়া হয়। এই কি জগতের দ্বিতীয় মিরেক্ল্‌ নয়?

হিরণ্ময়ী। (নিদ্রা ভঙ্গে) অমন করে কি ভাবচ?

হরি। ভাববার কি আমার কিছু নেই?

হিরণ। তুমিই যদি অত কাতর হবে, আমরা কি করবো?

হরি। যা করবার তাই কচ্চো। প্রাণ দিতে বসেচো।

হিরণ। তোমাদের রেখে যদি আমি ম'ত্তে পারি, সে ত আমার পরম ভাগ্য।

হরি। আমাদের রেখে তুমি কই মত্তে পাল্লে?

হিরণ। সুরুচির কথা বল্‌চো; আমাদের অমতে সে বিয়ে করেচে, সে কথাটা ভুলে গেলেই সব ল্যাটা চুকে যায়।

হরি। ও কি বিয়ে? সুনী এইবার বাড়ীর একটা চাকরের সঙ্গে বেরিয়ে যাক্ তা হ'লেই সব লেঠা চুকে যায়।

হিরণ। আইন অনুসারে যখন ও বিয়ে সিদ্ধ, তুমি 'না' বল্‌বার কে?

হরি। এ সব আইন ওদের দেশে খাটে। যে দেশে বাপ মার মত না নিয়ে ছেলেরা বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত নিজের ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, নিজের স্ত্রীকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারে না, সে দেশে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দেয়া কি উচিত?

হিরণ। ছেলেদের অত অধীন করে রাখাই কি উচিত?

হরি। আমাদের দেশে ত যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। রোমে বাপের এত ক্ষমতা ছিল, যে ছেলে মেয়েকে বধ কত্তে পাত্ত। বাপ ইচ্ছে করে ছেলেকে স্বাধীন না করে দিলে সে ঠিক ক্রীতদাসের মতন সকল বিষয়েই বাপের অধীন থাক্‌তো। সে যা উপার্জ্জন কত্তো সে বাপের হ'তো, তার স্ত্রী কিংবা ছেলে মেয়ের উপর তার কোনও প্রভুত্ব ছিল না, তারাও কর্ত্তার অধীন থাক্‌তো। রোমে মেয়েরা কখনও স্বাধীন হ'তো না। যত দিন এই সব বাঁধাবাঁধি ছিল রোম পৃথিবীর মধ্যে প্রধান সাম্রাজ্য ছিল, রোম্যানরা প্রধান রেস ছিল। যেমন এই সব নিয়ম উঠে গেল রোম উচ্ছন্ন গেল। এই সব নিয়মের জোরে আমরা এতদিন এক রকম টিকে ছিলাম। এই বার আমাদের নাম নিশান পর্য্যন্ত লোপ হয়ে যাবে।

হিরণ। যা'ক লোপ হয়ে। দেশে কি আর লোক নেই, যে তুমিই

একলা ঐ সব ভেবে ভেবে প্রাণ দেবে? সুরুচিকে তুমি একদিন ডেকে আন, তাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হচ্চে।

হরি। তোমার দেখতে ইচ্ছে হয়েচে আমি বারণ করবো না। কিন্তু যে মেয়ে তোমাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তুমি ডাকলে যে সে আসবে আমার তা বিশ্বাস হয় না।

হিরণ্ময়ী। আমি ডাকলে যদি সে না আসে, তুমিই তাকে ডেকে পাঠাও।

হরি। আমার তাতে মাথা কাটা যাবে।

হিরণ। এমনিই তোমার মাথা কোন্ আস্ত আছে? সুরুচি তোমার কাছে এসে ক্ষমা চাইলে তুমি একটু সুস্থ হবে।

হরি। সুরুচি ত আমার কাছে ক্ষমা চাইবে না, এখন আমাকেই তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যখন তোমার ইচ্ছে তাতেও আমার আপত্তি নেই।

সুনীতির প্রবেশ।

সুনী। বাবা! কিরণ মাকে দেখতে এসেছে। কি বলবো?

হরিনাথ। (অধোবদনে নিরুত্তর)

হিরণ। আহা এসেছে, তাকে ডেকে পাঠাও।

হরিনাথ। ডাক্ তবে।

[সুনীতির প্রস্থান।

হিরণ। দেখলে, তুমি বলছিলে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

হরি। কিরণ ত তার মা বাপকে অগ্রাহ্য করেনি। ওর উপর ত আমার রাগ নেই। কিরণই এসেছে তোমাকে দেখতে, সে ত আসেনি।

হিরণ। সেই কিরণকে পাঠিয়েছে। তোমার অনুমতি চাইবার জন্যে।

হরি। মা মর মর হয়েচে, তাকে দেখ্‌তে আসবার জন্যে কি অনুমতি চাইতে হয় ?

হিরণ। তোমার বারণ না শুনে এলে পাছে তুমি অপমান কর সেই ভয়ে আসেনি।

হরি। কিরণ ত অপমানের ভয় করেনি, অথচ ও আমার কে ?

হিরণ। জামাই কি কেউ নয় ?

হরি। জামাই কোথাকার ? মেয়ের উপপতি।

হিরণ। ছি, ও কথা মুখে আন্‌তে নেই।

হরি। মুখে আন্‌বো না, মন কিন্তু ও ছাড়া আর কিছু বলে না।

কিরণের প্রবেশ।

কিরণ। (হিরণ্ময়ীর নিকট গিয়া) মা আমিই আপনার সকল কষ্টের মূল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (হরিনাথকে) আমি নিজের ভুল বেশ বুঝতে পেরেছি আপনি ও পারেন ত আমাকে ক্ষমা করবেন।

হিরণ। বসো কিরণ বসো। সুরুচিকে আননি কেন বাবা ?

কিরণ। (অধোবদনে নিরুত্তর)

হিরণ। পাছে তাকে আমরা বকি, এই জন্যে আন নি ?

কিরণ। (নিরুত্তর)

হরিনাথ। তুমি তাকে আস্‌তে বলেছিলে, সে আসে নি। কেমন ?

কিরণ। (নিরুত্তর)

হরি। দেখলে ?

হিরণ। তুমি অত রোগা হয়ে গেছ কেন বাবা ?

কিরণ। (নিরুত্তর)

হরি। তোমার গুণের মেয়ে ওকে নিজের গুণ দেখাচ্চে। কেন

রোগা হয়ে গিয়েছে ওর মুখ দেখে বুঝতে পাচ্চ না? এখনই হয়েছে কি?

কিরণ। আপনি আপনার অভিশাপ ফিরিয়ে নিন্, নইলে সত্যি বল্‌চি, কি হবে তার ঠিক নেই।

হরি। সে যদি আজ আস্‌ত, আমি অভিশাপ ফিরিয়ে নিতাম। কিন্তু আমি ফিরিয়ে নিলেই বা কি হবে, তার প্রতি যে বিধাতার অভিশাপ পড়েচে। কিরণ তুমি সাবধান হও, সে রাক্ষসী তোমাকে খাবে।

হিরণ। চুপ কর ও সব কথা বলো না। কিরণ তোমার সঙ্গে কি তার ঝগড়া হয়েছে?

কিরণ। কি বল্‌বো মা? আমার ত কোনও বিষয়ে ত্রুটি হয় নি। কিন্তু একদিন হঠাৎ কি হ'ল, সেই দিন থেকে সে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

হিরণ। তুমি তাকে দিন কতকের জন্যে আমার কাছে রেখে যাও।

কিরণ। সে এলে ত রেখে যাব। আজ তাকে আন্‌বার জন্যে অনেক পেড়াপিড়ি করেছিলাম, কিছুতে এল না। সে যেন আর রক্ত মাংসের জীব নেই, পাথর হয়ে গেছে।

হিরণ। আমার বড় হাঁফ ধচ্চে।

কিরণ। অনেকক্ষণ কথা কয়ে ও রকম হয়েছে, আমি এখন আসি।

হিরণ। সে না আসে, তুমি এক এক বার আমাকে দেখে যেয়ো।

কিরণ। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

হিরণ। তুমি কোথা যাচ্চ?

হরি। ডাক্তারকে ডাক্‌তে।

হিরণ। কি হবে ডাক্তার ডেকে? আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই। জামাই কিন্তু আমার বেশ হয়েছিল।

হরি। আবার জামাই ?

হিরণ। বামুণের ছেলে ও, মুচী ত নয়।

হরি। সুনী যদি ঐ রকম বেরিয়ে গিয়ে টীপুসুলতানের নাতীকে বিয়ে করে, তিনি তোমার জামাই হবেন ?

হিরণ। (নীরবে রোদন)

হরি। কেঁদ না। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি।

হিরণ। সুরির সঙ্গে সঙ্গে ঘুম গেছে, প্রাণটা যেতে এত দেরী হচ্চে কেন ?

হরি। ও কথা বলো না। তুমি গেলে আমার কি থাক্‌বে ?

হিরণ। আমার পেটের মেয়ে, এত কাছে থেকে আমার মরবার সময় একবার দেখতে এল না ?

হরি। অমন গুণের মেয়ে নইলে বেরিয়েই যাবে কেন ?

হিরণ। তুমি কি তাকে অভিশাপ দিয়েছ ?

হরি। চব্বিশ ঘণ্টাই দিচ্চি।

হিরণ। না না, তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ কর, তার আপদ বালাই দূর হ'ক।

হরি। আশীর্ব্বাদ কি শুধু মুখে বল্লেই হয়। তুমি ঘুমোও, আমি ডাক্তারকে ফোন্ করেই আসছি। [প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রনাথের বাটী।

কিরণ ও শশিপ্রভা।

শশি। বিয়ের পরে শাশুড়ীর সঙ্গে এই ত তোমার প্রথম দেখা হল ?

কিরণ। হাঁ।

শশি। প্রণাম করেছিলে ?

কিরণ। দূর।

শশি। কেন, শাশুড়ীত গুরুজন। মার সমান।

কিরণ। যা বকিস্ নে।

শশি। এর বেলা বকা হ'ল। যেখানে সম্বন্ধে গুরুজন হ'য়েও সত্যি গুরুজন হয় না, যেখানে সম্বন্ধ হ'য়েও সম্পর্ক হয় না, সেখানে কি বিয়ে হয়? প্রণাম ক'ত্তে গেলে শাশুড়ী প্রণাম নেবে কোন্ মুখে ? তার মাথার উপর কটা মাথা, নিক্‌দিকি বামুণের প্রণাম !

কিরণ। তুই ত অমন জ্যেঠা ছিলিনে শশি।

শশি। জ্যেঠামি কর্‌বার জন্যে বলিনি, মনের দুঃখে বলিচি। আমার অমন দাদা, যার বুদ্ধি, যার বিদ্যা, দেশ বিখ্যাত ; সে কি না একটা শূদ্দরের মেয়ের জন্যে জাত, মান, কুল—সর্ব্বস্ব খোয়ালে। এই বার বুঝি প্রাণ পর্য্যন্ত খোয়ায়। একবার আয়নাতে মুখ খানা দেখ দেখি, কি চেহারা হয়েচে। (রোদন)

কিরণ। কাঁদিস নে শশি। লক্ষি দিদি আমার প কর্। চুআমি

(কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। এত করে ব'ল্লাম তোমার মাকে দেখ্‌তে যেতে, তুমি গেলে না।

সুরুচি। খুব করিচি যাই নি।

কিরণ। তোমার মা মারা গেছেন, তাঁকে দাহ করে আসচি।

সুরুচি। ওঃ।

কিরণ। খুব করেছ যাওনি, কেমন ?

সুরুচি। (মুখ ফিরাইয়া লওয়া)

কিরণ। (স্বগত) কিছু অনুতাপ বা দুঃখ হয়েছে বলেও ত বোধ হচ্চে না। (প্রকাশ্যে) কাল্‌ থেকে হাইকোর্টের পনের দিন ছুটী। আমি দার্জ্জীলিং যাচ্চি, তুমি যাবে ?

সুরুচি। না।

কিরণ। এখানে একলা থাকতে পারবে ?

সুরুচি। একলাই ত আছি।

কিরণ। সে কি আমার দোষ ?

সুরুচি। তোমার দোষের কথা কি আমি বলিচি ?

কিরণ। তোমার বাবার ও শরীর খুব খারাপ। যদি দার্জ্জীলিং না যাও, তাঁর কাছে গিয়ে থাক্‌লেই ভাল হয়।

সুরুচি। কিসে ভাল, কিসে মন্দ হয়, বুঝবার ক্ষমতা আমার আছে।

কিরণ। এই পনর দিনের খুচ্‌রো খরচের জন্যে ঐ দেরাজের মধ্যে পনের শো টাকা রেখে চ'ল্লাম। ওর চেয়ে বেশী দরকার হয় ত বল।

সুরুচি। বেশী দরকার হবে না।

কিরণ। তবে আমি আসি। মেল ছাড়তে আর মোট আধ ঘণ্টা আছে। [প্রস্থান

সুরুচি। তাই ত! মা মরে গেল। ও দেখা করে এল, আমি গেলাম না। মা ম'লে অশৌচ হয় না? আমার দ্বারা সে সব হবে টবে না। নিরিমিষ আমি কোনও কালে খেতে পারিনে। খালি পায়ে হাঁটতেও পারিনে। মনের কষ্ট কি যথেষ্ট নয়, আবার অনর্থক শরীরকে কষ্ট দেয়া কেন? হুঁ! আমার খুব দ্রুত উন্নতি হচ্চে ত। মা মরে গেল, দেখা কত্তে একবার গেলাম না। বাবা পীড়িত। স্বামী আমার জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালালেন। আমি বীরের পথ চেয়ে আছি, অথচ সে আমার দিকে ফিরেও চায় না। সে ফিরে চাইলেই বা আমি কি কত্তে পারি? আমি এখনও ততদূর নীচে নামি নি। (চিন্তা)

(বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

বীরেন। (এক হাত সুরুচির পিঠে রাখিয়া অপর হস্তে তার চিবুক উন্নত করিয়া) কি ভাবচো সুরু।

সুরু। তোমার সে কথায় দরকার কি? ছুঁয়ো না আমাকে ছেড়ে দেও।

বীরেন। আমাকে ক্ষমা কর সুরু; সেদিন আমি পাগল হয়ে গিছ্‌লাম।

সুরু। কবেই বা তুমি ভাল ছিলে?

বীর। ঠিক বলেছ সুরু। আমি চিরকালই তোমার জন্যে পাগল।

সুরু। আমার জন্যে পাগল! তবে আমার গলা টিপে মেরে ফেল।

বীর। সেদিন তোমাকে মেরে আমার কত দুঃখ হ'য়েছিল যদি জান্‌তে, ও কথা বল্‌তে না।

সুরু। দুঃখে দেশে গিয়ে খাচ্ছিলে, বেড়াচ্ছিলে, ঘুমুচ্ছিলে, এই ত?

বীর। দেশে গিয়ে মন টেকেনি। আমি বর্ম্মায় গিছ্‌লাম।

সুরু। একটা বর্ম্মানি বিয়ে করে আন্‌লে নাকি ?

বীর। বিয়ে তোমাকেই করবো।

সুরু। আমার যে হয়ে গেছে। আমাকে কি করে বিয়ে করবে ?

বীর। মন্তর না পড়্‌লে কি বিয়ে হয় না ?

সুরু। হবে না কেন ? আমার বিয়েতে ত মন্তর পড়া হয়নি।

বীর। সে কি রকম ?

সুরু। ও যে বামুন। আমাদের সিভিল ম্যারেজ হয়েছে।

বীর। ওঃ সে ত বিয়েই নয়। মনকে প্রবোধ দেয়া মাত্র। ওর চেয়ে ভাল করে আমাদের বিয়ে হবে। আমরা ঈশ্বর সাক্ষী করে পরস্পরকে বিয়ে করবো। এস সুরু আমরা বিয়ে করি। (আলিঙ্গনের চেষ্টা)

সুরু। (সরিয়া গিয়া) খুব বিয়ে হয়েছে। তুমি আমার কাছে এস না।

বীর। তুমি আমাকে ভালবাস না ?

সুরু। না।

বীর। আমাকে রাগিয়ো না সুরুচি।

সুরু। আবার মারবে নাকি ?

বীর। তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলবো।

সুরু। পিস্তল নিয়ে এসেছ নাকি ?

বীর। (পিস্তল বাহির করিয়া) এই দেখ।

সুরু। (বীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া) সেই ভাল। মার ! আমার সকল জ্বালা নিবৃত্তি হবে।

বীর। (পিস্তল পকেটে রাখিয়া) তোমার আবার কিসের জ্বালা ?

সুরু। তুমি তার কি বুঝ্‌বে ?

বীর। বুঝিয়ে দেও না।

সুরু। তুমি আমাকে ভুলে গেছ মনে করে, আমি ত বেশ ছিলাম। কেন আবার আমাকে অমন করে চিঠি লিখেছিলে ?

বীর ! আমার চিঠি পেয়ে আর তুমি নিশ্চিন্ত নেই তা হ'লে ?

সুরু। আমি যে হৃদয়হীন পিশাচী। মানুষ হ'লে নিশ্চিন্ত থাক্‌তাম।

বীর। এখন বুঝতে পেরেছ কিরণকে বিয়ে করা তোমার কত অন্যায় হয়েছে ?

সুরু। এখন তুমি যাও।

বীর। কিরণের আসবার সময় হয়েছে বুঝি ?

সুরু। সে এখনই দার্জ্জীলিং গেল। পনের দিন পরে আসবে।

বীর। তোমাকে ফেলে দার্জ্জীলিং গেল। খুব ত বিয়ে হয়েছে তোমাদের।

সুরু। তোমার চিঠি এসে অবধি এই রকম হয়েছে।

বীর। তুমি বুঝি আর তাকে ঘেঁষতে দেও না ?

সুরু। মোটেই না।

বীর। তা হ'লে তোমাদের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে।

সুরু। এই যে বল্লে ও বিয়ে বিয়েই নয়।

বীর। মনকে চোখ ঠারা বিয়ে।

সুরু। আইন অনুসারে ত ভাঙ্গে নি।

বীর। সে বোধ হয় চায় আইন অনুসারেও ভাঙ্গে। এস না আমরা তাকে সাহায্য করি।

সুরু। ছি ছি ছি যাও তুমি এখান থেকে।

বীর। তুমি আমার কথা বুঝ্‌তে পেরেছ ?

সুরু। তা পারিনি ? আমি ডিভোর্স এক্ট পড়িচি।

বীর। তবে ত তুমি প্রস্তুত হয়েই আছ।

সুরু। তুমিও কি জেলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছ ?

বীর। আ ছিঃ! কিরণ ব্যারিষ্টর মানুষ। ও কি বাড়ীর ময়লা বাজারে ধুতে যাবে ?

সুরু। ডিভোর্স কোর্টে যেতে পারে, কজ্‌হুরি কোর্টে যেতে পারে না ?

বীর। আমি তোমার জন্যে জেলে যেতে প্রস্তুত আছি।

সুরু। তারপর আমার কি দশা হবে ?

বীর। আমি ত ভিখারী নই। তুমি যেখানে ইচ্ছে গিয়ে থাকৃতে পার।

সুরু। আমার নাম নিয়ে দেশে দেশে লোকে ছি ছি করুক।

বীর। বেশ ত। এখন তোমাকে কেউ জানে না। তখন সকলে জান্‌বে। হিন্দীতে বলে ঃ—বদ্‌নাম হুয়া ত ক্যা নাম নহী হুয়া।

সুরু। তোমার অমন নাম করবার সখ থাকে অন্য কাউকে নিয়ে করগে।

বীর। চল না আমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যাই। ভারতবর্ষ এখনকার পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ওঁছা জায়গা। অন্যত্র আমরা স্বর্গ ভোগে থাকবো।

সুরু। স্বর্গে কায নেই আমার নরকই ভাল।

বীর। সুরু আমাকে ক্ষেপিয়ো না; আমার মাথার ঠিক নেই।

সুরু। সত্যি করে বল, তুমি বিলেতে এতদিন ছিলে, কোনও মেমের প্রেমে পড়নি ?

বীর। এই তোমাকে ছুঁয়ে বল্‌চি, না।

(সুরুচিকে আলিঙ্গন)

যবনিকা।

পঞ্চম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিনাথ দাসের বাটী। কৃষ্ণনাথ ও রাসরাণী।

রাস। বাবাকে আর কাছারি যেতে দেওয়া উচিত নয়।

কৃষ্ণ। তাইত, মার মৃত্যুতে উনি যে অত কাতর হবেন, কে জান্‌তো?

রাস। আসল কষ্ট ওঁর সুরুচির বিয়ে থেকে হয়েচে।

কৃষ্ণ। তাতে ত কষ্ট হ'বার কথা নয়। কিরণ এখন এ দেশের একজন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। ওর চেয়ে সৎপাত্র পেতেন কোথায়?

রাস। বাবা ত ওকে বিয়ে বলেন না। তিনি বলেন সুরুচি বেরিয়ে গেছে।

কৃষ্ণ। এ তাঁর ভারি অন্যায়। যখন আইন অনুসারে বিয়ে সিদ্ধ, তাকে অসিদ্ধ করবার কারও অধিকার নেই।

রাস। সরকার যদি বলেন চোরাই মাল সব চোরের হবে, তা হ'লে কি সেই আইন মান্‌তে হবে?

কৃষ্ণ। নিশ্চয় মান্‌তে হবে। ইংলণ্ডে উইলিয়ম প্রথমের সময় ক্রমওয়েলের সময়, ফ্রান্সের বিপ্লবের সময়, রশিয়ায় সম্প্রতি ত তাই হয়েছিল।

রাস। পেটেল না কে, ঐ রকম আর একটা বিল্ পেশ করেছে না?

কৃষ্ণ। হাঁ। খুব সম্ভবতঃ বিল পাস হবে।

রাস। তুমি এইবার লেজিস্‌লেটিভ্ কৌন্সিলের মেম্বর হ'বার চেষ্টা কর।

কৃষ্ণ। তারপর ?

রাস। একদিন ঘুম ভেঙ্গে দেখবে দেশময় তোমার নাম রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

কৃষ্ণ। তারপর ?

রাস। হু হু করে তোমার পসার বেড়ে যাবে।

কৃষ্ণ। যাঁরা এ চেষ্টা কচ্চেন দেশের মঙ্গলের জন্যেই কচ্চেন।

রাস। মঙ্গল খুব। এক একটি অসবর্ণ বিবাহে হিন্দু সমাজের কফিনে এক একটি পেরেক পোঁতা হবে।

কৃষ্ণ। পুরণো হিন্দু সমাজকে কফিনে পোরবার সময় হয়েছে।

রাস। হিন্দু সমাজ কি তোমার এতই চক্ষুশূল ?

কৃষ্ণ। সাধে চক্ষুশূল ! বামুণরা আমাদের চেয়ে কিসে বড়, যে আমরা তাদের বড় বলে মানবো ?

রাস। বামুণরা বড় হয়ে তোমাদের কি কেড়ে নিয়েছে ? তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের বিয়ে আর শ্রাদ্ধের সময় বই ত নয়। আমরা তাদের কিই বা দিই ? চাড্ডি চা'ল, গোটা কতক কলা, খান কতক গাম্‌চা আর গোটাকতক পয়সা।

কৃষ্ণ। তাদের গোমর যে ভারি।

রাস। আমি ত কোনও গোমর দেখিনি। আমাদের বাড়ী বামুণ রাঁধে, সে ত চাকর, কখনও মুখ তুলে কথা কয় না। পুরুত ঠাকুর চা'ল কলা পেয়েই সন্তুষ্ট। গুরু ঠাকুরকে ত আজকাল কেউ প্রণামও করে না। তাতেও তাঁকে রাগ ক'র্ত্তে দেখিনি।

কৃষ্ণ। আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম আমরা নিজে করি না, ওরা কেন করে?

রাস। বামুণরাও ত তাদের ক্রিয়াকর্ম্ম নিজে করে না, পুরুত দিয়েই করায়। এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে পুরুত নেই?

কৃষ্ণ। বদ্যি, কায়েৎ, এরা আমাদের চেয়ে বড় কিসে?

রাস। ওদের বড় বলে আমরা মানি কই? বামুণ ছাড়া এ দেশে ত সবই সমান।

কৃষ্ণ। আমাদের সঙ্গে কি ওরা এক পংক্তিতে খেতে বসে?

রাস। আমরা বস্'তে দিলে ত বস্বে।

কৃষ্ণ। চাঁড়াল, দুলে, হাড়ি, ডোম ওদের ত দুর্গতির একশেষ।

রাস। কি দুর্গতি? ওদের কি বামুণরা এক পুকুরে নাইতে দেয় না? এক রাস্তায় হাঁট্‌তে দেয় না? এক চালায় বস্‌তে দেয় না?

কৃষ্ণ। এক আসনে ত বস্‌তে দেয় না?

রাস। আমাদের দেশে তাও দেয়।

কৃষ্ণ। ওদের হাতের জল ত খায় না?

রাস। তাতে ওদের কি বয়ে গেল?

কৃষ্ণ। আমরা কি ওদের দূর ছাই করিনে?

রাস। মোটেই না। আমাদের বাড়ীতে এক দুলে বেয়ারা গঙ্গাজল তোলে। আমরা বরাবর তাকে যদুদাদা বলে ডেকে এসেছি।

কৃষ্ণ। সব সমানই যদি, অসবর্ণ বিবাহে তোমার মত নেই কেন?

রাস। তোমার আছে?

কৃষ্ণ। খুব আছে।

রাস। সুরুচি যেন একজন বামুণকে বিয়ে করেছে, সুনী যদি একটা মেথরকে বিয়ে করে তুমি খুশী হবে?

কৃষ্ণ। আঃ সে মেথর বিয়ে কত্তে যাবে কেন?

রাস। মনে কর সেও একজন ব্যারিষ্টর।

কৃষ্ণ। আমি তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারিনে। বাবার ক'টা মকদ্দমা ঠিক করে রাখতে হবে। (প্রস্থানোদ্যত)

রাস। দাঁড়াও দাঁড়াও। কিরণ নাকি সুরুচিকে ফেলে দার্জীলিং গেছে ?

কৃষ্ণ। কিরণ ত ছুটী হ'লেই দার্জীলিং যায়।

রাস। শীতকালেও ?

কৃষ্ণ। শীতকালেই ত মজা।

রাস। সুরুচি বুঝি শীতের ভয়ে যায়নি ?

কৃষ্ণ। তা কেন ? ওদের ঝগড়া হয়েছে।

রাস। এই ত অসবর্ণ বিবাহের ফল ?

কৃষ্ণ। এ ত অসবর্ণ বিবাহের দোষ নয়, যাদের বিবাহ হয়েছে তাদের দোষ।

রাস। সুরুচি সেখানে একলা থাকবে সেটা কি ভাল ?

কৃষ্ণ। কি করবো ? বাবা যে ওর নাম শুন্‌লে জ্বলে যান।

রাস। ঐ বিয়ের জন্যেই ত বাবা ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্চেন।

কৃষ্ণ। সে যারা ভাবে তাদের দোষ, বিয়ের দোষ নয়।

রাস। কোনও সায়েবের মেয়ে যদি ঐ রকম করে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে কাউকে বিয়ে করে, তার বাপের কি কষ্ট হয় না ?

কৃষ্ণ। আঃ সেই অবধি বল্‌চি আমার কায আছে। [প্রস্থান।

রাস। সুরুচি মাকে দেখতে এল না। সুনী এত চিঠি লিখলে জবাব দিলে না। তাইত আজ লুকিয়ে সুনীকে তার কাছে পাঠিয়েছি।

(সুনীতির প্রবেশ)

রাস। সুরুচি কি কচ্চে ? মেলা কান্‌চে কাট্‌চে না ত ?

সুনীতি। (নিরুত্তর)

রাস। চুপ করে রইলি যে ?

সুনীতি। সে মরে গেছে।

রাস। কি বক্‌চিস ?

সুনীতি। তুই যেন কখন মেয়ে বিউসনে ; এ বাড়ীর কোনও মেয়ের বিয়ে হবে না। [প্রস্থান।

রাস। কি হ'য়েছে বলই না। [পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রনাথের বাটী। উপেন্দ্র ও শশিপ্রভা।

শশি। দাদা সত্যি সত্যি দার্জ্জীলিং চলে গেল।

উপেন্দ্র। তোমার বিশ্বাস হয় নি ওর কথা ?

শশি। আমি মনে করেছিলাম সুরুচির উপর অভিমান করে ও কথা বলেছে।

উপেন্দ্র। অভিমানের সীমা পার হয়ে গেছে ওরা, একরকম ছাড়াছাড়িই বল্‌তে হয়।

শশি। তুমি যে একজন অসবর্ণ বিবাহের উকীল, এইবার ওকালতী কর।

উপেন্দ্র। এ ত সবর্ণ বিবাহ।

শশি। হরিনাথ দাসকে বামুণ করে নিলে নাকি ?

উপেন্দ্র। হরিদ্রুমত মুনি যদি সত্যকামকে বামুণ করে নিতে পেরে থাকেন আমি হরিনাথ দাসকে পারি নে ?

শশি। তুমিও একজন মুনি না কি ?

উপেন্দ্র। কম কিসে ?

শশি। সত্যকাম ব্রাহ্মণীর ছেলে ছিল। জবালা যে সব অতিথির সেবা করেছিল সব ব্রাহ্মণ ছিল। জবালা কেবল ছেলের গোত্র জানতো না সে যে ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল তা জান্‌তো।

উপেন্দ্র। অত খবর তুমি পেলে কোথা ?

শশি। এ ত মেটিরিয়া মেডিকা নয় যে তোমার একচেটে হবে।

উপেন্দ্র। বিশ্বামিত্র ত বামুণ হয়েছিলেন ?

শশি। তখন সৃষ্টির প্রথম যুগ, জাতিভেদ আরম্ভই হয় নি। ভৃগু ব্রহ্মার পুত্র। তিনি একজন প্রজাপতি, সৃষ্টি কর্ত্তা। তাঁর চরুর গুণে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। তবু ব্রাহ্মণত্ব পেতে তাঁকে কত তপস্যা কত্তে হয়েছিল জান ত ?

উপেন্দ্র। জাতিভেদ ত কর্ম্ম অনুসারে। হরিনাথ দাসও ব্যারিষ্টর কিরণও ব্যারিষ্টর। দুজনের জাত এক।

শশি। জাতিভেদ কর্ম্ম অনুসারে নয়। কর্ম্ম জাতি অনুসারে। বিশ্বামিত্র যতদিন রাজা ছিলেন তাঁকে কেউ ব্রাহ্মণ বলে নি। জনকরাজাও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পরশুরামও ক্ষত্রিয় ছিলেন না। শম্বুক শূদ্র হয়ে তপস্যা করেছিল বলে ধর্ম্মাবতার রামচন্দ্র তাকে বধ করেছিলেন। দ্রোণাচার্য্য চিরকাল যুদ্ধ করেও ক্ষত্রিয় হয়ে যান নি। কর্ণ অত বড় বীর হয়েও, রাজা হয়েও, সুত পুত্রই ছিলেন। বিদুর অমন ধার্ম্মিক হয়েও, ব্যাসের ছেলে হয়েও, ব্রাহ্মণ হন নি।

উপেন্দ্র। সে কালের জাত এখন আর চলে না। দেখই না কেন, উকীলদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে উকিলদের সঙ্গে হয়; ডেপুটীদের ডেপুটী-দের সঙ্গেই হয়। ব্যারিষ্টরদের ব্যারিষ্টরদের সঙ্গেই হয়। সে কালে

চার বর্ণ থেকে যদি অত জাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে এ কালে কেন হবে না ?

শশি। তা যদি হয়, সাহেব ব্যারিষ্টররা দাদার একজাত ; সাহেব ডাক্তাররা তোমার এক জাত। যাও না কোন সাহেব ডাক্তারের মেয়ে বিয়ে কত্তে, জুতোর ঠোকরে তোমার পিলে ফাটিয়ে দেবে।

উপেন্দ্র। তর্ক কত্তে না পাল্লেই ঠাট্টা আরম্ভ হয়।

শশি। আচ্ছা ঠাট্টা করবো না। স্পার্টার হেলট্‌রাও ত যুদ্ধ কত্তো, তারা ত প্রভুদের সমকক্ষ হ'তে পারেনি। রোমের প্লীবিয়ান্‌রাও যুদ্ধ কত্তো, তারাও পেট্‌শিয়ান্ হয়নি।

উপেন্দ্র। হয়েছিল ত শেষ কালে ?

শশি। পেট্‌শিয়ান এখনও হয়নি, পেট্‌শিয়ানদের কয়েকটা অধিকার পেয়েছিল মাত্র। নিগ্রোরা কি কখনও এমেরিকান্‌দের সমান হবে ?

(উপেন্দ্রের আর্দ্দালির প্রবেশ)

আর্দ্দালি। হুজুর ও বাড়ীর বাবুর্চী এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা কত্তে।

শশি। সুরুচির বুঝি কিছু দরকার পড়েছে। ডাক তাকে এইখানে।

[আর্দ্দালির প্রস্থান ও খোদাবক্সের প্রবেশ।

উপেন্দ্র। কি খবর খোদাবক্স ?

খোদাবক্স। হুজুর কি বল্‌বো তা ত জানিনে। মুখ দিয়ে ত সে কথা বা'র কত্তে পাচ্চিনে।

উপেন্দ্র। ব্যাপার কি ?

খোদাবক্স। (শশিপ্রভার দিকে চাহিয়া নিরুত্তর)

উপেন্দ্র। তুমি একবার যাও না ওঘরে।

শশি। আমাকে দেখে লজ্জা করো না। বল কি হয়েচে, বল শিগ্গির।

খোদাবক্স। যেমন সায়েব দার্জীলিং গেলেন, অমনই আর এক সায়েব বাড়ীতে এসে জুটেছেন। তিনি দিন রাত ঐ বাড়ীতেই আছেন।

শশি। সুরুচির ভাই কৃষ্ণনাথ বোধ হয়।

খোদাবক্স। না হুজুর আমি তাঁকে জানি। ইনি নতুন মানুষ; আমরা কেউ কখন তাঁকে দেখিনি।

উপেন্দ্র। আমার মোটর তৈরী আছে?

খোদাবক্স। হাঁ হুজুর। মোটর হাজির আছে।

[উপেন্দ্র ও খোদাবক্সের প্রস্থান।

শশি। এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। বিনা মেঘেই বা কেন? যে মেয়ে লুকিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপিসে নাম লিখিয়ে বিয়ের নামের অপমান করে, তার অসাধ্য কি আছে? এই বার বুঝি দাদার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়। মাগী হয় ত দাদাকে বিষ খাওয়াবে। ইনি ওখানে কি কত্তে গেলেন? সে মিন্‌সে যদি ওঁকে মেরেই বসে। (চঞ্চলভাবে গৃহ মধ্যে পরিক্রমণ)

শশি। এত দেরী হচ্চে কেন? (জানালায় গিয়া রাস্তা দর্শন) কই এখনও ত এল না। আমি ত আর থাকুতে পাচ্চি নে। আর্দ্দালি। আর্দ্দালি।

(আর্দ্দালির প্রবেশ।)

শশি। একখানা ট্যাক্সি আন্‌তে বল শিগ্যির।

[আর্দ্দালির প্রস্থান।

শশি। কিন্তু যদি সেই মাগীর মুখ দেখ্‌তে হয়? দূর হ'ক গে, যাব না। আর্দ্দালি।

(আর্দ্দালির প্রবেশ।)

শশি। থাক্ আর গাড়ি আন্‌তে হবে না। [আর্দ্দালির প্রস্থান।

শশি। এখনও আস্‌চে না কেন ?

(উপেন্দ্রের প্রবেশ।)

উপেন্দ্র। আরে রামঃ! বাবুর্চিটে যেমন বোকা। ওদের সে কি রকম আত্মীয় হয়। চার বছর পরে বিলেৎ থেকে মোটে ফিরেচে। ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে কি তাড়িয়ে দেবে ? সে আজকালের মধ্যেই দেশে যাবে।

শশি। কি রকম আত্মীয় জিজ্ঞেস করেছিলে ?

উপেন্দ্র। তাও কি জিজ্ঞেস করা যায় ?

শশি। তোমার সঙ্গে ইণ্ট্রোডিউস করে দিলে কি বলে ?

উপেন্দ্র। আমাদের একজন আত্মীয় এই বলে।

শশি। বাবুর্চি ত বোকা নয় ; তুমিই বোকা। সত্যি আত্মীয় হলে বল্‌তো—তার খুড়তুতো কি মামাত ভাই, কিংবা যা হ'ক একটা সম্পর্কের নাম কত্তো। নিকট আত্মীয় ত নয়ই। বাড়ীতে যখন পুরুষ মানুষ নেই, সে কোন্ মুখে ওখানে আছে ?

উপেন্দ্র। ওতে কোনও দোষ হয় না।

শশি। খোদাবক্স নিশ্চয় কোনও দোষের কারণ দেখেছে, নইলে অমন করে আস্‌বে কেন ?

উপেন্দ্র। মুসলমানদের যে রকম পর্দ্দার কড়াকড়ি, ওদের চোখে দোষের কারণ সামান্যতেই ঠেক্‌তে পারে। আমি যাই, অনেক জায়গায় যেতে হবে।

শশি। দাদাকে শিগ্যির ফিত্তে এক্‌টা টেলিগ্রাম করবে না ?

উপেন্দ্র। ক্ষেপেছ ?　　　　[প্রস্থান।

শশি। নাঃ। দাদার এখন না আসাই ভাল।

[ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কিরণচন্দ্রের ড্রইংরুম।

স্থরুচি সোফায় বসিয়া স্মেলিং সল্টের শিশি শুঁকিতেছে।

বীরেনের দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে প্রবেশ।

বীরেন। বমি হয়ে গেল না কি?

স্থরুচি। খুব।

বীর। তাই ত বাড়ীতেই তোমার অত বমি হচ্চে, জাহাজে গিয়ে কি করবে? কই এত দিন ত তোমাকে বমি কত্তে দেখি নি?

স্থরুচি। কেনিয়াতে কি তোমার ব্যারিষ্টরীর স্থবিধে হবে? তুমি ত সেখানকার ভাষা জান না।

বীর। সেখানে ভারতবর্ষের লোক অনেক আছে; মকদ্দমা তাদেরই করবো। সেখানকার আবহাওয়া খুব ভাল, বেশ আরামে থাকা যাবে।

স্থরুচি। কিরণের পশু কাছারি খুল্‌বে, সে কাল আসবে। আমাদের কখন জাহাজে উঠতে হবে?

বীর। সকালে ৯টার সময় জাহাজ ছাড়বে। আমরা ৮টার সময় চড়বো।

স্থরুচি। বৃটিশ ইণ্ডিয়ায় কি পথে জাহাজ কোথাও থাম্‌বে?

বীর। মাদ্রাজে ত থাম্‌বেই। আর কোথাও থাম্‌বে কি না জানি নে?

স্থরু। যদি মাদ্রাজে আমাদের ধরে?

বীর। ও ফজ্‌দুরিতে মকদ্দামা করবে না। যদি করেও, ওয়ারাণ্ট বেরুতে বেরুতে মাদ্রাজ ছাড়িয়ে যাব।

সুরু। ওর চেয়ে আমাদের রেলে গেলে ভাল হ'তো।

বীর। রেলে ধরা পড়বার বেশী সম্ভাবনা। তা ছাড়া এখন ত মত বদ্‌লানো চল্‌বে না। জিনিস পত্তর সব জাহাজে উঠেছে। প্যাসেজ কেনা হয়েচে।

সুরু। কাজ ভাল হয় নি।

বীর। ওরা যদি আমাদের খোঁজ করে, রেলেই করবে। আমরা যে জাহাজে যাচ্চি, এ কথা কারও মনে হবে না।

সুরু। মাদ্রাজে বোধ হয় জাহাজ একদিন থাম্‌বে।

বীর। থাম্‌লেই বা। আমি তিন বচ্ছর পরে দেশে এসেচি। আমাকে কেউ চিন্‌বে না। তোমার যে পোষাক এনেচি তোমার মুখে একটু রং মাখালে তোমাকে সকলেই মেম মনে করবে।

সুরু। দেখো, এর পরে যেন আমাকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়ো না। আমি তোমার জন্যে তিন কুল ছেড়ে যাচ্চি।

বীর। আমাকে অবিশ্বাস কচ্চো সুরু ?

সুরু। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) অবিশ্বাস কল্লে কি এতদূর ক'ত্তাম ? তোমার হাতে এখন যে আমার প্রাণ।

বীর। উল্টো বল্‌চো সুরু, তোমারই হাতে আমার প্রাণ।

সুরু। কি জানি হঠাৎ আমার কেমন ভয় ভয় কচ্চে।

বীর। ভোরে ভোরে উঠ্‌তে হবে। একটু ব্রাণ্ডী খেয়ে শোবে চল ভয়ও ভেঙ্গে যাবে, ঘুমও আসবে। [উভয়ের প্রস্থান।

(কিরণচন্দ্রের প্রবেশ।)

কিরণ। সুরুচি বোধ হয় ঘুমিয়েছে। আজ যে আমি আসবো তা ত সে জানে না। স্নান হয় নি আজ সমস্ত দিন। স্নানটা করে নি, নইলে ঘুম হবে না। বেয়ারা।

(বেয়ারার প্রবেশ।)

বেয়ারা। হুজুর।

কিরণ। আমি খেয়ে এসেচি রাত্তিরে কিছু খাব না। বাবুর্চিকে বল শীগ্যির জল গরম করে গোসলখানায় পাঠিয়ে দেয়।

[বেয়ারার প্রস্থান।

কিরণ। এ ক'দিন এক্‌লা থেকে ও নিশ্চয় হাঁপিয়ে উঠেছে। আজ আমাকে পেলে ব'ত্তে যাবে। আমিও ত আর পারিনে। ওকে ভোলবার এত চেষ্টা ক'ল্লাম, পাল্লাম না ত। প্রাণ একবার বাঁধা পড়লে, শত চেষ্টা কল্লেও আর খোলা যায় না।

(খোদাবক্সের প্রবেশ।)

খোদাবক্স। হুজুর জল দেয়া হয়েছে।

[কিরণের প্রস্থান।

খোদাবক্স। এখন আমি কি করি? উনি শোবার ঘরে গেলেই একটা ফ্যাসাদ হবে। কোন্ মুখেই বা ওঁকে বলি আপনি শোবার ঘরে যাবেন না। এ কায কি চাকরের দ্বারায় হয়? ডাক্তার সাহেবকে ব'ল্লাম, তিনি গোল কামরায় ওঁদের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে বাড়ী গেলেন। এ বাড়ীর টিক্‌টিকিটে পর্য্যন্ত জানে এখানে কি শয়তানের নাচ হচ্চে। আমি ত অনেক সায়েবের বাড়ীতে কাজ করিচি। এমন বেহায়াপনা ত কোথাও দেখিনি। এক মেম সাহেবের এ রোগ ছিল। কিন্তু তারও পর্দ্দা ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ে যদি বেগ্‌ড়ায় এমন বিচ্ছিরি বেগ্‌ড়ায় যে দুনিয়ার কোনও মেয়ে মানুষ তেমন বেগ্‌ড়াতে পারে না। আমি যাই একবার ডাক্তার সাহেবের কাছে। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি। বলিগে সায়েবের শরীর ভাল নেই তাঁকে ডাকচেন।

[প্রস্থান।

(বেয়ারার প্রবেশ ও সোফা ইত্যাদি ঝাড়িতে আরম্ভ ।)

বেয়ারা। এই ক' দিনে এত কীর্ত্তি হয়ে গেছে ? মেম সাহেবের গতিক আমার গোড়া থেকেই ভাল ঠেকে নি। আমার সায়েব ত ভ্যাড়া। ঐ বুদ্ধি নিয়ে অত টাকা কি করে রোজগার করে তা জানি নে।

(নেপথ্যে উপর্য্যুপরি দুইবার পিস্তলের আওয়াজ)

বেয়ারা। ঐ রে সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝি।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কিরণের শয্যাগৃহ।

খাটের নীচে কার্পেটের উপর কিরণ পতিত ও অচেতন। উপেন্দ্রনাথ কার্পেটের উপর কিরণের পাশে বসিয়া, খোদাবক্স, বেয়ারা, এক জন পুলিশ ইন্সপেক্টর দাঁড়াইয়া।

খোদাবক্স। ইয়া খোদা ! এ কি কল্লে ?

উপেন্দ্র। তোমরা একজন দৌড়ে যাও। মিষ্টর হরিনাথদাসকে শিগ্গির ডেকে নিয়ে এস। এ সব কথা কিছু বলো না। কেবল বলো কিরণের বড় অসুখ।

[বেয়ারার প্রস্থান।

উপেন্দ্র। ওঃ এ সমস্ত আমারই দোষ। আমি যদি সেদিন খোদাবক্স তোমার কথায় বিশ্বাস কত্তাম, সে পাজীকে এখান থেকে বিদেয় করে দিতাম তা হ'লে এ গ্রহ হ'ত না। এদের কি ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে ?

ইন্সপেক্টর। এখন ত কোনও ট্রেণ নেই। সকল ষ্টেশনে, সকল রাস্তায়, সকল হোটেলে, গঙ্গার ধারে, এতক্ষণ পুলিশ মোতায়েন হয়ে গেছে। পিঁপড়েটির পর্য্যন্ত সহর ছেড়ে পালাবার যো নেই।

খোদাবক্স। জিনিষ পত্তর আজ সে নিয়ে গিছলো। আমি মনে করেছিলাম কালই পাপ বিদেয় হবে। খোদার মর্জ্জি আমার মনিবের তার হাতে মৌৎ, নইলে তিনি আজ কেন এসে পড়বেন। এমন মনিব কারও কখন হবে না। (রোদন)

পুঃ ইঃ। কি রকম দেখচেন ডাক্তার সাহেব; মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে হত না?

উপেন্দ্র। এখনও যে প্রাণ আছে এই আশ্চর্য্য। একটা গুলি মাথার ভেতর, একটা বুকের ভেতর গেছে। ওকে নাড়লেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

পুঃ ইঃ। চেহারাটা বদ্‌লে গেল। একবার দেখুন দিকি।

উপেন্দ্র। (কিরণকে দেখিয়া) আর কি দেখবো? হয়ে গেছে। কিরণরে, তুই যে আমার সহোদরের চেয়ে বেশী ছিলি ভাই। আমি জেনে শুনে তোকে রাক্ষসীকে দিয়ে খাইয়েছি! এ পাপ সমস্ত আমার। ইন্সপেক্টর বাবু আপনি আমাকে গ্রেফতার করুন। আমি এ খুনের এবেটর।

পুঃ ইঃ। স্থির হ'ন ডাক্তার সায়েব। মানুষের ভ্রম পদে পদে হয়, অত বড় লোকের মেয়ের এ রকম প্রবৃত্তি হবে কে মনে কত্তে পাত্ত?

উপেন্দ্র। আমার স্ত্রী গোড়া থেকেই এ বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। আমি যদি ভাল করে ওকে বারণ ক'ত্তাম, তা হ'লে কি কিরণ এ বিয়ে কত্ত? তখন যে ভারত উদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিলাম।

(হরিনাথ দাসের প্রবেশ।)

হরিনাথ। (দ্বারের নিকট হইতে) কিরণ কেমন আছ। (কিরণকে দেখিয়া) ওঃ এ কি! কে মাল্লে ওকে?

উপেন্দ্র। আপনার কন্যা আর বীরেন বিশ্বেস।

হরিনাথ। বুঝিছি, ওঃ বুঝিছি। (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন) (সকলের ব্যস্ত ভাবে হরিনাথের শুশ্রূষা)

উপেন্দ্র। (হরিনাথের নাড়া দেখিয়া) এও নিতান্ত সহজ কেস নয়। আমার বুদ্ধির দোষেই এ বিপদও ঘট্‌ল। কেন ম'ত্তে ওঁকে ডেকে পাঠালাম?

পুঃ ইঃ। ওঁকে ডাকা ত খুবই উচিত হয়েছিল। উনি যে এ রকম হয়ে পড়বেন কে জান্‌তো?

উপেন্দ্র। না না। আমার দোষে চার চারটা প্রাণীর সর্ব্বনাশ হ'ল।

পুঃ ইঃ। আপনি যে রকম কাতর হয়ে পড়েছেন আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে শিগ্যির ডাক্তার ডাকৃতে হবে। এ কেস আপনি নিজের হাতে রাখ্‌বেন না।

উপেন্দ্র। আপনি ঠিক বলেছেন। আপনি চাকরদের কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে এঁর ছেলে কৃষ্ণনাথকে ডাকান্‌। এঁকে ত এ বাড়ীতে রাখা হবে না। এ বাড়ীর হাওয়া বিগ্‌ড়ে গেছে। যে বাড়ীতে স্ত্রী স্বামী হত্যা করে সে বাড়ীতে মানুষের ঢোকাই উচিত নয়। সে বাড়ী সাক্ষাৎ নরক।

পটপরিবর্ত্তন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রনাথের বাটী।

উপেন্দ্র সোফায় শয়ান। পার্শ্বে শশিপ্রভা।

উপেন্দ্র। অত কেঁদ না শশি, তোমার অসুখ হবে।

শশি। কাঁদলে আমাদের অসুখ হয় না। বরং না কাঁদতে পেলে হয়। আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। তুমি যে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ।

উপেন্দ্র। আমি সেরে উঠিছি।

শশি। ছাই সেরেছ, এখনও দাঁড়ালে ঘুরে পড়।

উপেন্দ্র। আমার মাথা ঘুরবে না ত কার ঘুরবে? দু দু টো ঈশ্বরের জীব আমার দোষে মারা গেল, আরও ক'টা যাবে জানিনে।

শশি। তোমার দোষে ত যায় নি, আমার দোষে গেছে। পুরুষ মানুষের ত অতশত বুঝবার কথা নয়। আমি বুঝেও যে কিছু কল্লাম না। আমি মনে করেছিলাম দাদার যে দিন আসবার কথা, সেই দিন তোমাকে শিয়ালদা ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেব, তাঁকে বাড়ী যেতে না দিয়ে এখানে নিয়ে আসবো। মা দুর্গা তা ত হতে দিলেন না; তিনি সেই রাক্ষসীর কাছে বলি দেবার জন্যে তাঁকে একদিন আগেই টেনে নিয়ে এলেন। (রোদন)

উপেন্দ্র। ওদের বাড়ীর কোনও খবর পেলে?

শশি। ওদের বাড়ীর খবরে তোমার দরকার কি?

উপেন্দ্র। না না শশি! আমার কাছে তুমি কোনও কথা লুকিয়ো না। হরিনাথ দাস মারা গেছেন বুঝি?

শশি। মারা যাবেন না? অমন গুণের মেয়ে বিইএ ছিলেন।

উপেন্দ্র। আজ হাইকোর্টের সেশনে ওদের মকদ্দমা ছিল, কি হ'ল ?

শশি। ছাই হয়েচে। যে আসল দোষী সে ছাড়া পেয়েছে।

উপেন্দ্র। সুরুচি ছাড়া পেয়েছে। সে খুনের কারণ বটে, কিন্তু সে ত খুন করে নি। বীরেনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে না দ্বীপান্তর ?

শশি। বীরেনের ব্যারিষ্টার ভারি জোর দিয়েছিলেন, দাদা তাকে মাত্তে গিয়েছিলেন, সে আত্মরক্ষার জন্যে গুলি ছুঁড়েছিল। জজ জুরীকে বলেছিলেন এক নিরস্ত্র ব্যক্তি বিদেশ থেকে এসে নিজের শোবার ঘরে শুতে যাচ্চে, তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে তার মাথায় আর বুকে গুলি মারবার কোনও দরকার ছিল না। জুরীরা সকলেই তাকে খুনের দোষে দোষী করায় তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। মাগীকে ছেড়ে দিয়েচে।

উপেন্দ্র। সুরুচি বেচারী এখন কোথা যাবে ? আহা তার কথা মনে হ'লে এখন আমারও দুঃখ হচ্চে।

শশি। দুঃখ হয়ে থাকে আমাকে বিদেয় দিয়ে তাকে বুকে করে রাখগে। [ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান।

উপেন্দ্র। এমন অবুঝ জাত কি জগতে আছে। যাই দেখিগে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কিরণের শয়ন গৃহ।

সুরুচি।

সুরুচি। এই সেই ঘর! আর ত আমার কোথাও যাবার স্থান নেই, তাই এই পোড়ামুখ নিয়ে সেই ঘরে আবার এসেছি। কি শুভক্ষণেই

আমি জন্মেছিলাম! প্রথমে মাকে খেলাম, তারপর স্বামীকে, তারপর বাবাকে খেলাম। বীরকে ছুব্‌লে এসেচি, সে এখন খাবি খাচ্চে। (হস্ত তুলিয়া) জয় জয়কার আমার। "প্রতাপো'গ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরং," আমাকে যে দেখ্‌চে সেই পালাচ্চে। আমি এ বাড়ীতে ঢুকিচি, আশ্চর্য্য যে দেয়াল গুল এখনও দাঁড়িয়ে আছে, আমার ঘাড়ে পড়েনি. কিংবা ঘর গুল আমার পাপের তাপে ধূ ধূ করে জ্বলে ওঠেনি। কি স্বামীই পেয়েছিলাম! সে ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র ; সকলের কাছে গাল খেয়েও সে আমাকে বুকে তুলে নিইছিল। তার বোন্ পর্য্যন্ত তাকে একঘরে কল্লে কিন্তু আমি একদিনের জন্যেও তাকে কাতর দেখিনি। আমি সেই দেবতুল্য স্বামীকে পায়ে করে থ্যাৎলালাম, শেষে এক গুণ্ডাকে দিয়ে খুন করালাম। পৃথিবী! তুমি ত মাঝে মাঝে ভূমিকম্পে ফাটো। এ পাপীয়সীর জন্যে একবার ফাট্‌তে পার না? তোমার পেটের সেই আগুনের মধ্যে সেঁধিয়ে আমার প্রাণের আগুন চাপা দেই। বীরও ত আমাকে ভাল বাস্‌তো, আমি তাকে ফাঁসি কাটে চড়িয়ে এলাম। যে আমাকে ভাল বেসেচে সেই উচ্ছন্ন গেছে। আমার নিশ্বেসে বিষ আছে, বোধ হয় গাছ পালাও সে বিষের জোরে জ্বলে যাবে। (উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ ; হঠাৎ দাঁড়াইয়া) এসেছ মা। শাদা থান্ পরেচ যে? তোমার তো থান্ পরবার কথা নয়। (চমকিয়া) ওকে বীর!! গলায় হাত দিয়ে দেখাচ্চ কি? খুব হয়েচে ফাঁসি হয়েচে তোর। তুই ত যত নষ্টের গোড়া। দূর হ এখান থেকে! যাবিনে? মেয়ে লাথি দিয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব। যাক্ গেছে। আপদ দূর হয়েচে। তুমিই-ই-ই (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) কে-এ-এ? মাথা দিয়ে রক্তের ঢেউ খেলচে...! বুক থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুট্‌চে। আমাকে ইশারা করে কি বল্‌চো? দেরাজ খুল্‌তে বল্‌চো? খুল্‌চি দেরাজ। (দেরাজ খুলিয়া পো ভংকেস গ্রহণ)।

খুল্‌বো ? এই খুল্লাম। (ক্ষুর গ্রহণ ও খোলা) বাঃ তোমারও যে হাতে ক্ষুর। ওঃ কি ভয়ানক—গলাটা কেটে দু খানা করে ফেল্লে যে! আমাকেও তাই কত্তে বল্‌চো ? আমি—ই-ই-তা- পারবো না-আ-আ ! (কম্পন) কচ্চি কচ্চি, তুমি সরে যাও।

(গলায় ক্ষুর বসান ও পতন)

যবনিকা।

সমাপ্ত

লাহোর ল কলেজের

প্রিন্সিপ্যাল ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১। **দুই বোন**—"বাঙ্গলা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে।" মূল্য ২৲ টাকা।

২। **মণিমহেশ**—ঐতিহাসিক উপন্যাস, কাঙ্গড়ার প্রাচীন দুর্গের বিচিত্র কাহিনী। অমৃতবাজার পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ১৷৹।

৩। **দুই ব্যাই**—দুই বেয়াইএ বিবাদ করিয়া সন্তানের কিরূপ অনিষ্ট করেন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূল্য ১৲ টাকা।

৪। **অংশুমতী**—"বইখানি ভারি সুন্দর হইয়াছে" ভারতবর্ষ। মূল্য ১৷৵৹ টাকা।

৫। **বিভা**—ফরওয়ার্ড পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ১৷৷৹।

৬। **রাধাকৃষ্ণ**—সম্পূর্ণ নূতন ধরণে সৃষ্টিতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সংবাদপত্র সমূহে উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা।

৭। **রমা**—কাশ্মীরে বাঙ্গালীর রোমান্স। সংবাদপত্র সমূহে উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা।

৮। **শীরিণীর মেয়ে**—মূল্য ১৲।

আমীনা—হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান—যন্ত্রস্থ।

সকল পুস্তকই ৫নং উড ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট, গুরুদাস চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও ৪৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, ভূদেব পাবলিশিং হাউসে প্রাপ্তব্য।